চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 169 Monday, 20 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৬৯ সংখ্যা ✱ ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, সোমবার, ২০ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সুন্দরবনে চোরা শিকারিদের আক্রমন বেড়ে চলেছে। আর এবারে জঙ্গলে গুলির লড়াই চললো। আর এই চোরা শিকারিদের হাতে খুন হল বনদপ্তরের এক কর্মী। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ভোট মিটতেই বন্ধ খাবার, কেটে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। গায়েব নেতারা, গায়েব প্রতিশ্রুতি, গায়েব সমবেদনার ফুলঝুরি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

এক তৃণমূল নেতার হাত ধরে গজিয়ে ওঠা চোলাই মদের ঠেক ভাঙল অন্য এক তৃণমূল নেতা। ঘটনাটি তারকেশ্বর বর্ধমান রোডের সুকান্তপল্লী এলাকার। ...বিস্তারিত পাতা ৭

বারণ করা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়ো ও অডিয়ো সম্প্রচার করা হয়েছিল। সেজন্য স্টার স্পোর্টসকে তুলোধোনা করলেন রোহিত শর্মা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'ভোটব্যাঙ্ককে খুশি করতেই সাধু-মহারাজদের ধমকাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী'

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৯ মেঃ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ আগেই তুলেছিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে। বলেছিলেন, 'হিন্দু ধর্মের হ ও জানেন না' কিন্তু এবার তিনি ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু, মহারাজকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ইতিমধ্যেই মুখ খুলেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজ। পুরুলিয়ায় বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় মাহাতোর সমর্থনে এসে এবার মমতার সেই মন্তব্য নিয়েই মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শিক্ষা-দুর্নীতি, নোট উদ্ধার, নারী নির্যাতন-সব প্রসঙ্গে ছাপিয়ে মোদি বললেন, ''তৃণমূল-মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সাধু-মহারাজদের প্রকাশ্যেই ধমকাচ্ছেন। মঞ্চ থেকেই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। বিশ্ব জুড়ে ইসকন, মিশনের লোক থাকেন।'' মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধতে প্রধানমন্ত্রী তুলে আনেন স্বামী বিবেকানন্দর প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, ''স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশের মাটিতে গিয়েছিলেন, যখন ভারতের কথা বলতেন, তখন লাখো মানুষ ওঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক জন এমন ছিলেন, যিনি ভারতের প্রতি বিদ্বেষ ছিল, তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে ধমকিয়েছিলেন, খুব অপমান করেছিলেন। এখন আবারও সেরকম হচ্ছে। আজ সেরকমই বাংলার মাটিতে হচ্ছে। নির্বাচনে বাংলার মানুষকে ভয় দেখানো, ধমকানো, হিংসা করানোর টিএমসি সরকার এবার সব সীমা পেরিয়ে গিয়েছে।'' তিনি বলেন, ''দেশে ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নিয়ে পুরো বিশ্বে জনপ্রিয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের প্রকাশ্যেই ধমকাচ্ছেন। মঞ্চ থেকেই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। বিশ্ব জুড়ে ইসকন, মিশনের লোক থাকেন। তাঁদের লক্ষ্য, মানুষের সেবা করা। নিজের ভোটব্যাঙ্ককে খুশি করতে এখন তাঁদেরকেই ধমকাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। লাখো মানুষের ভাবনার কথা ভাবছেন না।' প্রসঙ্গত, শনিবারের একটি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরসারি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজের নাম করে বিঁধেছেন। তিনি বলেছেন, কেউ কেউ করেন না। সব সাধু সমান নয়। বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন। কার্তিক মহারাজ। আমি শুনেছি উনি বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট কে বসতে দেব না। তাঁকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তিনি সরাসরি রাজনীতি করছেন।'' আবার মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন আসানসোলের রামকৃষ্ণ মিশন নিয়েও। তিনি বলেছিলেন, ''আসানসোলে একটি রামকৃষ্ণ মিশন আছে। সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল সেই সময় আমি পুরো সমর্থন দিয়েছিলাম আপনাদের। যেমন আমি শুনলাম আসানসোলে একটি মিশন আছে।'' ইসকন প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, ''ইসকনকেও

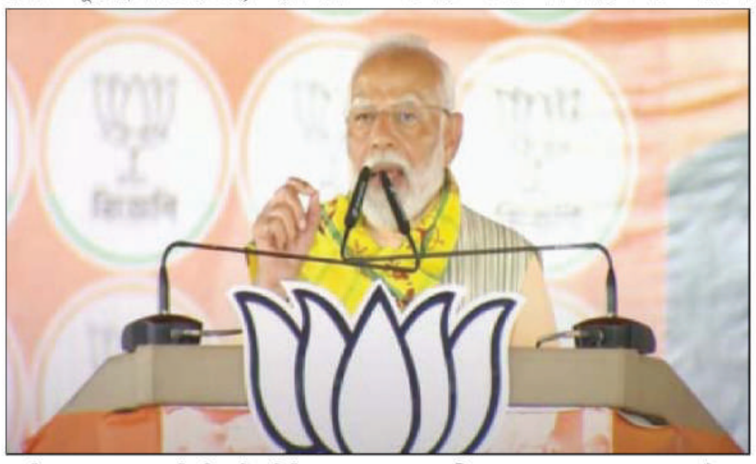

আমি ৭০০ একর জমি দিয়েছি। দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে বলে বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার জন্য বলো কেন করবেন সাধুসন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে সবাই শ্রদ্ধা করেন। ওদের কাছে একটা হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ আছে। ওদের আমি ভালবাসাতে পারি। কিন্তু ওরা ভোট দেয় না কখনও। আমি কেন তাহলে ওদের ভোট দিতে বলব। কেউ কেউ ভয়োলেট করছে সবাই নয়।'' পরদিন বঙ্গে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে সে বিষয়েই বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী। সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির দাবি, ভুয়ো ভিডিও করে সন্দেশখালি নিয়ে মিথ্যে প্রচার করছে তৃণমূল। এবার শাহজাহানকে বাঁচাতে সন্দেশখালিতে মহিলাদের বদনাম করা হচ্ছে, বাংলায় প্রচারে এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এমনই তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বেশ কয়েকদিন আগে সন্দেশখালির কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। স্টিং অপারেশনের সেই সব ভিডিওতে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গেছে, সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো। ধর্ষণের ঘটনাও মিথ্যে। যা নিয়ে লোকসভা ভোট চলাকালীন বিজেপির বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছে তৃণমূল। যদিও সেই ভিডিও ভুয়ো বলে দাবি করেছে গেরুয়া শিবির। পঞ্চম দফার ভোটের আগে মোদির বক্তব্যেও উঠে এল সেই ভিডিও প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ''শাহজাহানকে বাঁচাতে সন্দেশখালির মহিলাদের বদনাম করছে তৃণমূল। তাঁদের চরিত্র নিয়ে আঙুল তুলছে। ওঁদের জন্য যে ভাষায় কথা বলছে, তার জবাব বাংলার সব মহিলা দেবেন। ভোটের মাধ্যমে জবাব দেবেন। তৃণমূলকে বরবাদ করবেন।'' আগামী ২৫ মে পুরুলিয়ায় ষষ্ঠ দফায় ভোট রয়েছে। রবিবার সেখানেই পুরুলিয়া বিধানসভার অন্তর্গত গ্যাঙাড়া হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় মাহাতোর হয়ে প্রচারে আসেন মোদি। চব্বিশের লোকসভা ভোটে আগাগোড়াই সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি। বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব তো বটেই বাংলায় প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ কেন্দ্রের প্রথম সারির সব বিজেপি নেতাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। এদিকে মে মাসের প্রথম দিকে সন্দেশখালির ঘটনা নতুন মোড় নিয়েছে। একের পর এক ভাইরাল ভিডিওতে সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো এমন তত্ত্ব উঠে এসেছে। স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে নতুন করে উত্তপ্তও হয়ে উঠেছে সন্দেশখালি। সেখানকার মহিলাদের একাংশের বক্তব্য, মিথ্যে অভিযোগে তাঁদের বদনাম করা হচ্ছে। সেই সুর টেনে এদিন মোদি বলেন, ''তৃণমূল মা, মাটি, মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু বাংলার মহিলারা আর তৃণমূলকে ভরসা করেন না। সন্দেশখালিতে যে পাপ হয়েছে, তাতে পুরো বাংলার মহিলাদের ভাবাচ্ছে। সন্দেশখালির মহিলাদের বদলাম করছে তৃণমূল।'' শুধু সন্দেশখালি নয়, শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আক্রমণের অন্যতম ইস্যু রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতিও। লোকসভা ভোটের মাঝেই ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যদিও সেই নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যা খানিকটা স্বস্তি দিয়েছে তৃণমূল সরকারকে। এদিন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে মোদি বলেন, ''যে বাংলায় সরস্বতীর পুজো হয়, সেখানে তৃণমূল শিক্ষায় চুরি করে। শিক্ষক নিয়োগে হাজার হাজার যুবকের ভবিষ্যৎ বরবাদ করেছে। সকলকে ধারে ডুবিয়েছে। বাংলার গ্রামে আজ শিক্ষক নেই। বাচ্চাদের ভবিষ্যতও চুরি করেছে।'' রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ইস্যুতেও এদিন সরব হন মোদি। আগামী ৪ জুন ভোটের ফলের পর বাংলার দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কটাক্ষের সুরে এদিন মোদি বলেন, ''তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের বাড়ি থেকে যে টাকা মিলছে, তা জীবনে দেখিনি। দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না। ৪ জুনের পর নতুন সরকার হতেই দুর্নীতিবাজদের সারা জীবন জেলে থাকতে হবে। আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।''

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর সমর্থনে নির্বাচনী পদযাত্রা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ দফায় বাঁকুড়ার দুই কেন্দ্রে ভোটের আগে রবিবাসরীয় প্রচারে শহরের কলেজ মোড় থেকে অসংখ্য দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে এই পদযাত্রায় হাঁটেন তৃণমূল নেত্রী।

আবাসের টাকা পাঠিয়েছে বললে বিজেপি নেতাদের বেঁধে রেখে আমাকে ফোন করুন!

ঝাড়গ্রামে অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৯ মেঃ বিগত ১০ বছরে বাংলার জন্য কী করেছে বিজেপি? রবিবার ঝাড়গ্রামের সভা থেকে ফের একই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে নিজেদের ১০ বছরের রিপোর্ট কার্ড আনার চ্যালেঞ্জও করলেন তিনি। একই সঙ্গে, যারা এদিন সভায় এসেছেন তাঁদের পরামর্শ দিলেন, বিজেপি আবাসের টাকা দিয়েছে বলে যে দাবি করবে তাঁকে বেঁধে রাখুন! ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাসের টাকা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থপ্রদান বন্ধ করে রেখেছে বিজেপি সরকার। এই দাবি নতুন করছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবারের সভা থেকে তাঁর সংযোজন, ''১০ বছরে ১০ পয়সা দিয়ে এখানে সাহায্য করেনি বিজেপি। ১০ বছরের রিপোর্ট কার্ড আনতে বলুন। একদিকে বিজেপির যে কোনও নেতা থাকবে, অন্যদিকে আমি। তর্ক হবে। বিজেপি বাংলার জন্য কিছু করেছে প্রমাণ করতে পারলে তৃণমূলের হয়ে আর ভোট চাইব না।'' এমনকী রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেন অভিষেক। তৃণমূল নেতার স্পষ্ট দাবি, ''আবাসের টাকা ৪ বছর ধরে বিজেপির সরকার বন্ধ করে রেখেছে। সভা-সমিতি করে বলে আমরা আবাসের টাকা দিয়েছি। বিজেপির নেতারা এখানে যদি কেউ বলে যে আবাসের টাকা মোদিজি পাঠিয়েছে, তাঁকে বেঁধে রাখুন, বেঁধে রেখে আমাকে ফোন করবেন!'' অভিষেক বলছেন, এঁরা মিথ্যাবাদী। এক পয়সা আবাসের জন্য দেয়নি বিজেপি। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিবারের সভাতেই হয়ে গেছে বড় যোগদান। তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বিজেপির ঝাড়গ্রামের বর্তমান সাংসদ কুনার হেমব্রম। ঝাড়গ্রাম আসনে এ বার কুনারকে প্রার্থী করেনি বিজেপি। কুনারের দাবি, তিনি দলের কিছু নীতির সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। বিরোধিতা করেছিলেন। তাই তাঁকে আর প্রার্থী করা হয়নি। আগেই দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন বিজেপির বিদায়ী সাংসদ। তবে ভোটের মাঝে, বিশেষত মোদির বাংলা সফরের মাঝে তিনি যে এভাবে তৃণমূলে যোগ দেবেন, সেটা কেউই ভাবতে পারেননি।

এক লপ্তে চার অফিসারকে সরাল নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ পঞ্চম দফা ভোটের আগে ফের রাজ্য পুলিশে রদবদল। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপারকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। বদলি করা হয়েছে ভূপতিনগর ও পটাশপুরের ওসি এবং কাঁথির মহকুমা পুলিশ আধিকারিককেও। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে তাঁরা থাকতে পারবেন না। সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করার রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে কমিশন। রবিবার পুরুলিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা ছিল। মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যের পশ্চিমের সেই জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার ছিলেন তিনি। এছাড়াও কমিশনের তরফে নির্দেশিকা জারি করে কাঁথি মহকুমার পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাসকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বদলি করা হয়েছে ভূপতিনগরের ওসি গোপাল পাঠক এবং পটাশপুরের ওসি রাজু কুণ্ডুকেও। তবে ভোটপর্বে এইসব জায়গায় কোন কোন পুলিশ কর্তাকে নিয়োগ করা হবে সেবিষয়ে অবশ্য কমিশনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। পুরুলিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুরে ষষ্ঠ দফায় ভোট রয়েছে। তার আগে রবিবার একযোগে এক এসপি-সহ চার পুলিশ অফিসারকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের মাঝে পুলিশে রদবদল অবশ্য নতুন নয়। এর আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরীর অভিযোগে বহরমপুরের আইসিকেও সরিয়ে দেয় কমিশন। এছাড়াও মালদার হবিবপুর থানার আইসি এবং মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার ওসিকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। অন্যদিকে, সোমবার রাজ্যে পঞ্চম দফায় লোকসভা নির্বাচন। বাংলার সাত কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে ১ কোটি ২৫ লাখ ২৩ হাজার ৭০২।

এবার বড় নিয়োগ হতে চলেছে অঙ্গনওয়াড়ির নানা পদে, মাস্টারস্ট্রোক মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ লোকসভা নির্বাচনের মরশুমে নিয়োগের বড় খবর মিলল। গ্রামবাংলায় এই বিপুল পরিমাণ নিয়োগ হতে চলেছে। লোকসভা নির্বাচন মিটলেই বাংলায় এই বড় সংখ্যক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার বলে সূত্রের খবর। এখন সারা দেশে নির্বাচনের জন্য আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর করা রয়েছে। আগামী ১০ জুন এই বিধি উঠে যাবে। কারণ ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়ে যাবে। তার পরেই সম্ভবত অঙ্গনওয়াড়ির অধীনে সুপারভাইজার পদে নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। এই শূন্য পদের সংখ্যা ১৩ হাজার ২২৫টি। ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটি নির্বাচনী আর কোনও টাকা লাগবে না। লোকসভা নির্বাচনের পর অনেকগুলি দফতরেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। শিক্ষক নিয়োগও হবে। আর অঙ্গনওয়ারির ক্ষেত্রেও নিয়োগ হবে। সেখানে পুরুষ-মহিলা আবেদন করতে পারবেন। এই আবেদন করা যাবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে। সেখানে গিয়ে লগইন করলেই একটি লিঙ্ক সামনে খুলে যাবে। সেখানেই পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট পদের ফর্ম। সেই ফর্ম পুরণ করার পর দাবি অনুযায়ী নথি অ্যাটাচ করতে হবে। তারপর সমস্ত স্ক্যান করা নথি আপলোড করতে হবে। সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে দাখিল করলেই ফর্ম জমা হয়ে যাবে।

সভা-সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগের কথা বলছেন। ১০ লক্ষ চাকরি প্রস্তুত করা রয়েছে। যা বাংলার ছেলে মেয়েদের দিতে চান তিনি। এবার সেটাই বাস্তবায়িত হতে চলেছে ভোটের পর। রাজ্যের যে কোনও জেলার বাসিন্দারা এই অঙ্গলওয়াড়ি সুপারভাইজার পদে আবেদন করতে পারবেন বলে খবর। তবে আবেদন করার ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে হতে হবে ১৮ বছর। আর সর্বোচ্চ বয়স হতে হবে ৪২ বছর। সঙ্গে থাকতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। তা বলে স্নাতকরা এই পদে আবেদন করতে পারবেন না এমন ব্যাপার নয়। আবেদন করা যাবে অনলাইনে। এইসব আবেদনপত্র প্রিন্ট করে রেখে দিলে ইন্টারভিউয়ের সময় দেখানো যাবে। সূত্রের খবর, লোকসভা নির্বাচনের পর দেউচা পাঁচামি কয়লাখনিতেও বিপুল পরিমাণ নিয়োগ হবে। রাজ্য পুলিশ থেকে শুরু করে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী বড় সংখ্যক নিয়োগ হবে। আর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর জন্য যেসব নথি আবেদনের সঙ্গে দিতে হবে সেগুলি হল-শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি, বয়সের প্রমাণপত্র, জাতিগত শংসাপত্র, পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং অন্যান্য জরুরি নথি। লোকসভা নির্বাচনের পর আবেদন জমা নেওয়া শুরু হবে। আর দুর্গাপুজোর আগেই নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

বাড়ছে উদ্বেগ! বাংলায় করোনার নতুন প্রজাতি, আক্রান্ত ৩০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ মহারাষ্ট্র, কেরল, কর্নাটকের পর এবার বাংলা। খোঁজ মিলল করোনার নতুন উপপ্রজাতি কেপি.২-এর। স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রের খবর, বাংলায় করোনার নতুন প্রজাতিতে অন্তত ৩০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সংক্রমণ এড়াতে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলা থেকে গত চারমাসে বেশ কিছু নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেই নমুনাগুলির মধ্যে থেকে ৩০ জনের শরীরে কোভিডের কেপি২ সাবভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ২০১৯ সালের শেষ থেকে পৃথিবী জুড়ে যে অতিমারি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, কালক্রমে তা কেটে গেলেও, করোনা ভাইরাস যে একেবারে বিদায় নেবে না এমনটা আগেই বলে রেখেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। করোনার অভিঘাত কমেছে, ঢেউয়ের উচ্চতাও কমেছে ধীরে ধীরে, কিন্তু বারবার বিভিন্ন রূপে ফিরছে করোনা আতঙ্ক। এবারে তার নতুন রূপ কেপি২। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই করোনার কেপি২ উপপ্রজাতিতে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে। এই সাব-ভ্যারিয়েন্টে সব থেকে বেশি সংক্রমিত রোগী আমেরিকায়। ইতিমধ্যে ভারতেও এসে পৌঁছেছে এই সাব ভ্যারিয়েন্টের আতঙ্ক। কোভিডের ওমিক্রন প্রজাতির উপপ্রজাতি এই কেপি২। দেশের একাধিক রাজ্যে এই উপপ্রজাতিতে আক্রান্ত হয়েছেন রোগীরা। গত মার্চ মাসে দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রে প্রথমবার কোভিডের কেপি২ সাব-ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত রোগীর খোঁজ মিলেছিল। এরপর থেকে কেরল, কর্ণাটকেও একাধিক রোগীর শরীরে এই সাব-ভ্যারিয়েন্টের হদিশ মেলে। এবার বাংলাতেও কেপি২ উপপ্রজাতিতে আক্রান্ত রোগীর খোঁজ মিলেছে। দেশে এখনও পর্যন্ত কোভিডের কেপি২ উপপ্রজাতিতে আক্রান্ত ২৭২ জন রোগীকে চিহ্নিত করা গিয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

'মমতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক ধর্মচ্যুত হতে পারব না'

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৯ মেঃ শনিবারের পর রবিবার। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে নিজের অবস্থানে অনড় রইলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীরের কথায়, ''আমার তো কোনও লুকোচুরি নেই। বাংলায় দিদির জ্বালায় সবাই অস্থির। এটা আগেও বলেছি, এখনও বলব। কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পার্টিটাকে বাঁচানো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমি রাজনৈতিক ধর্মচ্যুত হতে পারব না।'' অধীরের পাল্টা প্রশ্ন, ''মমতা নিজেই বলেছেন দিল্লিতে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আর বাংলায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। উনি বললে ঠিক আছে আর আমি বললেই দোষ!'' ঘটনার সূত্রপাত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার সমালোচনা করার জেরে শনিবার অধীরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেন, ''তৃণমূল নেত্রীর ইন্ডিয়া জোটে থাকা না থাকা নিয়ে মন্তব্য করার দায়িত্ব অধীরকে কে দিয়েছে? মমতা নিয়ে যা বলার দল বলবে, দল ঠিক করবে। ওনার না পোষালে বেরিয়ে যেতে হবে।'' ওই প্রসঙ্গে শনিবারও অধীর জানিয়েছিলেন, বাংলায় তৃণমূলের বিরোধিতা তিনি জারি রাখবেন। রবিবারও নিজের অবস্থানে অনড় থেকে অধীর স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, ''পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা খাতির করতে পারব না। এর মধ্যে আমার কোনও দ্বিধা নেই। এই বাংলায় যে মহিলা আমাদেরকে খতম করেছে তাঁর সঙ্গে আমি তো দোস্তি করতে পারি না। বছরের পর বছর ধরে এটা করেছে।'' অধীরের আরও অভিযোগ, ''কংগ্রেসের দয়ায় ২০১১ সালে ক্ষমতায় এল তৃণমূল। অথচ চেয়ারে বসার পর থেকে প্রতিদিন বছরের পর বছর কংগ্রসকে শেষ করার চেষ্টা করে গেছেন মমতা। তাই এখানে লড়াইটা নৈতিকতার, কংগ্রেসকে রক্ষা করার। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষের লড়াই।''

বিধানভবনের বাইরে খাড়্গের মুখে পড়ল 'কালি', দুধ দিয়ে ধোয়া হল পোস্টার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে অধীরকে নিশানার পরই মল্লিকার্জুন খাড়্গের ছবিতে 'কালি'। কলকাতায় বিধান ভবনের বাইরে মল্লিকার্জুন খাড়্গের ছবিতে কালি লাগানোর অভিযোগ। ছবির নীচে লেখা রয়েছে 'তৃণমূলের দালাল'। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর। তড়িঘড়ি সরিয়ে দেওয়া হয় পরপর তিনটি হোর্ডিং। মুছে ফেলা হয় কালিও। দুধ দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয় সেই হোর্ডিং। বিধান ভবনের বাইরের দেওয়ালে কংগ্রেসের তিনটি হোর্ডিং লাগানো ছিল। সেখানে হাই কম্যান্ড তথা জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের মুখে কালি লাগানো অবস্থায় দেখা যায় । শুধু তাই নয়, তার উপরে 'টিএমসর দালাল' লিখে দেওয়া ছিল। প্রথমে বিধানভবনের নিরাপত্তারক্ষী কিংবা কর্মীরা কেউই বিষয়টি দেখতে পাননি। বেলার দিকে একজন দেখার পরই শোরগোল পড়ে যায়। কংগ্রেস কর্মীরা দ্রুত হোর্ডিংটাকে সরিয়ে ফেলেন। প্রথমে কালি মোছা হয়। তারপরও তাতে থেকে যায় দাগ। সেই দাগ দুধ দিয়ে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়। বস্তুত,

ইন্ডিয়া জোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান নিয়েই সম্প্রতি একটি জলঘোলা তৈরি হয়েছে। আর তার কেন্দ্রবিন্দুতে মমতা স্বয়ং। প্রথমে তিনি বলেছিলেন, 'বাইরে থেকে সমর্থনের কথা'। তার ঠিক এক দিনের ব্যবধানেই মমতা প্রকাশ্য জনসভা থেকে ইন্ডিয়া জোটে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ''ইন্ডিয়া জোট আমিই তৈরি করেছি। আমি জোটে থাকব। অল ইন্ডিয়া লেভেলে আমরা বিরোধী জোট ইন্ডিয়া তৈরি করেছিলাম। আমরা জোটে থাকব। অনেকে আমাকে ভুল বুঝেছে।'' কিন্তু এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অধীরের অবস্থান, ''এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা কোনওভাবে খাতির করতে পারব না। এ বাংলায় যে মহিলা আমাদের খতম করেছে, আমি সমর্থন করতে পারি না। এ বিষয়ে আমার কোনও দ্বৈত মত নেই। এই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসকে খতম করা হয়েছে। এখানে লড়াইটা আমাদের নৈতিকতার।'' জোট প্রসঙ্গে অধীর যখন একথা বলছেন, তখন খাড়গের বক্তব্য ছিল, ''উনি (মমতা) জোটে আছেন, এটা নিশ্চিত। আর অধীর চৌধুরী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কংগ্রেস দল আছে, হাইকমান্ড আছে। আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব, সেটাই হবে। আমরা যা বলব, সেটাই মানতে হবে। কেউ যদি মানতে না পারে, তাহলে বেরিয়ে যেতে পারে।'' জোটে মমতার অবস্থান নিয়ে দিল্লি নেতৃত্বের সঙ্গে বাকযুদ্ধে অধীর, তখনই খাড়্গের মুখে কালি পড়ায় শোরগোল পড়ে যায়।

জনসভা থেকে সাধুদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর, ''বিনাশকালে বুদ্ধিভ্রম'' প্রতিক্রিয়া সন্ন্যাসীর

কলকাতা, ১৯ মে : ''বিনাশকালে বুদ্ধিভ্রম'' হয়। এমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার দল ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে, তাই সন্ন্যাসীদের নিশানা করা হচ্ছে। শনিবার নির্বাচনী জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধুদের কটাক্ষ করার জন্য রবিবার এভাবেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ।হিন্দুস্থান সমাচারকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ তথা কার্তিক মহারাজ বলেন, গত বছর গঙ্গাসাগরে সারা দেশ থেকে আসা সাধু সন্ন্যাসীদের যেভাবে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছিল তা গোটা দেশ দেখেছে। আর এখন ভিত্তিহীনভাবে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ধর্মকর্মে নিযুক্ত সন্ন্যাসীদের সরাসরি নিশানা করছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে তৃণমূলের ধ্বংসের সময় এসে গেছে।কার্তিক মহারাজ এও বলেন, নির্বাচনের দিন আমি বুথে গিয়েছিলাম এবং আমার ভোট দিয়ে আশ্রমে ফিরে আসি। তবে আমি টিএমসি বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছি। কারণ, তিনি সাম্প্রদায়িক কথা বলেন। তিনি ভাগীরথীতে হিন্দুদের ডোবানোর কথা বলেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও কটাক্ষ করেন তৃণমূলের এই বিধায়ক।প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বরে কলকাতায় এক লাখ কণ্ঠে গীতা পাঠ (এক লাখ লোকের দ্বারা গীতা পাঠ) হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ ওরফে কার্তিক মহারাজ। উল্লেখ্য, গত শনিবার আরামবাগের নির্বাচনী সভা থেকে বড় অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বলেনযে, ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু মহারাজ সরাসরি রাজনীতি করে দেশের সর্বনাশ করছেন।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, সব সঙ্ঘ সমান হয় না। সব সাধুও নয়। আমাদের মধ্যেই কি সবাই সমান আছেন? আমি চিন্তিত করেছি বলেই বলছি।এর পরই মমতা বলেন, ভারত সেবাশ্রমকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার তালিকায় ওরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন। কার্তিক মহারাজ। তিনি ওখানে বলছেন- তৃণমূলের এজেন্ট কে বসতে দেব না। সেই লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না, কারণ তিনি সরাসরি রাজনীতি করে দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছেন। আমি চিন্তিত করেছি, কে কে করেছেন। বাম জমানার প্রসঙ্গ টেনে মমতা মনে করিয়েছেন, আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে। ওদের আমি কী সাহায্য করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন আমি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলাম। আপনাদের অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধীকার নিয়ে আমি কিন্তু পুরো সমর্থন দিয়েছিলাম। মা, বোনেরা আসত, তরকারি কেটে দিত। সিপিএম কিন্তু আপনাদের কাজ করতে দিত না। নদিয়াতে ইসকনকেও ৭০০ একর জমি দিয়েছি। মমতার কথায়, আমিও জানি একটা, দুটো থাকবে। দিল্লি থেকে ওদের কাছে নির্দেশ আসে, বলে এক ভোট দিতে বলো। কিন্তু সাধু, সন্তরা কেন একাজ করবেন? ওদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। ওদের যারা দীক্ষা নেন, তাঁরা ওই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে রয়েছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন তো ভোট দেয় না। তাহলে অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবে? মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, কেউ কেউ হিংসা করছে, সবাই নয়। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িটাই থাকত না, যদি এই মেয়েটা না বেঁচে থাকত। মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্বামীজির বাড়ি দখল করার চেষ্টা হয়েছিল। জানতে পেরেই পরের দিন মেয়রকে পাঠিয়ে বললাম- যা টাকা লাগে রাজ্য দেবে, ওই বাড়ি স্বামীজির থাকবে। অন্য কারও নয়। সিস্টার নিবেদিতার বাড়িও দখল হয়ে যাচ্ছিল। আমরাই সেটা রক্ষা করেছি। অনেকে ভুলে গেছে, তাই বলছি।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তারা সরাসরি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সন্ন্যাসী বলেন, মিশন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকে, তাই মিশনের সাধু সন্ন্যাসীরা ভোট দেন না। ইসকনের তরফেও এবিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি কেউ। তাঁদের তরফে বলা হয়, আমাদের রাজনীতি করা উচিত নয়।

শিরোপা উদ্যাপন

ডুসেলডর্ফ, ১৯ মে :লেভারকুসেন জার্মান বুন্দেসলিগায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আগেই। তবে ট্রফি হাতে উঠেছে গত শনিবার ঘরের মাঠে মরসুমের শেষ ম্যাচের পর। অগসবুর্গকে ২-১ গোলে হারিয়ে অপরাজিত থেকে মরসুম শেষ করেছে বায়ার লেভারকুসেন। যে কীর্তির পর ক্লাব

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,১৯মেঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহ হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

শতাংশের হারে ভোটদানের সংখ্যা বাড়বে, আশাবাদী জেলা প্রশাসন

প্রণব ভট্টাচার্য উলুবেড়িয়া, হাওড়াঃ আজ উলুবেড়িয়া এবং হাওড়া কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকে আবার এই ভোট নিয়ে দেখাচ্ছেন গয়ংগচ্ছ মনোভাব। তাঁরা আদৌ ভোট দেবেন কিনা তাই নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কার্যত ২০১৯ সালে ছেষট্টি শতাংশ ভোট পড়েছিল গ্রামীন হাওড়ায়। অর্থাৎ প্রায় ৩৪ শতাংশ মানুষ কোন মতামত প্রদানে অংশগ্রহণ করেননি । শুধু উলুবেড়িয়া নয়, ভোটদানে কিছু মানুষের অনাগ্রহ প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায় কম বেশি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে চলা নানা অনভিপ্রেত ঘটনা মানুষকে যেমন নির্বাচন বিমুখ করেছে, তেমনই কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদিও মতামত প্রদানে বিমুখ করেছে ভোটারদের । গত মাসের শেষের দিকে হাওড়া জেলা প্রশাসন তথা জেলা নির্বাচন দপ্তর ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারা প্রচার চালায় উলুবেড়িয়া রেলওয়ে উড়ালপুলের সন্নিকটস্থ এলাকায় এবং স্টেশন রোডে। এছাড়া ফুলেশ্বরের সেচ বাংলোতে যন্ত্র চালিত নৌকাকে সাজিয়ে স্থানীয় মানুষদের সচেতনতার প্রয়াস চালানো হয়। বিডিও ছাড়াও পঞ্চায়েত আধিকারিকগণ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে সামিল হন।এত কিছুর পরে মানুষের মধ্যে কতখানি ভোটদান বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হবে তা সময়ই বলবে।ইতিমধ্যে এক্সিট পোল, পোস্ট পোল সার্ভে ইত্যাদি নিয়েও তপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন সংস্থার তরফে। যাতে কোন জায়গায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় সে ব্যাপারে সজাগ আছে স্থানীয় প্রশাসন। এই জেলায়

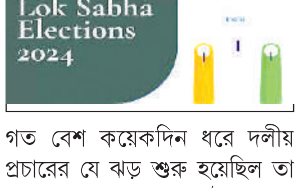

গত বেশ কয়েকদিন ধরে দলীয় প্রচারের যে ঝড় শুরু হয়েছিল তা সমাপ্ত হয়েছে। মূলত দুই যুযুধান পক্ষের প্রচারই এবার নজরে পড়ল সর্বাধিক। এক, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দুই, কেন্দ্রের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি। মোদি কি গ্যারান্টি দিয়ে তাদের প্রচার জেলায় প্রায় সর্বাত্মক। একদিকে নরেন্দ্র মোদী,অমিত শাহ্ অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলেরই কথা শুনেছে হাওড়াবাসী। হেলিকপ্টার চাক্ষুষ করেছেন তাঁরা। সংখ্যায় কখনও যা একটি আবার কখনও তিন। সন্দেহ নেই বক্তৃতার থেকেও হেলিকপ্টার চাক্ষুষ করার আগ্রহ বহু সংখ্যক নাগরিকের মধ্যে বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা গেল। ১৫ মে চলচ্চিত্রের নায়ক দেব একটি পেল্লায় গাড়িতে চড়ে ফুল ছড়াতে ছড়াতে রেলি করেন উলুবেড়িয়া শহরে।প্রচুর মানুষ ভিড় জমান এই অভিনেতাকে চোখের দেখা দেখতে।এ সবই গেল প্রচারের কথা। এখন প্রশ্ন তো একটাই। রেজাল্ট কি হবে। দুটি আসনের কে কয়টি অধিকার করবে।কোন দলের ভোট বাড়বে। কোন দলই বা শেষ হাসি হাসবে।কোটি কোটি টাকা খরচা করা এতসব সভার আঁচ ভোটদানের সিদ্ধান্তকে কি আদৌ প্রভাবিত করতে পারবে? নাকি পূর্ব নির্ধারণ করা রুচি বা পছন্দের দলকেই বেছে নেবেন জেলার মানুষজন।এসব নানা প্রশ্নই কখনো গল্পের ছলে ,কখনো অভিমানের সুরে, কখনোবা প্রথা রক্ষার দায়ে আবার কখনোবা অধিকার প্রয়োগের চেতনায় ঘোরাফেরা করছে সর্বত্র।

ট্রাম্পের নির্দেশেই স্টর্মিকে ঘুষ দিয়েছিঃকোহেন

নয়াদিল্লি,১৯মেঃ সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেন। সোমবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের আদালতে জবানবন্দি দেওয়ার সময় তিনি এ কথা বলেন।জবানবন্দি দেওয়ার সময় কৌঁসুলি সুসান হফিংগারের প্রশ্নের জবাবে কোহেন বলেন, ' যা করেছি, ট্রাম্পের নির্দেশনায় এবং তাঁর লাভের জন্যই করেছি।'কোহেনের এই বক্তব্য ঘুষের অর্থ প্রদানের নেপথ্যে যে ট্রাম্প ছিলেন, সে বিষয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে কৌঁসুলিদের সুবিধা হবে। এমনকি ট্রাম্প যদি নিজেই ওই অর্থ না দিয়েও থাকেন।ঈএকপর্যায়ে ফোন রেকর্ড বের করে কৌঁসুলিরা দেখান, ঘুষ দেওয়ার ওই সময় ফোনে কথা বলেছিলেন ট্রাম্প ও কোহেন। কোহেন ২০১৬ সালের ২৮ অক্টোবর ট্রাম্পকে কল দিয়ে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় কথা বলেন। ওই দিনই স্টর্মির সঙ্গে সমঝোতা চূড়ান্ত হয়েছিল।কোহেন আরও বলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি স্টর্মির আইনজীবীর কাছে ব্যাংকের মাধ্যমে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার হস্তান্তর করেছিলেন। স্টর্মি সমঝোতা চুক্তি এবং অতিরিক্ত নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যা তাঁকে নীরব হতে বাধ্য করেছিল।বিষয়টি ট্রাম্প জানতেন কি না- কৌঁসুলি সুসানের এমন প্রশ্নের জবাবে কোহেন বলেন, ' জেনেছেন। তিনি বিষয়টি ট্রাম্পকে জানিয়েছেন। তাঁকে দেওয়া কাজটি যে সম্পন্ন হয়েছে তিনি তা জানতেন।ঈঘুষের অর্থ দিতে ব্যাংক অ্যাকাউঃট খুলতে অনুমতির জন্য ট্রাম্পকে দুইবার ফোন করেছেন বলেও জানান কোহেন। পরে ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের সিএফও অ্যালেন উইসেলবার্গ ওই অর্থ কোহেনকে পরিশোধ করেন। অবশ্য সেটাকে ' ফি' হিসেবে দেখানো হয়েছিল। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেছেন আদালত। এ দিনও জবানবন্দি দেবেন কোহেন। সোমবার যখন কোহেন জবানবন্দি এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন আদালত কক্ষ বসা ট্রাম্পকে চোখ বন্ধ করে সেসব শুনতে দেখা যায়।ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০০৬ সালে স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে তাঁর যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে মুখ না খুলতে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ দেওয়া হয়েছিল স্টর্মিকে। ব্যবসায়িক রেকর্ডে এ তথ্য গোপন করেছিলেন ট্রাম্প।ঈব্যবসায়িক তথ্য নিয়ে জালিয়াতি করার অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৩৪টি অভিযোগ আনা হয়েছে। মুখ বন্ধ রাখতে স্টর্মিকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার অর্থ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর এসব অভিযোগ আনা হয়।

উন্নয়ন সম্পর্কে কোনও ধ্যানধারনাই নেই কংগ্রেস ও জেএমএম-এরঃনরেন্দ্র মোদী

জামশেদপুর, ১৯ মে ঃকংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-র তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, উন্নয়ন সম্পর্কে কোনও ধ্যানধারনাই নেই কংগ্রেস ও জেএমএম-এর। তাঁর কথায়, উন্নয়নের ক, খ, গ সম্পর্কে কোনও ধ্যানধারনাই নেই কংগ্রেস ও জেএমএম-এর। তাঁদের পদ্ধতি হল- মিথ্যা বলো, জোরে কথা বলো, বারবার কথা বলো, এখানে-ওখানেও কথা বলো। তাঁরা দরিদ্রদের সম্পত্তির এক্স-রে করতে চায়, তাঁরা এসসি, এসটি, ওবিসিদের সংরক্ষণ ছিনিয়ে নেবে, তাঁরা প্রতিদিন মোদীকে গালি দেবে। এর বাইরে তাঁরা ভাবতেই পারে না।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, ঝাড়খণ্ডে জমি কেলেঙ্কারি করেছে জেএমএম। তাঁরা দরিদ্র আদিবাসীদের জমি দখল করেছে, সেনাবাহিনীর জমি দখল করেছে। তাঁদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা নোটের পাহাড় আপনাদের। আমি উপায়.খুঁজছি, আমি এই সমস্ত অর্থ সেই গরীব লোকজনকে কিভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। এটাই মোদীর গ্যারান্টি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেসের মতো দলগুলি কখনই আপনাদের গুরুত্ব দেয়নি। এই লোকজন ৬০ বছর ধরে ''গরিব হটাও''-এর মিথ্যে স্লোগান দিয়েছিল। এখন মোদী, যিনি ২৫ কোটি গরিব মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছেন।

২০ মে পঞ্চম দফায় ৪৯টি আসনে ভোট, রাহুল ও রাজনাথ-সহ বহু হেভিওয়েটের ভাগ্যপরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় ২০ মে, সোমবার দেশের ৬টি রাজ্য রাজ্য এবং দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৯টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের ৪২টির মধ্যে সাতটি লোকসভা আসন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যে সাতটি সংসদীয় আসনে সোমবার ভোট হবে, সেগুলি - আরামবাগ, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর এবং হুগলি। রবিবারই ভোটের সামগ্রী নিয়ে বুথকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন পোলিং আধিকারিকরা।পঞ্চম দফায় উত্তর প্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৪, মহারাষ্ট্রের ৪৮টির মধ্যে ১৩, বিহারের ৪০টির মধ্যে পাঁচ, ওড়িশায় ২১-এর মধ্যে পাঁচ, ঝাড়খণ্ডের ১৪-র মধ্যে তিনটিতে ভোট হবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি এবং লাদাখের এক মাত্র আসনটিতেও সোমবার ভোটগ্রহণ হবে পঞ্চম দফায়। ৮২ জন মহিলা-সহ মোট প্রার্থীর সংখ্যা ৬৯৫।এই দফায় ভাগ্যপরীক্ষা হবে অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীর। এই দফার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। উত্তর প্রদেশের রায়বরেলি থেকে এ বার ভোটপ্রার্থী তিনি। অন্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং (লখনউ), স্মৃতি ইরানি (আমেঠি) এবং পীযূষ গোয়েল (মুম্বই উত্তর)। এছাাও জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা বারামুল্লায় লড়ছেন। বিহারের হাজিপুরে লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র প্রধান চিরাগ। আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের কন্যা রাগিণী প্রার্থী সারণ লোকসভা কেন্দ্রে।

''অপারেশন ঝাড়ু'', দলের ভবিষ্য নিয়ে আশঙ্কা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ সিঁদুরে মেঘ দেখছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার কেজরিওয়াল বলেছেন যে, বিজেপি ' অপারেশ ঝাড়ু' শুরু করেছে যাতে আমরা বড় হয়ে তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ না হয়ে উঠি। ' অপারেশন ঝাড়ু-র মাধ্যমে এএপি-র বড় বড় নেতাদের গ্রেফতার করা হবে এবং আগামী দিনে দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হবে।কেজরিওয়াল আরও বলেন, ইডির আইনজীবী ইতিমধ্যেই আদালতে জানিয়েছে যে নির্বাচনের পরেই আম আদমি পার্টির ব্যাঙ্ক অ্যাকাডন্ট ফ্রিজ করা হবে। নির্বাচনের পরই তারা আমাদের অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করবে, আমাদের অফিস খালি করে দেওয়া হবে এবং আমাদের রাস্তায় নামানো হবে। এই তিনটি পরিকল্পনাই বিজেপির তরফে করা হয়েছে বলে অভিযোগ কেজরিওয়ালের।অন্যদিকে রবিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতর ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে আম আদমি পার্টি। এই বিক্ষোভের কথা মাথায় রেখে বিজেপির সদর দফতরের বাইরে ব্যারিকেড ও বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।জানা গেছে, দলীয় নেতাদের গ্রেফতারির প্রতিবাদে বিজেপির সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাবে আম আদমি পার্টি। এও জানা গেছে, এদিন বিজেপির সদর দফতরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল ও তাঁর দলের বিধায়করা।এদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আম আদমি পার্টি পুলিশের কাছে কোনও অনুমতি চায়নি। এর আগে কেজরিওয়াল বলেছিলেন, আমার সমস্ত বড় নেতা, বিধায়ক এবং সাংসদদের সাথে আমিও বিজেপির সদর দফতরে যাব, যাদের আপনারা জেলে ঢোকাতে চান, তাদের জেলে ঢোকান। একসঙ্গে জেলে ঢোকান।

৫ দিনের পুলিশি হেফাজত, শনিবার রাতে আদালত থেকে থানায় বিভব

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃস্বাতী মালিওয়াল হেনস্থা কাণ্ডে অভিযুক্ত বিভব কুমারকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির তিস হাজারি আদালত। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতেই তিস হাজারি আদালত থেকে বিভব কুমারকে দিল্লির সিভিল লাইন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সহকারীর বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টির সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালকে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ রাজধানীর রাজনৈতিক পারদ চড়িয়েছে। কেজরিওয়ালের সহকারী বিভব কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে সাংসদ জানিয়েছেন, কেজরিওয়ালের বাসভবনে বিভব তাঁকে শারীরিক ভাবে হেনস্থা করেছেন। দিল্লির এইমসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় স্বাতীর। এরপর স্বাতী মালিওয়ালের বাসভবনে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশের তদন্তকারী দল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিভব কুমারের বাড়িতেও যায় পুলিশ। কিন্তু প্রথমে বিভবের বাসভবনে ঢোকার অনুমতি পেয়েছিল না দিল্লি পুলিশ। পরে গ্রেফতার হন বিভব।

রবিবার আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃরবিবার আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে কোনও পরিবর্তন নেই। এদিন ডব্লিউটিআই ক্রুড অয়েল বিক্রি হচ্ছে ব্যারেল প্রতি ৮০.০৬ ডলারে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ দশমিক ৯৮ ডলার।রবিবার দিল্লিতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৮৭.৬২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে যথাক্রমে ১০৪.২১ এবং ৯২.১৫ টাকা। কলকাতায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে

১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.৭৬ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৯২.৩৪ টাকা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০ মে মার্ট ঃসোমবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০ মে ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৈনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৬ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০ মে মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৫৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০২মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৮ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দিন উপভোগ করুন- যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে ।
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা
মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে ।
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা
সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।
কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।
তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে
ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে
মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **মীন রাশিঃ**আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। সংসারে শান্তি হতে আজকে এবং বাইরে গিয়ে আপনার ভালো বন্ধুর সাথে হবে

এক ঝলকে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি, ১৯ মেঃ কখনও সিপিএম। কখনও কংগ্রেস। ১৯৫১ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচন থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই দুই দলের দখলেই ছিল শ্রীরামপুর। ১৯৯৮ সালে প্রথমবার এখানে ফোটে ঘাসফুল। তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ হন আকবর আলি খন্দকার। ২০০৪ সালে শ্রীরামপুরে ফের উড়ে লাল পতাকা। তবে ২০০৯ সাল থেকে এই কেন্দ্র রাজ্যের শাসকদলের দখলে। একুশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা আসনেই জেতে তৃণমূল। তবে টক্কর দিয়েছিল বিজেপি। চব্বিশের নির্বাচনে দুই ফুলের পাশে জোর কদমে প্রচারে নেমেছে বামেরা। ফল কী হবে, তা জানা যাবে ৪ জুন। তার আগে জেনে নেওয়া যাক, কার পায়ে কত জমি। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা। কেন্দ্রগুলি হল জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চণ্ডীতলা, জঙ্গিপাড়া। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন অনুযায়ী এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ১৭,৮৩,৯৮৬। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী তফসিলি জাতি ভোটার ১৫.৭ শতাংশ। তফসিলি উপজাতি ভোটার ১ শতাংশ। সংখ্যালঘু ভোটার ১৯.১ শতাংশ। গ্রামীণ ভোটার ২৬.৮ শতাংশ। শহুরে ভোটার ৭৩.২ শতাংশ। ২০০৯ সাল থেকে শ্রীরামপুরের সাংসদ তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মূলত লড়াই হয়েছিল বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। সিপিএম প্রার্থী তৃতীয় স্থানে থাকলেও দুই ফুলের প্রার্থীর চেয়ে অনেকটাই পিছনে ছিলেন। প্রায় ৯৯ হাজার ভোটে জিতেছিল তৃণমূল। চব্বিশের নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণকে জেতানোর আবেদন করে বলেন, ''আমি চাই, আপনারা কল্যাণকে আবার জয়ী করুন। ও সংসদে একাই একশো। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি, সিপিএম-ও। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, চব্বিশের নির্বাচনে দুই ফুলের মধ্যে জোর টক্কর হতে চলেছে। লড়াই দিতে প্রস্তুত বামেরাও। উনিশের লোকসভা এবং একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিধানসভা কেন্দ্র অনুযায়ী কোন দল কত ভোট পেয়েছিল? নির্বাচন
বিধানসভা কেন্দ্র সিপিএম বিজেপি তৃণমূল ২০১৯
জগৎবল্লভপুর ১৮,৪৪৯ ৮৮,৬৪১ ১,০০,৫৭১ ২০২১
জগৎবল্লভপুর প্রার্থী দেয়নি ৮৭,৩৬৬ ১,১৬,৫৬২ ২০১৯
ডোমজুড় ২১,৬৭৪ ৭০,৩৭৭ ১,২৫,৪১০ ২০২১ ডোমজুড়
২২,৭৬৮ ৮৭,৮৭৯ ১,৩০,৪৯৯ ২০১৯ উত্তরপাড়া ৩৪,২২৩
৭১,৯৪৭ ৭৫,৪৩৮ ২০২১ উত্তরপাড়া ৪২,৭১৮ ৫৭,৮৮৯
৯৩,৮৭৮ ২০১৯ শ্রীরামপুর ১৯,২২৩ ৭৫,৩২৬ ৭২,৮২৩
২০২১ শ্রীরামপুর ১৯,৪০১ (কংগ্রেস) ৬৯,৫৮৮ ৯৩,০২১
২০১৯ চাঁপদানি ১৯,২৯২ ৭৯,০৭১ ৮০,৯৩০ ২০২১
চাঁপদানি ২৩,২৭২ (কংগ্রেস) ৭০,৮৯৪ ১,০০,৯৭২ ২০১৯
চণ্ডীতলা ২৪,৮৯২ ৭০,৮৮৫ ৮৮,১০১ ২০২১ চণ্ডীতলা
৩৭,১৬১ ৬১,৭৭১ ১,০৩,১১৮ ২০১৯ জাঙ্গিপাড়া ১৪,২৯৭
৮২,০২৬ ৯৩,৯৫৮ ২০২১ জাঙ্গিপাড়া প্রার্থী দেয়নি ৮৩,৯৫৯
১,০১,৮৮৫ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে কোন আসনে কে জিতেছিলেন? একুশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা আসনেই জয়ী হয় তৃণমূল। জগৎবল্লভপুরে জেতেন তৃণমূলের সীতানাথ ঘোষ। ডোমজুড়ে জয়ী হন ঘাসফুল প্রার্থী কল্যাণ ঘোষ। উত্তরপাড়ায় জেতেন তৃণমূল প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিক। শ্রীরামপুরে জয়ী হন তৃণমূলের সুদীপ্ত রায়। চাঁপদানিতে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী অরিন্দম গুঁই ওরফে বুবাই। চণ্ডীতলায় জয়ী হন ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী স্বাতী খন্দকার। এবং জাঙ্গিপাড়ায় জয়ী হন তৃণমূলের স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৩৯ শতাংশ ভোট। তৃণমূল ৪৬.২ শতাংশ এবং সিপিএম ১১ শতাংশ ভোট পায়। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পায় ৩৪.৮ শতাংশ ভোট। তৃণমূল ৪৯.৫ শতাংশ এবং সিপিএম ৬.৯ শতাংশ ভোট পায়। চব্বিশের নির্বাচনে প্রার্থী কারা? পরপর তিনবারের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়েছেন কবীরশঙ্কর বসু। তিনি কল্যাণের প্রাক্তন জামাই। সিপিএমের প্রার্থী দীপ্সিতা ধর।

সুন্দরবনে চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ গেল এক বন কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ মেঃ সুন্দরবনে চোরা শিকারিদের আক্রমন বেড়ে চলেছে। আর এবারে সুন্দরবনের জঙ্গলে ব্যাপক গুলির লড়াই চললো। আর এই চোরাশিকারিদের হাতে খুন হলো বন দপ্তরের এক কর্মী। শনিবার রাতে বোট নিয়ে জঙ্গল সংলগ্ন নদীতে টহল দেওয়ার সময় হরিণ শিকারীদের মুখোমুখি হন বন কর্মীরা।তখনই দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বন দপ্তরের এক কর্মীর। তাঁর মাথায় কুড়ুলের আঘাতের চিহ্নও রয়েছে।বন দপ্তর ও পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত বন কর্মীর নাম অমলেন্দু হালদার (৫৯)। তিনি রায়দিঘির বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধেয় বোট নিয়ে বের হয়ে ছিলেন অমলেন্দু বাবু। সঙ্গে ছিলেন আর ও তিনজন কর্মী ও বোটের ২ কর্মী। সুন্দরবনের বিদ্যা রেঞ্জ অফিসের অধীনে নেতাধোপানি ক্যাম্প এলাকার জঙ্গলে হরিণ

শিকারিরা তাঁদের মুখোমুখি পড়ে যায় বলে খবর। তখনই দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলির লড়াই হয়। চোরা শিকারিদের ছোঁড়া গুলি লাগে অমলেন্দুবাবুর শরীরে। যদিও পরে তাঁকে কোপানো হয় বলেও মনে করা হচ্ছে। কারণ তাঁর মাথায় কুড়ুলের গভীর ক্ষত চিহ্ন রয়েছে।রবিবার দেহ উদ্ধার করে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার সন্ধের এই ঘটনার পর থেকে খোঁজ ছিল না অমলেন্দু বাবুর সঙ্গীদের। তবে এদিন সকালে তাঁরা সকলেই ক্যাম্পে ফিরে এসেছেন। এই ঘটনার পর বন কর্মীদের সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে জঙ্গলে শুরু হয়েছে তল্লাশি। নেতাধোপানি ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব বেশি নয়। ফলে চোরা শিকারিরা আদপে বাংলাদেশের জলদস্যু ছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) দেবল রায় বলেন, আমাদের একজন কর্মী মারা গিয়েছেন। বাকিরা সুরক্ষিত ভাবে ফিরে এসেছেন।বিষয়টির সঙ্গে বাংলাদেশি জলদস্যু নাকি অন্য কেউ জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্গম এলাকায় ঘটনাটি ঘটায় তদন্তে সময় লাগছে।আর এই ঘটনায় বন কর্মীরা ভীত হয়ে পড়েছে। অমলেন্দু বাবুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর রায়দীঘির গ্রামে। সদা হাস্যময় এই মানুষটির এই ভাবে তাঁর গ্রামের মানুষ থেকে শুরু করে তাঁর সহকর্মীরা মেনে নিতে পারছে না। নেতাধোপানি ক্যাম্পটি সুন্দরবনের কোর এলাকায়। সাম্প্রতিক অতীতে বহু নেতামন্ত্রী সেখানে রাত্রিবাস করেছেন কিন্তু এই ঘটনার পর জঙ্গলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জয়নগরে বিজেপির সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ মেঃ আর কয়েকদিন পর ১ লা জুন জয়নগর লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর চলছে তাঁরই চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রচার। আর এরই মাঝে রবিবার বিকালে জয়নগর টাউন হলে বিজেপির কর্মকর্তাদের নিয়ে বুথ সভাপতি সম্মেলন হয়ে গেল। যাতে মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাস্ট্রীয় কার্যকর্তা তথা এই রাজ্যের বিজেপির অবজারভার মঙ্গল পান্ডে, অরবিন্দ মেনন,বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর,জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা.অশোক কান্ডারী,এই কেন্দ্রের অবজারভার প্রণতি মাঝি,জেলা সম্পাদক অলোক হালদার,শংকর মাঝি, অনির্বাণ পুরকাইত, বিশাল গুপ্তা,বিকাশ সরদার,আসাম থেকে আগত অর্জুন, কিশোর, দেবযানী সহ আরো অনেকে। এদিন মূলত এই নির্বাচনে কর্মকর্তাদের কাজের বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়। এদিন এই বিষয়ে রাজ্যের অবজারভার মঙ্গল পান্ডে বলেন,ভারতকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে মোদী সরকারের থাকার দরকার আছে। নহলে কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল দেশটাকে বেঁচে দেবে। মোদীজি যতদিন পর্যন্ত থাকবে ততদিন দেশের সংবিধান ঠিক থাকবে।১৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী ও দশ বছর প্রধানমন্ত্রী আছেন মোদী জি। তাঁর ওপর কোনো দূর্নীতির দাগ দিতে পারবে না। অথচ এই বাংলার কতজন মন্ত্রী জেলে আছে, কতজন নেতা জেলে আছে সবাই জানে। এই রাজ্যে দূর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী ৫০ দিন জেলে থেকেও পদত্যাগ করলো না। এরা সব দূর্নীতিবাজ। এরাজ্যের সন্দেশখালিতে কি হয়েছে সবাই জানে। এরাজ্যে এরকম সন্দেশখালি অনেক আছে। তৃনমূল নেতারা এই ঘটনায় যুক্ত তাও সবাই জেনে গেছে। এরাজ্যের মহিলারা সুরক্ষিত নয়। তাই সুশাসন বজায় রাখতে কেন্দ্রে আবার মোদী সরকারের প্রয়োজন। আর তৃনমূলের অপশাসন থেকে মুক্তি দিতে জয়নগরে বিজেপিকে আসার সুযোগ দিন। জয়নগরের উন্নয়ন মিলিয়ে নেবেন। এদিন ভিড়ে ঠাসা হলে বহু কর্মী সমর্থক অংশ নিলেন।

দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ , ১৯ মেঃ হাসনাবাদের রামেশ্বরপুর খড়ুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় রামেশ্বরপুর খড়ুর এলাকায় একটি খালের ধারে ওই যুবকের দেহ দেখতে পায় স্থানীয় মৎস্যজীবীরা।থানায় খবর দেওয়া হলে হাসনাবাদ থানার পুলিশ এসে দেহটিকে উদ্ধার করে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রামেশ্বরপুর খোষালের মোরে বাড়ি মৃত ওই যুবকের নাম মোফার গাজী বছর (৩৭) । মৃত মোফার গাজীর ছেলের দাবি গত দুদিন আগে স্থানীয় আনারুল গাজী ওরফে মগায় নামে এক যুবক এসে ডেকে নিয়ে যায় তার বাবাকে ।

তারকেশ্বরে চোলাইয়ের ঠেক ভেঙে দিল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ মেঃ বেআইনি চোলাই মদের ঠেক ঘিরে অশান্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তৃণমূল নেতার মদতে চোলাই মদের ঠেক চলছে রমরমিয়ে। হুগলির তারকেশ্বর সুকান্ত পল্লী এলাকার ঘটনা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই চোলাইয়ের ঠেক আবার ভেঙে দিল তৃণমূলই। তারকেশ্বর বর্ধমান রোডের সুকান্তপল্লী এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে তৈরি করা হয় বেআইনি চোলাই মদের ঠেক। আর সেই মদের ঠেক বাসানোর অভিযোগ ওঠে আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন সামন্তের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এলাকাবাসী বাধা দিলে তাকেও তোয়াক্কা করেনি বলে অভিযোগ। নিজে দাঁড়িয়েই মদের ঠেক তৈরি করতে মদত দেন তিনি। এরপরই এলাকাবাসী প্রশাসনকে নালিশ করেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, বিধায়ক রামেন্দু সিং রায় এই অভিযোগ পেতেই বেআইনি ঠেক ভাঙার নির্দেশ দেন তিনি। এরপর সকালে তৈরি হওয়া চোলাইয়ের ঠেক ভেঙে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও, অভিযুক্ত কাউন্সিলর নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেছেন, ''গরিব মানুষকে দোকান খোলার জন্য বলা হয়েছিল। কোনও চোলাই মদের ঠেক তৈরি করা হয়নি।

এলাকার তৃণমূল নেতা জহর কর বলেন, ''একটা বেআইনি মদের দোকান হচ্ছিল। সেই দোকানটা আমরা তুলিয়ে দিয়েছি। এলাকার লোকজন অভিযোগ করেছিল। আর তৃণমূল নেতার মদতে হয়নি। এগুলো বিজেপিরা বলে। বিধায়ক বন্ধ করতে বলেছে তাই করলাম।

সাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির প্রবল সম্ভবনা, সোমবার বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলায়

কলকাতা, ১৯ মে ঃ বৃষ্টি সত্ত্বেও স্বস্তি মিলল না রবিবারও, শনিবার রাতে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, রবিবারও গরমের দাপট থেকে স্বস্তি মিলল না। সকাল থেকেই রোদের দাপটে নাজেহাল অবস্থা , তাপমাত্রার পারদও ঊর্ধ্বমুখী। তবে, সোমবার স্বস্তির বৃষ্টি হতে পারে প্রায় সব জেলায়। এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার থেকে রাজ্যের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। সেই সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন আবহবিদেরা। নিম্নচাপ থেকে সাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৩ মে-র মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। সেখান থেকে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। নিম্নচাপ যদি তৈরি হয়, তা ঘনীভূত হয়ে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়েও পরিণত হতে পারে। কারণ, সাধারণত এই সময়ের নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ের আকার নিয়ে থাকে। তবে এখনও গোটা বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

নামখানার রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হলো স্টুডেন্ট মেন্টরিং প্রোগ্রাম

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৯ মেঃ অম্বুজা নেওটিয়ার পক্ষে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হলো স্টুডেন্ট মেন্টরিং প্রোগ্রাম। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তথা জাতীয় স্তরের মোটিভেশনাল স্পিকার এবং শিল্পী তরুণ গোস্বামী। বিগত তিন বছর ধরে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মেধাবী এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে কাউন্সিলিং ও বৃত্তিপ্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অম্বুজা নেওটিয়া এগিয়ে এসেছে। আজকের প্রোগ্রামে কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা ও নামখানা ব্লকের ১৫ জন বৃত্তিপ্রাপক এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। আজকের এই প্রোগ্রামে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। কিভাবে আরো পড়াশোনায় এগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তার দিশা দেখান বিভিন্ন বক্তারা।

আজকে উপস্থিত যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী এখনো বৃত্তি স্কিম এর মধ্যে ঢোকে নি তাদের মধ্যে কিছু জনকে পরবর্তীতে বৃত্তির জন্য বেছে নেওয়া হতে পারে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তি পাচ্ছে তারা প্রতি তিন মাস অন্তর ৫ হাজার টাকা অর্থাৎ বছরে কুড়ি হাজার টাকা পাচ্ছে। আজকে এই অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য পরিবেশন করে রূপসা বেরা, আবৃত্তিতে বিপাশা প্রামানিক এবং নতুন ধরনের একটি সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আজকের অনুষ্ঠানের মূল বক্তা তরুণ গোস্বামী পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে অম্বুজা নেওটিয়ার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজীব সিনহা ও অমিত শিকদার।

উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবকুমার মন্ডল, বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট শোভন সুন্দর গিরি, শিক্ষক সুব্রত জানা মহাশয়। তাছাড়া আয়োজকদের মধ্যে শিক্ষক পার্থসারথি মন্ডল ও বিদ্যুত তিয়ারি, অনুপ মাইতি, শিক্ষক শোভন মন্ডল ও রনজিত মন্ডল। সংবাদ মাধ্যম এর প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন তাপস পাল, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও শুভজিৎ শাসমল। স্থানীয় স্তরের এই অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রানী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা। ড. বেরা বলেন, নামখানা ব্লকে প্রচুর মেধাবী স্টুডেন্ট রয়েছে যারা ভালো নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও সঠিকভাবে পড়াশোনার গাইডেন্স এবং আর্থিক সহায়তা পায় না। যেটা অম্বুজা নিওটিয়া এগিয়ে আসার ফলে অনেকটা সমাধান হয়েছে এবং আগামী দিনেও তাদেরকে আর্থিকভাবে এবং পড়াশোনার ব্যাপারে বিভিন্ন সহায়তা ও চাকরিমুখী প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা যাতে সফল হতে পারে সেই চেষ্টা করছে।

শেষদিনের প্রচারেও রাজনৈতিক উত্তেজনা গোঘাটে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ মেঃ সোমবার ভোট। তার আগে শেষদিনের প্রচারেও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল হুগলির গোঘাটে। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করতে বেরিয়ে মার খেতে হল বিজেপি কর্মীদের। এমনটাই অভিযোগ পদ্ম শিবিরের। তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠেছে হামলার অভিযোগ। গোঘাটের নকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটা এলাকায় অরূপ কান্তি দিগারের সমর্থনে গাড়ি নিয়ে ভোট প্রচার করছিলেন বিজেপি কর্মীরা। গাড়িতে মাইক বেঁধে এলাকাজুড়ে চলছিল প্রচার। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, দলের মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চলাকালীন হঠাৎই করেই তৃণমূলের জনা চারেক দুষ্কৃতী তাঁদের উপর চড়াও হয়। মারধর করতে শুরু করে। চার থেকে পাঁচজন বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গোঘাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা জানিয়েছেন তাঁরা থানার দ্বারস্থ হবেন।

কবি জীবনানন্দ দাশের ১২৫ বর্ষ জন্মজয়ন্তী উদযাপন ও কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৯ মেঃ রাজলক্ষ্মী আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত কবি জীবনানন্দ দাশের ১২৫ বছর জন্মজয়ন্তী মহাসমারহে উদযাপিত হলো শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় নববারাকপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার বিবেকানন্দ মঞ্চে।সেই সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ও জন্মজয়ন্তী পালিত হল তাদের গানে ও কবিতায়। জীবনানন্দ দাশ কে নিয়ে একটি মনোঞ্জ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষা বাচিক শিল্পী সৌমি রাজলক্ষ্মী। ছোট বড় মিলিয়ে ৯০ জন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক কেশব রঞ্জন দে। জীবনানন্দ দাশের জীবনাদর্শ সাহিত্য কর্ম প্রতিভার ওপর আলোকপাত করেন অধ্যাপক সুমন কুমার গাতাইত, কলোনি বয়েজ হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌরভ সমাদ্দার। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন নব বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধিগন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত ঐ মহামানব আসে.. পরিবেশন করেন অধ্যাপক অম্লান দাশগুপ্ত এবং তবলা সঙ্গতে তারই সুযোগ্য ছাত্র রাজদীপ দত্ত।জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।খুদে থেকে বড়দের গল্পপাঠ, সংগীত একক ও সম্মেলক আবৃত্তি, কন্ঠমাধুরী পরিবেশন ছিল বেশ ভালো।বাচিক শিল্পী সৌমী রাজলক্ষ্মী বলেন জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি। তুলনামূলক ভাবে একটু কম আবৃত্তি করা হয়। অবশ্যই তার কবিতা পড়া উচিত। কবি জীবনানন্দ দাশের ১২৫ তম বর্ষের জন্মজয়ন্তী চলছে ।তার জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে তাকে সঠিকভাবে জানতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি করে কবিতা পাঠে আগ্রহ বাড়াতে বড় আকারে অনুষ্ঠান করা হল।যেহেতু আবৃত্তি প্রশিক্ষণ সংস্থা। ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য একটাই বার্তা বড় তো হতেই হবে কবিতার হাত ধরে। হাত ছাড়লে হবে না। খুব ছোট বয়সে ছেলে মেয়েরা ভর্তি হয়। উচু ক্লাসে পড়াশোনার চাপে পিছু টানে অনেকেই ছেড়ে দেয়। সঠিকভাবে জানতে পারে না। আবৃত্তি অনুশীলন করলে বাংলা ভাষা সঠিকভাবে জানতে পারবে। শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ শিখবে। স্মৃতিশক্তি বাড়বে। তাই কবিতার হাত ছাড়লে হবে না। কবিতাকে সঙ্গে নিয়ে জীবনে আরো বড় হও। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক অম্লান দাশগুপ্ত ও সন্দীপ রায়। এদিন দর্শকের আসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। অভিভাবক অভিভাবীকারা সৌমির রাজলক্ষ্মীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উচ্চ প্রশংসা করেন এমন একটি অভিনব অনুষ্ঠান করার জন্য।উল্লেখ্য এর আগেও সৌমি রাজলক্ষ্মী মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম দি শতবর্ষ যথাযথ শ্রদ্ধায় পালন করেছেন।

গৃহবধূর শ্লীলতাহানি, তীব্র চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মেঃ ভোটের আগের দিন এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানা এলাকার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার সকালে উলুবেড়িয়ার বাঁশবেড়িয়া ফুটবল মাঠের কাছে প্রতিদিনের মতো প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরিয়েছিল এলাকারই বেশ কয়েকজন মহিলা।

সেই সময় ওইখানে নির্বাচনের জন্য পোস্টিং থাকা কয়েকজন জওয়ান ওই গৃহবধূদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করতে থাকে এবং একদিন গৃহবধূর হাত ধরে টানাটানি করে বলে অভিযোগ। গৃহবধূ চিৎকার চেঁচামেচি করলে এলাকার লোকজন ছুটে আসে এবং ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।খবর পেয়ে এরপর ঘটনাস্থলে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ দিয়ে জওয়ানদের আটক করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় ওই এলাকায় একদিকে যেমন তীব্র চাঞ্চলও ছড়িয়েছে তেমনি জওয়ানদের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কুলতলির মৈপীঠ নগেনাবাদে জেটি ঘাটের দাবি তুললো স্থানীয় মানুষ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ মেঃ এত বছরেও একটা জেটি ঘাট হলো না সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম নগেনাবাদে। প্রশাসনিক মহলে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠের প্রত্যন্ত গ্রাম নগেনাবাদ। সেখানে কয়েক হাজার মৎস্যজীবীর বাস। নদীতে মাছ-কাঁকড়া ধরে পেট চালান তাঁরা। মাছ ধরতে গিয়ে প্রায়শই বাঘের হামলার মুখে পড়েন। অনেকের প্রাণও যায়। নদীতে যাতায়াতের জন্য দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ দাবি জানিয়ে আসছে একটি জেটি ঘাটের।সারা বছর যেমন কাঁদা ঘেঁটে নৌকায় উঠে তাঁরা নদীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যায় মাছ কাঁকড়া ধরতে তেমনি প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার নগেদাবাদের জেটি বিহীন ঘাট থেকে কাঁদা মেখে নদীতে করে ৪৫ মিনিট অতিক্রম করে আজমমালির জঙ্গলে জঙ্গল পুজো বা বনবিবির পুজো দেখতে যায় লক্ষাধিক মানুষ।আর তাই পাকা জেটি ঘাটের দাবি তুললো স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন। বাঘের দেবতা হলেন বনবিবি। সুন্দরবনের বাসিন্দারা মনে করেন বনবিবি তাঁদের বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাই সুন্দরবনে এই দেবীর পুজো হয় ঘটা করে।আর গত ৬৫ বছর ধরে বনবিবির পুজো হয়ে আসছে মৈপীঠের নগেনাবাদে। এখানে বনবিবির সঙ্গে পুজো হয়

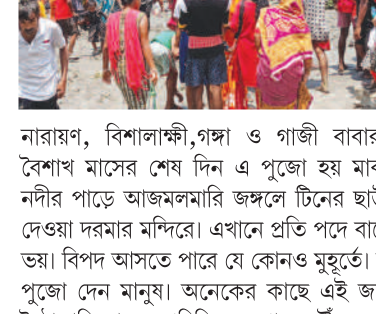

নারায়ণ, বিশালাক্ষী,গঙ্গা ও গাজী বাবারও। বৈশাখ মাসের শেষ দিন এ পুজো হয় মাকরি নদীর পাড়ে আজমলমারি জঙ্গলে টিনের ছাউনি দেওয়া দরমার মন্দিরে। এখানে প্রতি পদে বাঘের ভয়। বিপদ আসতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। তবু পুজো দেন মানুষ। অনেকের কাছে এই জঙ্গল বৈঠাভাঙি নামেও পরিচিত। সেখানে পৌঁছতে ৪৫ মিনিট নৌকায় চেপে নদীপথে যেতে হয়। তারপর হাঁটাপথে আরও কয়েক কিলোমিটার কাদাপথ। তবেই মেলে মন্দির। মানুষের ক্ষোভ, এখানে কোনও জেটি ঘাট নেই। প্রচুর মহিলারা ও আসেন। জেটি না থাকায় সমস্যা পড়ে সবাই।

কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন দর্শনার্থী বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে বনবিবির পুজো দেখতে লক্ষাধিক মানুষ আসে,তাছাড়া এখানকার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করে সেখানে এত বছরে মানুষের নূন্যতম প্রয়োজনের জেটি ঘাট তৈরি করে দিতে পারলো না প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমরা বহু বার পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। আর এই এলাকায় দ্রুত জেটি ঘাট তৈরির দাবিতে আন্দোলনের পথে নামছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। তাঁরা সারা বছরই সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে কাজ করে। এব্যাপারে এপিডিআরের জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের এই সব এলাকার মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থান নেই। তাঁরা নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। আর নদী পথই তাদের জীবিকার মূল মাধ্যম। আর দীর্ঘ দিন এই নগেনাবাদের এই এলাকায় কোনো জেটি ঘাট নেই। তাই এই এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দ্রুত জেটিঘাটের দাবিতে প্রশাসনের কাছে দরবার করবো। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত এই জেটি ঘাট টি তৈরি করে দিক। এব্যাপারে স্থানীয় মৈপীঠ বৈকুন্ঠপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান জোসনা মন্ডল কোনো মন্তব্য করতে চায় নি। তবে এব্যাপারে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বলেন,আমরা সাধারন মানুষের সমস্যার খবর পেয়েছি। তবে বর্তমানে নির্বাচন বিধি চালু আছে। নির্বাচন মিটতেই ওই এলাকায় নতুন জেটি ঘাট নির্মানের ব্যবস্থা করা হবে।

১৯শে মে কাছাড়ের ভাষা শহীদ স্মরণে নববারাকপুর কৃষ্টি প্রাঙ্গণে ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধার্পণ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৯ মেঃ কাছাড় জেলায় মাতৃভাষা প্রেমী বাঙালিরা সরকারি শিক্ষা ও কর্মে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে প্রতিবাদে শিলচর রেল স্টেশনে সত্যাগ্রহ পালন করেছিলেন। পুলিশ শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং প্রাণ হারান এগারো জন বঙ্গসন্তান। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্ত ঝরিয়ে শহীদ হয়েছিল এগারোটি তাজা প্রাণ। বাহান্নর উত্তরাধিকার বহন করে বরাক উপত্যকায় বাঙালি রচনা করেছে আরেক শৌর্যের ইতিহাস। ১৯শে মের ভাষা শহীদদের মাতৃভাষা মর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আজও অধরা।রবিবার সকালে ১৯ শে মে কাছাড়ের ভাষা শহীদ স্মরণে নববারাকপুর কৃষ্টি প্রাঙ্গণে ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধার্পণ করল নববারাকপুর ২১ শে ফেব্রুয়ারি স্মরণ মঞ্চ এবং পুরসভার যৌথ উদ্যোগে। ভাষা স্মৃতিস্তম্ভে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, স্মরণমঞ্চের সভাপতি প্রেমানন্দ রায়, সম্পাদক বিপ্লব চৌধুরী, শ্যামল ঘোষ, সংগীত শিল্পী স্বপন চক্রবর্তী, সহশিক্ষক দীপঙ্কর বিশ্বাস, সুবিনয় দাস সহ অন্যরা।গানে কবিতায় আলোচনায় ১৯ শে মে ভাষা শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রভাতী অনুষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয় দিনটি।সৈয়দ নৌশাদ আলীর কবিতা উনিশে মে আবৃত্তি করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব মনীষা রায়। প্রতিবার উনিশে মে সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করেন মনীষা রায়, উমা ভাদুড়ী, শীলা সূত্রধর, রমা রায়, সোমা সাহা, স্বর্ণালী চক্রবর্তী, স্বপন চক্রবর্তী, স্বপ্না চক্রবর্তী।লেখা প্রেমানন্দ রায় সুর স্বপন চক্রবর্তী। পরে দেশাত্মবোধক সমবেত সংগীতানুষ্ঠান মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান... পরিবেশন ছিল সাবলীল। এছাড়াও ভাষা আন্দোলন নিয়ে বক্তব্য রাখেন সহ শিক্ষক দীপঙ্কর বিশ্বাস, শ্যামল ঘোষ । পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন ১৯ শে মে ভাষা আন্দোলন একটি ইতিহাস। বাংলা ভাষা মর্যাদার প্রতিষ্ঠায় কত শহীদের মৃত্যু হয়েছে। অতীত ইতিহাস কে সকলের কাছে অবহিত করতে ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

দিবসের পাশাপাশি ১৯ শে মে ভাষা আন্দোলন শহীদ স্মরণে সকলে পুরসভার কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে সামনে স্মারক মঞ্চে সমবেত হই শহীদ দের শ্রদ্ধা জানাতে। নব প্রজন্মের জানা উচিত। আগামী প্রজন্মের কাছে বার্তা বেশি করে পৌছে দিতে হবে।অভিভাবক রা অনেক সময় বলেন আমার ছেলেটা মেয়েটা ভালো বাংলা বলতে পারে। এটা কোন আনন্দের ব্যাপার নয়। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি জাতির মেরুদন্ড কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে সেটা সবাই মিলে খেয়াল রাখতে হবে বলেন পুরপ্রধান। স্মরণমঞ্চের সম্পাদক বিপ্লব চৌধুরী বলেন মাতৃভাষা মর্যাদার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে নববারাকপুর ২১ শে ফেব্রুয়ারি স্মরণ মঞ্চের উদ্যোগে ভাষা শহীদ স্মরণে প্রভাতী শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান করে চলেছি। এই নববারাকপুর পুরসভার শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধার্পণ অনুষ্ঠান যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্মরণ মঞ্চের সভাপতি প্রেমানন্দ রায়।অন্যদিকে ভাষা স্মারক মঞ্চে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নববারাকপুর থানার আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭০ সংখ্যা, সোমবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বরূপ

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধ রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের কোনও বিরোধ নেই। সেটা প্রমানিত হয়ে গিয়েছে আমেরিকা এবং ব্রিটেনে কোনও বিরোধ নেই। ব্রিটেনে এবং আমেরিকার গণতন্ত্র খুবই শক্তিশালী। তবে এখন আমেরিকার গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে? সেখানে আবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার চে,টা করছেন যিনি একটি সময়ে আমেরিকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। বারবার নির্বাচন কমিশনকে বিরক্ত করতে শুরু করেছিলেন। সেখানে ভারতের গণতন্ত্র এখনও স্বচ্ছ এবং পবিত্র। সেখানে আবার ধনতন্ত্র খুব শক্তিশালী। তার ফলে এই দুটো দেশ ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় খুবই উন্নত। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার সময়ে থেকে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে। সেই ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবেশ ঘটে আমেরিকা সহ গোটা ইউরোপে। তার ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশই এখন গণতন্ত্রের অত্যন্ত প্রহরী। বলা যেতে পারে তারাই এখন গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। নাহলে সমাজতন্ত্র করে এসে এই সব দেশগুলিকে গ্রাস করে নিত। রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে যখন ভারত ব্রিটিশ শক্তির অধীনে ছিল। স্বাধীন ভারত তৈরি করার এবং বিপ্লবী ভারত তৈরি করার ব্যাপারে রাশিয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কলকাতা সমাজতান্ত্রিক নেতা মুজফফর আহমেদকে সামনে রেখে রাশিয়া ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এমএন রায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ইঁনারা ভারতকে স্বাধীন করতে উদ্যোগী যেমন হয়েছিলেন ঠিক তেমনি আবার ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। তারা কিন্তু ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তারা ভারতের কমিউনিস্টদের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে শুরু করে আবার কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া গিয়েছে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ব্রিটেনের অনুচর হয়ে বসে রয়েছে। ব্রিটেন বরাবরই সমাজতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা বিরুদ্ধে ছিল। আজও ব্রিটেন রাশিয়াপন্থীদের একদম দেখতে পারে না। তার দৃষ্টান্ত রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। ইউক্রেনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে ইংল্যাণ্ড প্রথম থেকেই। তার ফলে আমেরিকাকে ইউক্রেনকে সমর্থন করতে থাকে। আসলে দেখা গেলে মার্কিন প্রশাসনকে ইংল্যাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডের বিদেশ নীতির সঙ্গে আমেরিকার বিদেশ নীতিব সম্পর্ক নিবিড়। দুটি দেশই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শাসন। তার কারণে ভারতের সংবিধানকে সেরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক বলা হয়ে থাকে। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র শব্দটি থাকলেও সেটা কিন্তু সীমাবদ্ধ রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতায় এবং জোট নিরপেক্ষতায়। তার ফলে ভারতকে এখন কোনও ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা চলে না। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ইসলাম দেশে পরিণত। পাকিস্তান ইসলাম দেশে পরিণত। তার মধ্যে ভারত শুধু মাত্র ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বিরাজ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত

রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যি সত্যি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী হতেন, তাহলে তিনি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত করতে কিন্তু তিনি তা কখনোই করেননি, করার মতো মানুষও তিনি নন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল আমৃত্যু অটুট বন্ধনের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ', 'মুসলিম হল ছাত্র সংসদ', 'জগন্নাথ হল', 'জগন্নাথ কলেজ', 'হিন্দু মুসলিম সেবা সংঘ' এবং 'ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি'র পক্ষ থেকে ঢাকার নবাব রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনার আমন্ত্রণ জানালে তিনি অবশ্য উপস্থিত হয়ে সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। আমন্ত্রণপত্র পাবার পর অধ্যাপক আর সি মজুমদারকে (রমেশচন্দ্র মজুমদার) লেখা একটি পত্রে তিনি সাথে জানান; 'কল্যাণীয়েষু, ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করবার জন্যে দূত এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়েছি। ৬ই তারিখে রাত্রে রওনা হয়ে গোয়ালন্দ থেকে তাঁদেরই জলযানে ভেসে পড়ব। ১০ই তারিখ পর্যন্ত তাঁদের আতিথ্য ভোগ করে কর্তব্য অন্তে তোমার আশ্রমে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ পালন করব। নইলে আমাকে দীর্ঘকাল ঢাকায় থাকতে হয়। আমার সময় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্স্থিত ঢাকার লোকের নিমন্ত্রণ কোনও মতেই উপেক্ষা করা উচিত বোধ করিনি। তাই দুই নিমন্ত্রণ ক্ষেত্রে আমার সময়কে বিভক্ত করে দিলুম। ইতি তোমাদের দেব স্থির করেছিলুম যে কয়দিন সম্পূর্ণই রইল। ইতি ১৬ মাঘ ১৩৩২। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' তিনি যদি প্রতিষ্ঠার বিরোধী হতেন তাহলে মাত্র পাঁচ বছর পর তাকে 'মহাসংবর্ধনা' এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'ডি.লিট' উপাধি কি পেতেন? আর তিনিই কি এতটা উৎসাহ নিয়ে যেতেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেরও এক দশক আগে, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের দিক থেকে আন্তর্জাতিক মহলে রবীন্দ্রনাথের গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে শুরু করে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড হয়ে প্রথম আমেরিকাতে যাবার পরই পাকাপোক্তভাবে নিজের জাত চিনিয়ে আসেন আন্তর্জাতিক মহলে। ১৯১২-তে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings প্রকাশিত হবার পর বিশ্বসাহিত্যে সাড়া পড়ল। ১৯১৩-তে এশিয়ার প্রথম 'নোবেল' লরিয়েট।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন', শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করো না। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে। সেই শক্তি দিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, চাই, জীবনকে শক্তিশালী হবে। তার জন্য মায়ের সাধনা করো। তবেই মাতৃভক্তি জাগরিত হবে। মায়ের কাছেই আছে জীবন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। তারা পীঠের মায়ের পুজো করো। তার আরাধনা করতে হবে। মা চান। তাঁর সন্তানরা শক্তি সঞ্চয় করুকনারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে জাগাতে হবে সময়ে অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল বিশ্বাস রাখতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মাতৃ ভক্তিকে। মনের শক্তিকে প্রসারিত করতে হবে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে জগতে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা কথা লেখা বলা হচ্ছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করতে হবে। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে পারবে। জীবন সুখী হবে।

'১৯১৯ সালের জালিওয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার ঘটনা একটি জঘন্য ব্রিটিশ অপরাধ' মন্তব্যে গুলেদানন্দজি

বিশেষ প্রতিবেদক

বউবাজারের গুলেদানন্দজির মেজাজটা আজকে একেবারেই ভালো নেই। তিনি বেশ খানিকটা বিমর্ষ। তিনি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কোনও কথা বল ছিলেন না। তিনি একটি কথা বারবার বলতে শুরু করেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দিকে তাকানোর কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি সরকার। তবে প্রভাবশালী পরিবারের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল প্রশাসনে। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার প্রায় আগে বা পড়ে কমিউনিস্ট দলে নাম লেখায়। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস যিনি ঢকা অনুশীলন সমিতির অন্যতম পরিচালক ছিলেন তিনি ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করলো তখন 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি'র দফতরে রক্ত পতাকা তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতা জন্য সংগ্রাম করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেই স্বাধীনতা লাভ করেনি। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা এলো। এই দেশ ভাগের স্বাধীনতা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী চান নি। তাঁরা অখণ্ড স্বাধীন ভারত চেয়েছিলেন। সেই স্বাধীনতা পাওয়া গেল না। আজকে খণ্ডিত ভারতের জন্য ভারতবাসীদের দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে। অখণ্ড ভারত সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। খণ্ডিত ভারত আজকে নিঃশ্ব। একেবারে কাঙাল। ভারতবাসীরা এখন সবার দ্বারে দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। দেশবাসীর আর্থিক উন্নতি হয়নি। রাজনৈতিক চেতনা জাগত হয়নি। সমাজতন্ত্রের বিকাশ হয়নি। ভারতবাসীরা আজকে অসহায়। এই রকম ভারতবর্ষ দেখা ইচ্ছা প্রকাশ করেনি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। বিপ্লবী অরবিন্দ থেকে শুরু করে রাসবিহারী বোস এবং সুভাষচন্দ্র বোস এমনকী মহাত্মা গান্ধি যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বাধীনতা এলো না। এখন যে স্বাধীন ভারত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার সমস্যা বহু। সেই সব বহু সমস্যার সমাধান করতে এখনও স্বাধীন ভারতের সরকার সক্রিয়। উপরন্তু সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। গুলেদানন্দজি যেভাবে স্বাধীন ভারতের সমস্যার দিকগুলোকে সবার সমানে তুলে ধরলেন তা সত্যি। স্বাধীন ভারত বহু সমস্যায় জর্জরিত। এই সব সমস্যার সমাধান করাটা ধীর গতিতে অগ্রগতি হতে থাকবে তাড়াহুড়ো করা চলবে না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উদ্দেখযোগ্য দিন হচ্ছে ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ সাল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বা অমৃতসর গণহত্যা নামে পরিচিত। আজকে দিনে যদি এই ধরনের গণহত্যা করতো ব্রিটিশ সরকার তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জে তাদেরকে কৈফিয়ত দিতে হতো। এই গণহত্যা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে করেন গুলেদানন্দজি। তিনি বলেন রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বার্ষিক বৈশাখী মেলায় সময়ে ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি শান্তিপূর্ণ জনতার সমাবেশ ঘটেছিল। স্বাধীনতার সমর্থক সাইফুদ্দিন কিচলু এবং সত্যপালকে গ্রেফতার করা হল। ফলে ভারতবাসীরা ক্ষুব্ধ। সেই জন সমাবেশের ওপরে অস্থায়ী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর. ইএইচ ডায়ার তাঁর গোর্খা এবং ব্রিটিশ ভারতীয় শিখ রেজিমেন্টকে সঙ্গে নিয়ে গুলি চালানো নির্দেশ দিলেন। ব্রিটিশ সেনারা গুলি চালানোর সময়ে জনতা প্রাণ বাঁচানোর জন্য বেরনোর রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু পালানোর কোনও পথ ছিল না। জালিয়ান ওয়ালা বাগ তিন দিক দিয়ে ঘেরা ছিল। একটি মাত্র বের হওয়ার পথ। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার তাঁর সেনা সামন্ত নিয়ে। গুলি যখন অবিরাম বর্ষন হতে শুরু করলো সমাবেত জনতার দিকে তাক করে তখন কেউ পালাতে পারেনি। এমনকী দেওয়াল টপকে পালাতে গিয়েও জনতারা আঘাতে নিহত হল। ১৬৫০ রউণ্ড গুলি ব্যবহার করা হয়। বহু নারীরা গুলিতে নিহত হল। এফ ঘটনায় গোটা দেশবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়ল। এমনকী ব্রিটিশ প্রশাসনও বিমূঢ় হতে থাকে। তাদের মুখ দিয়ে কোনও কথা প্রকাশ পায় না। ব্রিটিশ প্রশাসন তখন জালিওয়ান ওয়ালাাবগের ঘটনাকে চাপা দেওয়া জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা দেখাতে শুরু করে। কিন্তু তা করতে পারেনি। কারণ তখন

যেভাবে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনাকে একেবারেই ধামা চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের বিচার হয়েছিল বিলাতে মার্শাল কোর্টে। ভারতে কোর্ট মার্শাল করার ব্যবস্থা করা হয় ডায়ারের বিরুদ্ধে। পরে সেটা বিলাতের কোর্ট মার্শালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অপরাধী ডায়ারকে ব্রিটিশ সরকার লঘু শাস্তি দিয়েছিল। কোনও রকম ভাবে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তার কারণ হচ্ছে তখন ব্রিটিশ সেনা অফিসার হিসাবে কাজ করেছিলেন তিনি। তবে ব্রিটিশ মন্ত্রী সভা বিশেষ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতের জালিয়ানওয়ালা বাগ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তার কারণ তখন ভারতে রাউলাট আইনের বিরোধতা মগ্ন ছিল। কিন্তু জালিওয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের চেয়ে ভযঙ্কর বলে অভিহিত করতে শুরু করেন গুলেদানন্দজি। তিনি বলেছেন যে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। তার আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত শাসন করতো। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থকে রক্ষা করতে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বিভাগ সেনা সরবরাহ করতো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বিভাগের কাছ থেকে কোম্পানির নিরাপত্তা এবং কর্মীদের জীবন রক্ষার পাশাপাশি ব্রিটিশ ব্যবসার স্বার্থকে রক্ষা করা জন্য ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ভারতের উপনিবেশ স্থাপন করা এবং সেখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসার স্বার্থকে রক্ষা করতে সেনা পাঠাতে। তার ফলে ভারতের এসে উপস্থিত হয়েছিল লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস। লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের ওপরে দায়িত্ব ছিল ভারতের ব্রিটিশ স্বার্থকে রক্ষা করার। তার জন্য যে কোনও কৌশল অবলম্বন করলে তা দোষের কারণ হয়ে দেখা দেবে না। ফলে লর্ড ক্লাইভ যখন বাংলায় এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি নবাব সিরাজকে পরাস্ত করতে দেশিয় শিল্পপতি, এবং ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিতে শুরু করলেন। মুর্শিদাবাদের ধনী ব্যবসায়ী জগৎ শেঠ, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা নবকৃষ্ণ থেকে শুরু করে কলকাতার জমিদার শ্রেণিরা ব্রিটিশ রাজ শক্তির পাশে গিয়ে উপস্থিত হল। তার ফলে নবাব সিরাজদৌল্লা পরাস্ত হলেন পলাশি প্রাঙ্গনে। এর আগে নবাব সিরাজদৌল্লা ফরাসিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। তখন সিরাজ ইংরজেদের পরাস্ত করে কলকাতা থেকে বিতারিত করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশরা তখন ভয় পেয়ে গঙ্গা বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সেনাদের তৈরি প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটাকে ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন নবাব সিরাজদৌল্লা। পরে ফরাসি বণিকদের শায়েস্তা করতে লর্ড ক্লাইভ বাংলায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ফরাসিদের বাবসায়িক প্রভাবকে কৌশলে খতম করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদের ধনী ব্যবসায়ী শেঠ সব সব দেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললেন। বাংলার ব্রিটিশ শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে ব্যাবসায় নতুন সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন লর্ড ক্লাইভ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসও। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললেন। ফলে ১৭৭৫ সালে ভারতের ভাগ্য ইংরেজদের অনুকূলে গিয়ে উপস্থিত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করে নিলেন তখন থেকেই শুরু হল ভারতে প্রকৃত ইংরেজ শাসন। তার আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল। এতো গেল ভারতের ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব বিস্তারের কথা। এাবরে আসি মূল ঘটনায়। যে কথা বলছিলাম বলেই গুলেদানন্দজি আবার ফিরে গেলেন জালিওয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায়। ১৯১৯ সালে তখন সারা ভারত জ্বলতে শুরু করেছে। জালিওয়ানওয়ালা বাগের ঘটনায় তখন সব ভারতীয়রা বিচলিত হয়ে পড়েছে। এদিকে বিপ্লবী ভগৎ সিং জালিয়ানওয়ালাবাগ পরিদর্শন করেন এংব সেখানকার মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের হাতে দিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করালেন। এদিকে ব্রিটিশ শক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে যে জালিওয়ান ওয়ালাবাগের ঘটনার রেশ যেন সারা ভারতে ছড়িয়ে না পড়ে। তার জন্য ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হয়ে উঠল। এমনভাবে সেই সময়ে ভারতের পরিস্থিতিকে তৈরি করলো ব্রিচিশ রাজ যাতে সবার নজর অন্য দিকে ঘুরে যায়। তার ফলে সমস্ত ঘটনাটাকে ধামা দিয়ে ফেলল ব্রিটিশ সরকার। তারা বুঝতে পেরে গিয়েছিল একটি বড় ধরনের ভুল কাজ হয়ে গিয়েছে। সেই ভুলকে সংশোধন করতে হবে। না হলে এর মাসুল দিতে হবে ব্রিটিশ সরকারকে। সেই সময়ে দেশিয় রাজনীতিক নেতাদের ওপরে পরোভভাবে চাপ দিতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকার।। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ঘটনায় বিললিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভাইসরয় টেমস ফোর্ডকে ৩০ মে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠালেন এবং নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন। গান্ধিজি তখন তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের কথা চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধিজি ডিউক-অফ-কনটকে লেখেন, " যে অ-ব্রিটিশসুলভ চরিত্র ডায়ারবাদকে সম্ভব করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে লড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'। মহাত্মা গান্ধি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন এবং ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দিলেন। তিনি ভারতবাসীদের স্বপ্ন দেখাতে শুরু দিিলেন। তিনি প্রচার করলেন যে ১৯২১ সালে ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির মধ্যে দেশবাসী স্বাধীনতা অর্জন করবে। তিনি বিপ্লবীদের কাছে আবেদন করতে থাকেন যে এক বছর যেন তারা বিপ্লবী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস জালিওয়ানওয়ালা বাগের ঘটনা মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন পাঞ্জাবকে সবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। জালিওয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা ভারত ব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার মতো তখন সশস্ত্র সংগ্রামীর অভাব দেখা দিয়ে ছিল। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ভারত ত্যাগ করে জাপানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ১৯১৫ সালে ৫ জুন। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে পরলোকগমন করলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যস্ত। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তখন আন্দামানের কারাগারে। মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী নেতা লোকমান্য তিলক তখন শারীরিক দিক দিয়ে বলতে গেলে অসুস্থ।। বিপ্লবী আন্দোলন তৈরি করার মতো যোগ্য নেতার অভাব ভারতো ফলে জালিওয়ানওয়াগাবাগ নিয়ে সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে তোলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হল না। সেই শূন্য স্থানকে পূরণ করতে গান্ধিজি ১৯২১ সালে শুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন। বিপ্লবীরা গান্ধিজিকে পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছিল " তিনি কি জগৎকে জানাবেন যে তিনি ভারতের কতজন শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করতে পেরেছেন? কতজন ও 'ডায়ার, ডায়ার, রিডিং, আরউইনকে তিনি ভারত বন্ধুতে রুপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন? যদি একজনকেও নাা পেরে থাকেন, তাহলে কেন আমরা আশা করব যে ভারতবর্ষ তাঁর এই ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের সঙ্গে সহমত হবে যে তিনি অহিংসার অনুশীলনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডকে ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিতে রাজি করাবেন বা বাধ্য করাবেন।' গান্ধিজি মনে করতেন ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনই স্বাধীনতা নিয়ে আসার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিপ্লবী সংগ্রাম স্তব্ধ হল।

থেরবাদ বৌদ্ধ তার ইতিহাস ঃ অমলেন্দু চৌধুরী

আজ ২৫৬৮ তম পবিত্র বুদ্ধজয়ন্তী যা ইউনাইটেড ন্যাশনস) ESAK DAY রুপে ১৯৯৯ সালে ঘোষণা করেছে। ভারতে বৌদ্ধদের যে মতবাদটি বহুল প্রচলিত তা হল থেরবাদ।

থেরবাদ আক্ষরিক অর্থ স্থবিরদের প্রাচীন পন্থী সম্প্রদায় হল বৌদ্ধ ধর্মের এখনও বিদ্য মান সম্প্রদায় গুলির মধ্যে প্রাচীনতম, থেরবাদ পালি শব্দ, গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার একটি নিজস্ব সংস্করণ তাঁরা পালি ভাষায় রচিত ত্রিপিটক গ্রন্থে সংরক্ষণ করেন। পালি ত্রিপিটক গ্রন্থটিই কোনও ধ্রুপদি ভারতীয় ভাষায় অদ্যা বধি সংরক্ষিত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এই ভাষাটিই থের বাদ সম্প্রদায়ের পবিত্র ভাষা ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা তমরাশতীয় সম্প্র দায়ের একটি পাঠও এই গ্রন্থের অন্তর্গত। মানচিত্রে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তিনটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থান। এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে থের বাদ তাঁদের সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ ধম্ম সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। থের বাদ সম্প্রদায় মতবাদ ও সন্ন্যাস প্রথার নিয়মান বর্তিতার ব্যাপারে রক্ষণশীল। এখানেই মহাযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের তাঁদের প্রধান পার্থক্য। উনিশ শতাব্দীতে ধ্যান অনুশীলন পুনঃ প্রবর্তিত হয় এবং সেই সময় থেকে প্রথাগত থেরবাদী দেশ গুলিতে এবং পাশ্চাত্যে জনসাধারণের মধ্যে তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে।

শ্রীলঙ্কায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম একটি স্বতন্ত্র আদি বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিসাবে পূর্ণতা অর্জন করে এবং তারপরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সম্প্রদায় কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়। ভারত, বাংলাদেশ, চীন, নেপাল ও ভিয়েত নামের একটি সংখ্যালঘু অংশও এই মতবাদে অনুসারী। এছাড়া সারা বিশ্বে এই সকল গোষ্ঠীর অভিবাসীরা এবং ধর্মা ন্তরিতরাও থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করেন। বৌদ্ধ আধুনিকতা বাদ, বিপশ্যনা আন্দোলন ও থাই

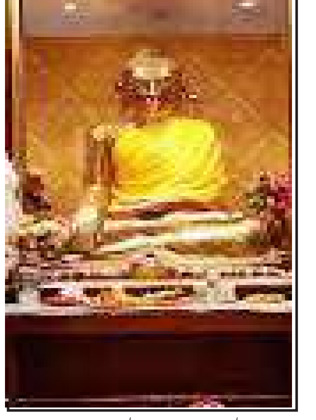

অরণ্য প্রথা এই মতবাদেরই সম সাময়িক প্রকাশ।

খ্রিস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের গোড়া পত্তন হয়। সে সময় বৌদ্ধ ধর্মবলম্বীদের প্রধান নির্দেশক ছিলেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। পর বর্তীতে বুদ্ধপ্রদত্ত বাণী ও নির্দেশনার সংকলনে তৈরি হয় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। এতে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ধারক ও বাহক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনাচারের প্রতিটি বিষয়ের নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত আছে। পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত আদি ও মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মাচার ও দর্শনকেই বলা হয় থেরবাদ।

বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব পর্যন্ত সাড়ে পাচঁশ বছর প্রথম অধ্যায়; খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত দ্বিতীয় অধ্যায় এবং অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের বৌদ্ধ ধর্ম ছিল পূর্ণাঙ্গ থেরবাদ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের উদ্ভব হয়। এ সময় সংস্কৃতসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত পালি ত্রিপিটকের খন্ডিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে মূল ত্রিপিটকে বর্ণিত বিনয়ের চিরাচরিত কঠোর নিয়মাবলি বহুলাংশে শিথিল করা হয়। এ শিথিলকৃত ধারার বিনয়-অনুসারিগণ বা মহা যানপন্থিগণ থেরবাদকে রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্ম, স্থবিরবাদ নামে আখ্যায়িত করেন। দ্বিবিধ ধারার এ বৌদ্ধ মতাদর্শে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার অনুশীলনে পরম শান্তি 'নির্বাণ' লাভের সাধনা থেরবাদ ও মহাযান উভয় মতবাদেই অনুসৃত হয়। শুধু আচার- অনুষ্ঠানের দিক থেকে এ দুই মতবাদে কিছুটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মানুসারিগণ বুদ্ধের প্রদর্শিত নীতি-আদর্শ অনুসারে নিজের অন্তঃকরণ হতে অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও মোহ ধ্বংস করে শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় (ধ্যান) পূর্ণতা অর্জনপূর্বক নির্বাণ লাভ এবং নির্বাণোত্তর বুদ্ধ স্থানে উন্নীত হওয়ার সাধনা করে। অপরদিকে মহাযানপন্থিগণ বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের আদর্শকেই বিশেষ ভাবে অনুশীলন করে। তারা তিন রকমের পারমিসমূহের পূর্ণতাপূর্বক সর্ব জীবের দুঃখ নিরাকরণের লক্ষ্যে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ, এমনকি নিজের জীবন ও কুশল কর্মার্জিত পুণ্যফলও পরহিতে বিতরণের প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্ন কর্মসাধনার দ্বারা নির্বাণ লাভ এবং তদনন্তর সম্যক সম্বুদ্ধত্বে উপনীত হওয়ার সাধনা করে। মহাযান সংস্কৃতিতে আনু ষ্ঠানিকতা কম, কিন্তু থেরবাদে বহুমাত্রিক আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমান। সপ্তম-অষ্টম শতকে ভারত ও বাংলাদেশে কয়েকটি অঞ্চলে মহাযানের প্রচলন ছিল বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের বাঙালি ও উপজাতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশুদ্ধ থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মেরই অনুশীলন করেন। শুধু এ একটি মাত্র মতাদর্শই এই দুই দেশে সর্ব অঞ্চলের বৌদ্ধদের মধ্যে বিরাজিত। তাই এখানকার বৌদ্ধদের বলা হয় থেরবাদী বৌদ্ধ।

থেরবাদ বৌদ্ধধর্মানুসারিগণ বুদ্ধের প্রদর্শিত নীতি-আদর্শ অনুসারে নিজের অন্তঃকরণ হতে অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও মোহ ধ্বংস করে শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় (ধ্যান) পূর্ণতা অর্জন পূর্বক নির্বাণ লাভ এবং নির্বাণোত্তর বুদ্ধস্থানে উন্নীত হওয়ার সাধনা করে। অপরদিকে মহাযান পন্থিগণ বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের আদর্শকেই বিশেষভাবে অনুশীলন করে। তারা তিন রকমের পার মিসমূহের পূর্ণতাপূর্বক সর্ব জীবের দুঃখ নিরাকরণের লক্ষ্যে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ, এমনকি নিজের জীবন ও কুশল কর্মার্জিত পুণ্য ফলও পরহিতে বিতরণের প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে নিরবিচ্ছিন্ন কর্ম সাধনার দ্বারা নির্বাণ লাভ এবং তদনন্তর সম্যক সম্বুদ্ধত্বে উপনীত হওয়ার সাধনা করে। মহাযান সংস্কৃতিতে আনুষ্ঠা নিকতা কম, কিন্তু থেরবাদে বহুমাত্রিক আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমান

ভারতের অ-থেরবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি সমান্তরাল সংগ্রহ যা চীনা ভাষায় এবং আংশিকভাবে সংস্কৃত , প্রাকৃত এবং তিব্বতি ভাষায় সংরক্ষিত রয়েছে । বিভিন্ন অ-থেরবাদ বিনয় হিসাবে। এই ভিত্তিতে, এই প্রারম্ভিক বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি (অর্থাৎ নিকায় এবং বিনয়ের কিছু অংশ) সাধারণত আধুনিক পণ্ডিতদের দ্বারা প্রাক-সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধ ধর্মের মতবাদের কিছু প্রাচীন এবং সবচেয়ে প্রামাণিক উৎস বলে মনে করা হয়। পূর্ববর্তী অংশগুলির বেশিরভাগ উপাদান বিশেষভাবে থেরাবাদন নয়, তবে শিক্ষার সংগ্রহ যা এই বিদ্যালয়ের অনুসারীরা প্রাথমিক, অ-সাম্প্রদায়িক শিক্ষার অংশ থেকে সংরক্ষণ করেছিলেন। পিটার হার্ভির মতে, যদিও থেরাবাদরা টিপি টাকাতে (যেমন অভিধম্ম গ্রন্থ এবং আরও অনেক কিছু) বৌদ্ধ সাহিত্যে যুক্ত করতে পারে, **থেরবাদ বৌদ্ধ তার ইতিহাস ঃ অমলেন্দু চৌধুরী** তারা সাধারণত পূর্বের উপাদানের সাথে হেরফের করেনি। ঐতিহাসিকভাবে পরবর্তী অংশগুলি, প্রধানত অভিধম্ম এবং বিনয়ের কিছু অংশে কিছু স্বতন্ত্র উপাদান এবং শিক্ষা রয়েছে যায় থেরাবাদ প্রতিষ্ঠানের জন্য অনন্য এবং প্রায়শই অন্যান্য প্রাথমিক বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিধর্ম বা বিনয় থেকে পৃথক । উদাহরণস্বরূপ, থেরাবাদ বিনয় ভিক্ষুদের জন্য মোট ২২৭টি নিয়ম রয়েছে , ধর্মগুপ্ত বিনয় (ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু,

বাংলার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ তাঁকে খুব কষ্ট দেয়, তখন তিনি লেখেন ঃ- ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশক্ষ্ম ইত্যাদি আজও সমান জনপ্রিয়তা তার গান। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি, নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা। তিনি ডি. এল. রায় নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৫০০ গান রচনা করেন। এই গানগুলি বাংলা সংগীত জগতে দ্বিজেন্দ্র গীতি নামে পরিচিত এবং জনপ্রিয়। তার নাটক গুলি চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত প্রহসন, কাব্য নাট্য, ঐতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নাটক। তার রচিত কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে জীবদ্দশায় প্রকাশিত আর্যগাথা ও মন্দ্র বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য একঘরে, কল্কি-অবতার, বিরহ, সীতা, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার-পতন, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল-বিজয় ইত্যাদি। কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ১৯ জুলাই ১৮৬৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান। সে বাড়িতে বহু গুণীজনের সমাবেশ হত। কার্তিকেয়চন্দ্র নিজেও ছিলেন একজন বিশিষ্ট খেয়াল গায়ক ও সাহিত্যিক। এই বিদগ্ধ পরিবেশ বালক দ্বিজেন্দ্র লালের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। তার মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের বংশধর। দ্বিজেন্দ্র লালের দুই দাদা রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এবং এক বৌদি মোহিনী দেবীও ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্য স্রষ্টা। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৭৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। এফ. এ. পাস করেন কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ থেকে। পরে হুগলি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৮৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন। এরপর কিছু দিন ছাপরার রেভেলগঞ্জ মুখার্জ্জি সেমিনারিতে শিক্ষকতা করার পর সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য। রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকাল চারাল সোসাইটি হতে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে থাকা কালীন ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তার একমাত্র ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ Lyrics of Ind এই বছরই দেশে প্রত্যাবর্তন করে সরকারি কর্মে নিযুক্ত হন দ্বিজেন্দ্র লাল। কিন্তু তিন বছর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে অসম্মত হলে তাকে নানা সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ দ্বারা। ভারতবর্ষে ফিরে তিনি জরিপ ও কর মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং মধ্যপ্রদেশে সরকারি দপ্তরে যোগ দেন। **-রতনেশ্বর আচার্য, ঢাকা।**

বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেও দিঘাগামী লোকাল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৯ মে ঃ বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেও দিঘাগামী লোকাল ট্রেন। ট্রেনটির সামনের অংশের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে বলে খবর। বালি বোঝাই মোটর ভ্যানে লোকাল ট্রেনের ধাক্কা। আর তাতেই ক্ষতি হয়েছে ট্রেনের সামনের অংশের। মোটর ভ্যানে ধাক্কা মেরেই দাঁড়িয়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেনটি। যাত্রীরা সবাই ট্রেন থেকে নেমে পাে আতঙ্কে ছুটতে থাকেন। দিঘা যাওয়ার রেললাইনে প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দিঘাগামী ট্রেন নাচিন্দার কাছে লাইনে আটকে পড়া বালি বোঝাই একটি মোটর ভ্যানকে ধাক্কা মারলে ঘটে এই দুর্ঘটনাটি! বিপদ বুঝে মোটরভ্যানের চালক গাড়ি থেকে নেমে যায়। তবে আচমকা সজোরে ধাক্কা লাগায় ট্রেনে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সবাই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন।

পূর্ণবয়স্ক মাকনা হাতির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট

বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বলোয়াধুরার কাছে রবিবার সকালে একটি পূর্ণবয়স্ক মাকনা হাতির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। একটি সুপারি বাগানে ঢোকার সময় মুখ থুবড়ে পড়ে হাতিটি। সুপারি বাগানের চারিদিকে লোহার তার বাঁধা অবস্থায় দেখা গেছে হাতিটির দেহেও প্যাঁচানো ছিল লোহার তার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মাদারিহাটের রেঞ্জার শুভাশিস রায়, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা প্রমুখ। বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে বনদপ্তর। বনকর্মীরা জানান, মৃত্যুর কারণ জানতে হাতিটির দেহের ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

ঘাটালে বিজেপি বিধায়কের সাথে বচসায় জড়ালেন আইসি

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৯ মে ঃ ষষ্ঠ দফায় নির্বাচন ঘাটাল লোকসভায়। আর নির্বাচন যত সামনে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ঘাটালের রাজনৈতিক পরিবেশ। একদিকে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা একে অপরকে তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছেন। তবে এবার একটু অন্যরকম বাক-বিতন্ডা দেখা গেল

ঘাটালে। রবিবার ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের সঙ্গে তীব্র বচসায় জড়িয়ে পড়লেন ঘাটাল থানার আইসি। প্রসঙ্গত খড়ারে শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা রয়েছে ২১ মে। জনসভার প্রস্তুতি চলছিল, আর সেই জনসভার মাঠে তৃণমূল পতাকা লাগাতে যায়! বিজেপি কর্মীরা বাধা দেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট। তারপরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা পালিয়ে যায়। পরে ঘটনার স্থলে উপস্থিত হন খড়ার ফাঁড়ির ইনচার্জ। পৌঁছানোর পর বিধায়কের সাথে বচসা শুরু হয়। উত্তেজিত হয়ে পড়েন আইসি! উত্তেজিত হয়ে বিজেপি কর্মীর দিকে তেড়ে আসতে দেখা যায় আইসি-কে। ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট জানান, উনি যখন আমার সাথে এসে কথা বলেন তখন আধিকারিক হিসেবে নয়, মনে হচ্ছিল তৃণমূলের দলদাস হিসেবে কথা বলছিলেন। আমার সাথে কথা বলার সময় উনি হঠাৎ ক্যামেরা অন করেন, তারপর আমাদেরও ছেলেরা শুরু করে রেকর্ডিং। উনি একজন আধিকারিক হয়ে যেসব ভাষা ব্যবহার করছিলেন, কোন ভাবে মনে হচ্ছিল না পুলিশ আধিকারিক, মনে হচ্ছিল তৃণমূলের নেতা। তবে পুলিশ এর পক্ষ থেকে এই ঘটনায় কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

তারাপীঠে মারধরের ঘটনায় দিল্লির দুই যুবকের জেল হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ মে ঃ হোটেল মালিককে মারধরের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল তারাপীঠ থানার পুলিশ। রবিবার তাদের রামপুরহাট মহকুমার বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক অন্বেশা চট্টোপাধ্যায় তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ১২ জুন তাদের পুনরায় আদালতে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে তারাপীঠের রবীন্দ্রপল্লি এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে উঠেছিলেন পশ্চিম দিল্লির কয়েকটি পরিবার। তারা পাঁচটি রুম নিয়েছিলেন। ঠিক ছিল সন্ধ্যার দিকে হোটেল ছেড়ে দেবেন, কিন্তু বিকেলের দিকেই তারা হোটেল ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন। এদিকে হোটেলের কর্মী রাধাবল্লভ মণ্ডল দেখেন হোটেল ঘরের দুটি এসি রিমোর্ট এবং একটি ঘরের চাবি নেই। চাবি রিমোর্ট চাইতে গেলে আবাসিকরা হোটেল মালিক দীপক কুমার মণ্ডলকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। ইঁট দিয়ে তারা কপাল ফাটিয়ে দেয়। গণ্ডগোলের চিৎকার শুনে আশেপাশের হোটেলের লোকজন বেরিয়ে এসে দুজনকে ধরে ফেলে। তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতরা হল বিকাশ বেরু এবং রণধীর সিংহ তন্দির। দুজনেরই বাড়ি পশ্চিম দিল্লি। হোটেল মালিক পক্ষের আইনজীবী অভিজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, ধৃতদের ১১ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ১২ জুন তাদের পুনরায় আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন।

নদীয়ায় বোমা উদ্ধার, আতঙ্ক এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ মে ঃ আবারও বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভাজন ঘাট নালুপুর এলাকায়। নদীয়ায় নির্বাচনের মাত্র একদিন আগেই কৃষ্ণগঞ্জের ভাজনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নালুপুরে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির পাশে বস্তা ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছিল।

তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ওই এলাকাতেই উদ্ধার হল তাজা বোমা। বোমা আতঙ্কে গোটা এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার নালুপুর এলাকায় আবারও বিজেপি কর্মীর বাড়ির সংলগ্ন এলাকায় বস্তা ভর্তি বোমা মিললো। রবিবার সকালে হঠাৎ বস্তা ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধারকে ঘিরে এলাকা জুড়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের তির শাসকদল তৃণমূলের দিকে। বিজেপি কর্মীর বক্তব্য, তাকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং বিজেপির হয়ে প্রচার না করতে পারার কারনে শাসকদলের গুন্ডারা চক্রান্ত করে তার বাড়িতে বোমা ফেলে গেছে। সূত্রের খবর, সকালে বাড়ির মহিলারা উঠোন ঝাট দিতে গিয়ে বস্তা দেখতে পায়। এরপর কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হলে, ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে ওই জায়গাটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয়েছে বোম্ব স্কোয়ার্ডকে। যদিও ঘটনার দায় অস্বীকার করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে বলা যেতেই পারে দিন দশকের মধ্যে পরপর একই এলাকায় দুইবার বোমা উদ্ধার ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

বাগানজুড়ে নেই আম গাছ, কাজ হারিয়ে চরম হতাশায় শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ মে ঃ একদা শান্তিপুর শহররের পাশাপাশি থানা এলাকায় প্রচুর আমবাগান ছিল। পরিবেশ কর্মীদের আন্দোলন সত্ত্বেও বহু আম বাগানের গাছ কেটে, সেই জমি প্লট করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও শান্তিপুর থানা এলাকায় প্রচুর আমবাগান আছে। শান্তিপুরের হিমসাগর আমের স্বাদ সর্বজনবিদিত। কিন্তু এবছর আম বাগানে আম নেই। কিন্তু এবছর আম বাগানে আম নেই। আমের মুকুল কম এসেছিল, যেটুকু ছিল সেটাও রৌদ্র তাপে নষ্ট হয়েছে। অকাল বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি মূল কারণ, ফলন না হওয়ার এমনটাই মত বাগান মালিক এবং আড়দারদের। তবে শান্তিপুরের অর্থনীতির সাথে আমবাগান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। গ্রীষ্ম- বর্ষা ভিত্তিক এটি একটি অর্থকারী ফসল। প্রতি বছর আমবাগান পরিচর্যা, বাগান পাহারা, ফল সংগ্রহের জন্য অভিজ্ঞ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সাধারণত বাগানের কাজ মাঘ - ফাল্গুন মাসে শুরু হলেও, বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ মাসে চুক্তি ভিত্তিক প্রচুর শ্রমিক নেওয়া হয় বাগানে। ভালো ফল হলে বাগান মালিক বেশি অর্থোপার্জনের আশায় বেশি টাকায় শ্রমিক রাখেন। বাগানে এই দু'তিন মাস ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। শ্রমিকেরা অধিক উপার্জনের টাকায় দেনা মেটানোর সুযোগ পান। কিন্তু এবছর বাগানে আম না থাকায়, শান্তিপুর এলাকার কয়েক হাজার মানুষকে কাজ হারাতে হয়। আম রাখার বাঁশের ঝুড়ির চাহিদা নেই। সব মিলিয়ে অনেকটা আর্থিক ক্ষতি বাগান মালিক সহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত শ্রমিকদের। যেটুকু ছিল সেটাও রৌদ্র তাপে নষ্ট হয়েছে। প্রতি বছর আমবাগান পরিচর্যা, বাগান পাহারা, ফল সংগ্রহের জন্য অভিজ্ঞ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আম রাখার বাঁশের ঝুড়ির চাহিদাও নেই এবছর । আম পরিবহনের জন্য ভ্যানচালকদেরও কাজে ডাকেনি বাগান মালিকরা। সব মিলিয়ে অনেকটা আর্থিক ক্ষতি বাগান মালিক সহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত শ্রমিকদের। তবে পারিপার্শিক আবহাওয়া এবং ফলন কম হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে বাংলার অন্যতম উৎসব জামাই ষষ্ঠীতেও বাজারে তার প্রভাব পড়বে। বাগান মালিকদের অনুমান আগামীর বাজারে জামাই ষষ্ঠীতে আমের বাজার একশো টাকা প্রতি কেজিতে বাজারে বিক্রি হবে। তবে বর্তমানে পাঁচশো টাকা দিন মজুরিতে কাজ করছেন সুদূর মালদা থেকে আসা শ্রমিকরা। প্রতিবছর তিরিশ থেকে চল্লিশ জন কাজে আসলেও এবছর ফলন কম হওয়ায় মাত্র বারো থেকে চোদ্দ জন কাজে এসেছেন।

ভোট মিটতেই বিধ্বস্ত পরিবারগুলোর থেকে মুখ ফিরিয়েছেন নেতারা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মে ঃ ভোট মিটতেই বন্ধ খাবার, কেটে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। গায়েব নেতারা, গায়েব প্রতিশ্রুতি, গায়েব সমবেদনার ফুলঝুরি। না খেয়ে অর্ধাহারে রোদে গরমে বাঁধের ধারে পড়ে রয়েছে প্রায় শতাধিক পরিবার। অথচ কথা ছিল, বিধ্বংসী আগুনে সর্বস্ব খুইয়ে পথে এসে দাঁড়ানো শতাধিক ভাঙন পিঁড়তি পরিবারকে রোজ দু'বেলা খাবার দেওয়ার, তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার। ভোটের ঠিক আগে পর্যন্ত এসব দেওয়া হলেও ভোট মিটতেই এখন আর নেতা- মন্ত্রীদের সময় নেই, প্রয়োজন নেই সরকারি কর্তাদেরও। তাই কাঠফাটা গরমে গনগনে ত্রিপলের নীচেই ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন পার করছেন তাঁরা। মানুষগুলো রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। গত ১ মে- র দুপুরে আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যায় শতাধিক পরিবারের সর্বস্ব। সেদিন চোখের সামনে ছাই হতে দেখেছিলেন ঘরের যাবতীয় কিছু। শরীরের পোশাকটুকু ছাড়া কিছুই বাঁচানো যায়নি। ঘর ছেড়ে ছুটে পালাতে না পারায় জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হয়েছিল বৃদ্ধা বীণাপাণি মণ্ডলের। ভোটের মুখে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত পরিবারগুলি যাতে ভোটদান থেকে সরে না যায়, তার জন্য তৎপরতা। ব্লক প্রশাসনের তরফে দুর্গতদের খাবার দেওয়া শুরু হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ। সব কাজই হয়েছিল চোখের পলকে। কিন্তু ৭ মে ভোট মিটতেই সব বন্ধ। খাওয়ার আর আসে না। অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। খোঁজ নিতেও কেউ আর যায় না। নেতাদের কাছে গেলেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখন খোলা আকাশে নীচে গাছতলায় ঠাঁই কিংবা ত্রিপলের নিচে প্রচণ্ড গরমে দিন গুজরান। রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের দু'মুখো নীতি দেখতে পাচ্ছেন একসময় গঙ্গা ভাঙনে ভিটেছাড়া জঞ্জালিটোলার বাসিন্দারা। তাঁরাই বলরামপুরে অস্থায়ী বসতি নির্মাণ করেছেন। তাঁদের একজন সুকুমার মণ্ডল বলেন, আমাদের আর কিছুই নেই। সব হারিয়ে ত্রিপলের নীচে বসবাস করছি। ভোটের আগে আগুন লাগার পর সবাই এসেছিল। নেতা- মন্ত্রী তো বটেই, এসেছিলেন বিডিও নিজেও। তাঁরা আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিডিও নিজে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যুতের ব্যবস্থাও হয়েছিল। আরেক দুর্গত মমতা মণ্ডল বলেন, সেদিন ঘর থেকে কিছুই বের করতে পারিনি। একমাত্র শরীরের পোশাকটা ছাড়া সব জ্বলে গিয়েছে। এখন বাচ্চাদের নিয়ে ত্রিপলের তলাতেই থাকছি। ভোটের আগে খাবার দিয়েছিল। ভোট পেরোতেই খাবার বন্ধ। বিদ্যুতের সংযোগও কেটে দিয়েছে। শুধু একটি করে ত্রিপল দিয়েছে। ভোটের পর কেউ এলাকায় আসেননি। নেতা- মন্ত্রী, বিডিও কিংবা কোনও সরকারি কর্মীকে এখানে আর দেখা যায়নি। আমরা চাই, আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

বিজেপিতে ভাঙন, তৃণমূলে ঝাড়গ্রামের বিদায়ী সাংসদ কুনার হেমব্রম

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৯ মে ঃ আজ পঞ্চম দফা। লোকসভা ভোটের মাঝেই ফের বড়সড় ভাঙন বিজেপিতে! তৃণমূলে যোগ দিলেন ঝাড়গ্রামের বিদায়ী সাংসদ কুনার হেমব্রম। জঙ্গলমহলে গেরুয়া ঝড়। গতবার লোকসভা ভোটে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল তৃণমূলের। জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী কুনার হেমব্রম। কিন্তু এবার টিকিট পাননি তিনি। কেন? ক্ষোভের কথা জানিয়েছিলেন কুনার। এমনকী, দূরত্বও বাড়াচ্ছিলেন দলের সঙ্গে। ২৫ মে ষষ্ঠ দফা ভোট ঝাড়গ্রামে। সঙ্গে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, কাঁথি, মেদিনীপুর, তমলুক, ঘাটাল, বিষ্ণুপুরেও। এদিন রবিবার তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সরেনের সমর্থনে ঝাড়গ্রামে প্রচার করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে রোড-শো, তারপর জনসভা। সেই রোড- শোতেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগ দিলেন বিদায়ী সাংসদ কুনার হেমব্রম। কী প্রতিক্রিয়া বিজেপির? দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য্যের কটাক্ষ, 'দলটা আগেই ছেড়েছে। সময়টা তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস তো প্রাক্তন হতে চলেছে, সেজন্য প্রাক্তনদের কাছে টেনে নিচ্ছে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'বিজেপি তো সংগঠিত রাজনৈতিক দল, পরিবারতান্ত্রিক দল নয়, কারও উত্তরাধিকারও থাকে না। পার্টির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পার্টির নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান, মতাদর্শ আছে এবং কর্মসূচি আছে। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই আমরা নির্বাচন লড়ছি। ঝাড়গ্রামে গতবার বিজেপি প্রার্থী যে মার্জিনে জয়লাভ করেছিলেন, এবারও তার থেকে বেশি ভোটের ব্যবধানে ঝাড়গ্রামে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করবেন'।

দুই মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর আত্মঘাতী মা

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৯ মে ঃ শিশু কন্যাকে নিয়ে গিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন। এরপর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী মা। আটক বাবা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার তেঁতুলিয়ার খালপাড়ের ঘটনা। মৃতের নাম অপর্ণা বিশ্বাস (২৩)। তাঁর বছর পাঁচের সন্তান তৃষা বিশ্বাস ও সাত মাসের তিথি বিশ্বাস দুই সন্তান রয়েছে। আজ মা সহ মোট তিনজনের মৃতদেহ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, মহিলার স্বামী শম্ভু বিশ্বাস গিয়েছিলেন কাজে। তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়িও বাইরে কাজ করেন। কাজ থেকে ফিরে শম্ভু দেখেন স্ত্রী ও দুই সন্তানের নিথর দেহ। কার্যত তালা ভেঙে ঘরে ঢোকেন তিনি। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দেখেন এক মেয়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে মেঝেতে। স্ত্রী ও আর এক সন্তান ঝুলছে। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অপরদিকে, স্বামী শম্ভু দাসকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান কন্যাদের শ্বাসরোধ করে খুনের পর নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন। এটা খুন না অন্য কিছু তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শ্মশান থেকে উদ্ধার ব্যক্তির পচাগলা দেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৯ মে ঃ শ্মশান থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ। এক মহিলা সহ তিনজন গুরুতর জখম অবস্থায় দেহের পাশে পড়ে ছিল । রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার মালদুয়ার শ্মশানে। স্থানীয়রা পচাগলা দেহ ও দেহের পাশে জখমদের পড়ে থাকাতে দেখে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি জখমদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। গোটা ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। জখমেরা এখনও আতঙ্কের মধ্যে আছে। তারা পরিষ্কার করে কিছু বলার মতন পরিস্থিতিতে নেই। জখম মহিলা উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে ছিল। এই পরিস্থিতিতে পুলিস ও স্থানীয়দের অনুমান বিহারের দুষ্কৃতীদের কোনও গ্যাং দেহ এবং জখমদের ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু কি কারনে এই ঘটনা? জখমদের পরিচয় কি? দেহটিইবা কার? এমন নানান প্রশ্ন উঠেছে।

ডেঙ্গু আক্রান্তের হদিশ মিলল জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মে ঃ জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন বালাপাড়ায় এক ব্যক্তির ডেঙ্গু ধরা

পড়লো। স্বাস্থ্য কর্মী ও ভিআরপি কর্মীরা আক্রান্তের বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা স্যানিটাইজ করার পাশাপাশি মশা মারা কীটনাশক স্প্রে করে। জানা গেছে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায় ১২ দিন জ্বরে ভুগছিলেন। রক্ত পরীক্ষা করলে তাতেই ডেঙ্গুর জীবানু মিলেছে বলে জানা যায় । এরপরই তাকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে ভর্তি করেন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি যায় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বাবলু বসাক ও উপপ্রধান বেণু রঞ্জন সরকার। তারা আক্রান্তের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পাশে থাকার বার্তা দেন। পাশাপাশি আক্রান্তের বাড়িসহ এলাকা স্যানিটাইজেশন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মে ঃ নকশালবাড়ির বিজয়নগর চা বাগান এলাকায় এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য। জানা গেছে রবিবার স্থানীয়রা একটি মাঠে জলের মধ্যে মৃত অবস্থায় মহিলাকে দেখতে পান। এরপর ঘটনার খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃত মহিলার নাম ফিলি কেরকেট্টা (৪৪), মহিলা বিজয়নগর চা বাগানের বাসিন্দা। তবে কি ভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল তার তদন্তে নেমেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

তালের রস খেয়ে শিশুর মৃত্যু, চাঞ্চল্য খড়গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ মে ঃ তালের রস খেয়ে মৃত্যু হল একটি শিশুর। মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অসুস্থ হয়ে কান্দি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও আটজন শিশু। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। জানা গেছে, গতকাল অর্থাৎ শনিবার বিকেলে গ্রামের তাল গাছ থেকে রস ভর্তি কলসি নামানো হয়। তারপর সেটি থেকে রস পান করে নয়জন শিশু। এরপরই তারা সকলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তড়িঘড়ি তাদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে একজনের মৃত্যু হয়েছে। কান্দি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও আটজন শিশু।

আপনার পাড়ায় পুলিশ, সচেতনতা প্রোগ্রাম জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মে ঃজলপাইগুড়ির পাহারপুরের বালাপাড়া ক্লাবের মাঠে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি হয় পুলিশের। জলপাইগুড়ি পুলিশের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। সাধারণ মানুষদের পুলিশ আধিকারিকরা সমাজে ঘটে চলা কিছু অপরাধ ও সেই অপরাধ থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে আলোচনা করে। এরমধ্যে পথ নিরাপত্তা যেমন ছিল, তেমনি মানব পাচার, বাল্যবিবাহ আইন, সাইবার ক্রাইম, এন্টি ড্রাগ, মহিলাদের উপর ঘটে চলা অপরাধ নিয়েও আলোচনা করা হয়। কোতোয়ালি থানা ও ট্রাফিক আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন চাইল্ড লাইনের সুদীপ্ত গোস্বামী, স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন রায়, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ বসাক সহ অনেকে।

জোরদার দেব-হিরণের লড়াই! তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ ২১ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৯ মে ঃ ভোটের ঠিক আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান। ২৫ তারিখ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। আর

সেই নির্বাচনের আগেই তৃণমূলে ভাঙন। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল ১২ টি পরিবার। দাবি ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের। ঘাটাল ব্লকের মনসুকা ১ নম্বর অঞ্চলের ৫৩ নম্বর বুথ দীর্ঘ গ্রামে ১২ টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। তাঁদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। তিনি বলেন, তৃণমূল সরকারের এই মুখোশ খুলে গেছে। দুর্নীতি দেখতে দেখতে মানুষ বিরক্ত। তাই সে দলে আর থাকতে চাইছে না। এই যোগদান নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ ঘাটালের ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ মাঝির। তাঁর দাবি, ওই পরিবারগুলি একসময় বিজেপিতে ছিল। আজকে বিজেপিতে যোগদান করল। এটা দেখিয়ে ওরা আসলে নাটক করছে। দেব-হিরণের লড়াই নিয়ে এমনিতেই তপ্ত রয়েছে ঘাটাল। হিরণ সম্প্রতি দেবের একটি অডিয়ো প্রকাশ্যে এনেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতিতে দেবের নাম ওঠে। দেব যদিও বলেছেন, কণ্ঠ এডিট করা হয়েছে। এরই মধ্যে তপ্ত পরিস্থিতিতে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২৪ ঘন্টার মধ্যেই টাকার হদিশ, গ্রেফতার এক অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ মে ঃ দোকানের শাটার ভেঙে ৫১ হাজার টাকা লুট করে দুস্কৃতীরা। ২৪ ঘন্টা যেতে না যেতেই টাকার হদিস খুঁজে বের

করলো নদীয়ার শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসন। পুলিশের জালে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার বাগআচড়ায়। গত ২৪ ঘন্টা আগে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে দোকানের দুই মালিক শ্যামল ঘোষ ও অমল ঘোষ। এরপরে নড়েচড়ে বসে নদীয়ার শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসন। চুরির ঘটনা তল্লাশি শুরু করতেই পুলিশ জানতে পারে শান্তিপুর বেলেডাঙ্গায় ওই দুস্কৃতীদের গোপন আস্তানা। এরপরে নদীয়ার শান্তিপুর থানার পুলিশ গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে এই ঘটনায় জড়িত আর এক অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ধৃতের নাম বক্তিয়ার মন্ডল (৩২)। বাড়ি নদীয়ার চাপরা থানার বহিরগাছি এলাকায়। রবিবার ওই ধৃতকে নদীয়ার রানাঘাট বিচার বিভাগীয় বিশেষ আদালতে পাঠায় শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসন। তবে পুলিশ প্রশাসনের দ্রুত এই ভূমিকায় খুশি ওই দোকানের মালিকেরা, এবং পুলিশকে জানিয়েছে কুর্নিশ।

আবারও রাজ্য পুলিশে রদবদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ ভোটের আবহে আবার রাজ্য পুলিশে রদবদল। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাল নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও সরানো হয়েছে ভূপতিনগর ও পটাশপুরের ওসি এবং কাঁথির মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে। রবিবার রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি লিখে এই রদবদলের নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। বদলির তালিকায় থাকা পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার ছাড়াও রয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এসডিপিও দিবাকর দাস, পটাশপুর থানার ওসি রাজু কুণ্ডু এবং ভূপতিনগর থানার ওসি গোপাল পাঠক।

বিজ্ঞপ্তি

নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমি ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় নিয়োগী,১০৫ গল্ফ ক্লাব রোড কলি- ৩৩ নিবাসী এতদ্বারা জানাইতেছি যে, বীরভূম জেলার বোলপুর মৌজার আর.এস. ৮৬০৮ যাহা এল.আর. ৯০২২ নম্বর দাগের ০৫ শতক আমার স্বত্ত্বীয় দখলী সম্পত্তির খরিদা আসল দলিল খানি যাহা ARA-III কলিকাতার অফিসে ২০১২ সালে ০২৪০৩ নম্বর যুক্ত দলিল হইতেছে তাহা আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং উক্ত ঘটনা আমি বোলপুর থানায় ডায়েরি করিয়াছি। এক্ষণে আমি আমার উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছি। যদি উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তা হইলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সাতদিনের মধ্যে আমাকে তাহা জ্ঞাত করিবেন।

ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় নিয়োগী

হাচ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: U29190WB2022PLC251531

রেজি. অফিস ঃ দিলীপ কুমার ধর ও সুনন্দা ধর ২৮ / ৭, ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৩১

ইমেল আইডি: INFO.CHIRAG2005@GMAIL.COM ফোন নম্বর ঃ ০৩৩-২৪২৩৬০৬৭

ফর্ম নম্বর INC-২৬

[কোম্পানী (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ৩০ বিধি অনুসারে]

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক পরিচালক পূর্বাঞ্চলের আগে কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা ৪ এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (এ) বিষয়ে

-এবং-

হাচ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের বিষয়ে

(**CIN: U29190WB2022PLC251531**) দিলীপ কুমার ধর এবং সুনন্দা ধর-এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ২৮ / ৭, ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৩১

প্রার্থী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে, বিশেষ রেজোলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে। কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত অফিস দ্য স্টেট অফ ''পশ্চিমবঙ্গ'' থেকে ''মহারাষ্ট্র'' রাজ্যে পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য ১৩ মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত অসাধারন সাধারণ সভা।

কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম ফাইল করে বা ডেলিভার করার কারণ বা পাঠাতে পারেন। আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চলের নিজাম প্যালেস, ।। এমএসও বিল্ডিং, ৩ য় তল, ২৩৪ /৪ এজেসি বোস রোড ঠিকানায় তার / তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার আপত্তির নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে , কলকাতা-৭০০০২০ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে একটি অনুলিপি সহ আবেদনকারী কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায়ঃ

দিলীপ কুমার ধর এবং সুনন্দা ধর ২৮ /৭, ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৩১

আবেদনকারীর পক্ষে এবং পক্ষে
হাচ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
স্বা / -চেরাগ কৌসিক
পরিচালক
DIN: 03270157

তারিখঃ ২০.০৫.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ পূর্বাশা হাউজ, ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোনঃ ২২২৯-২৮৬১, ২২৪৯-৫৫২৪, ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-৪০৬২৫২৬৯
ওয়েবসাইটঃ www.purbasharesources.in,
ই-মেলঃ corporate@purbasharesources.in
সিআইএন- এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮০পিএলসি০৩২৯০৮

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড ('কোম্পানী') এর সদস্যদের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')-এর মাধ্যমে ২০ জুন, ২০২৪ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় অনুষ্ঠিত হবে) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে ('ওএভিএম') কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট')-এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, নিয়ন্ত্রক বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক ও সিকিউরিটিজ মন্ত্রনালয়ের দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলি এবং এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, আর্থিক বছর ২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম নোটিশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যারা কোম্পানি ডিপোজিটরি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। উল্লিখিত এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বছর ২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এও পাওয়া যাবে।

সদস্য, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুগ্রহ করে নীচের উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এটি সদস্যদের এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে এবং রেজোলিউশনে অংশগ্রহণ ও ভোট দিতে সক্ষম করবে।

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	যে সদস্যরা প্রকৃত শেয়ার ধারণ করেছেন এবং কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ (কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in পাওয়া যায়) জমা দিয়ে তাদের ই-মেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ ওকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তল, রুম নং. ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭-এ প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র সহ।
ডিমাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন *অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ই-ভোটিং সুবিধা পেতে এবং স্বতন্ত্র ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে এজিএম-এ যোগদানের জন্য ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করা বাধ্যতামূলক।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২০ মে, ২০২৪

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড-এর পক্ষে
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

মেট গালায় কেন কেউ ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নিলেন না

প্রতিবছর আয়োজনে, ব্যাপ্তিতে, আলোচনায় আগের সব সীমানা অতিক্রম করছে 'ফ্যাশনের অলিম্পিক'খ্যাত মেট গালা। এ বছর কেবল ইউটিউবে 'ভোগ' থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত মেট গালার আয়োজন পাঁচ দিনে দেখা হয়েছে ১ কোটি ২০ লাখের বেশি বার। গালিচায় তারকাদের বালুর পোশাক, মশারির গাউন, গলায় গয়নার পরিবর্তে হামিংবার্ড, শরীরে জড়ানো আঙুরলতা, লাখো চুমকিপুঁতি দিয়ে বানানো পোশাক...আলোচনার যেন থামাথামি নেই!

এদিকে গত বছরের ১৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত (১২ মে) 'দাপ্তরিকভাবে' প্রকাশিত মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৩৯ হাজার। আহত হয়েছেন অন্তত ৭৮ হাজার ফিলিস্তিনি। অক্টোবরের পর থেকেই ইসরায়েলের সঙ্গে গাজার দুটি ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উপকূলও ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকায় সমুদ্রপথে এই অঞ্চল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না। গাজার বিমানবন্দর সেই ২০০১ সালেই ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েল। খোলা ছিল শুধু রাফাহ ক্রসিং। এত দিন রাফাহ ক্রসিং ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের গাজা ছেড়ে যাওয়া এবং মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর একমাত্র স্থলপথ। একে এত দিন গাজার 'লাইফলাইন'ও বলা হয়েছিল।

নির্বিচার হত্যাকাণ্ড শুরু হলে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে পালিয়ে প্রায় ১৫ লাখ ফিলিস্তিনি শহরটিতে আশ্রয় নেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি হলো, সেই রাফাহতে চলছে বড় ধরনের ইসরায়েলি হামলা এবং বোমাবর্ষণ। রাফাহর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সবকিছুই করছে ইসরায়েলি বাহিনী। ফলে রাফাহতে আশ্রয় নেওয়া ফিলিস্তিনিরা শহরটি ছেড়ে যেতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, কিন্তু কোথাও যাওয়ার কোনো পথ নেই। শিশুদের নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর গুনছেন তাঁরা।

ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনবিরোধী বিক্ষোভ, আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলন থামাতে চলছে পাল্টা রাষ্ট্রীয় আক্রমণ। প্রতিরোধের মুখে

আন্দোলন থেকে থেকে আরও তেতে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ ফ্যাশনের সবচেয়ে বড় ইভেন্টে দেখা মিলল না সে রকম কোনো প্রতিবাদ বা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতার বার্তা।

তাহলে কি ফ্যাশন রাজনীতি থেকে আলাদা?

এই প্রশ্নের উত্তরে যুক্তরাজ্যের 'ফ্যাশনসৈনিক' ভেনেটিয়া লা মানা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। তিনি জানান, ফ্যাশন সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। ফ্যাশন তো শিল্প। আর শিল্প কীভাবে অরাজনৈতিক, নিরপেক্ষ হয়? ফ্যাশন, পোশাক, বুননসবই রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩৪ বছর বয়সী এই ফ্যাশন সমালোচক এ বছরের মেট গালার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'আমাদের ''প্রিয় তারকারা এমন সব পোশাক পরেছেন যে সেসব পরে তাঁরা নড়াচড়া তো দূরের কথা, শ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছেন না। এদিকে ইসরায়েলি সেনারা গাজার রাফাহ সীমান্তে ঢুকে পড়ে হামলা চালাচ্ছে। ওখানকার ফিলিস্তিনিদের নিরাপদে সরে যাওয়ার কোনো রাস্তাই খোলা নেই। তাঁরাও নড়াচড়া করতে বা শ্বাস নিতে পারছেন না!' এর আগে কোনো মেট গালা বা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাশন উৎসব কখনোই এতটা অরাজনৈতিক, নিরপেক্ষ, ম্যাড়মেড়ে ছিল না। ২০২১ সালে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও মানবাধিকারকর্মী, ৩৪ বছর বয়সী আলেকজান্দ্রিয়া ওক্যাসিওকর্টেজ মেট গালায় একটা সাদা গাউনে দেখা দেন। যার ওপর লাল অক্ষরে লেখা ছিল, 'ট্যাক্স দ্য রিচ'। ২০১৮ সালের মেট গালায় মার্কিন অভিনেত্রী ও প্রযোজক লিনা ওয়েথ একটা রেইনবো কেপে দেখা দেন। ২০২২ সালে ব্রিটিশ অভিনেতা ও র‍্যাপার রিজ আহমেদের পোশাকে উঠে আসে পশ্চিমা বিশ্বের উন্নয়নে, আধুনিকীকরণে অভিবাসীদের ভূমিকা।

মেট গালায় একজন তারকার ওপর তাক করা থাকে কয়েক হাজার ক্যামেরা। লাখো মানুষের চোখ থাকে তাঁদের ওপর। মেট গালার লালগালিচা ফ্যাশনের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম সেরা সুযোগ। কিন্তু এ বছর ইসরায়েলি হামলার এই ভয়ংকর বাস্তবতার সময়ে দাঁড়িয়েও কাউকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। অথচ এর আগে যখন 'মি টু মুভমেন্ট' ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বব্যাপী, ২০১৮ সালে গোল্ডেন গ্লোবের মঞ্চে অনেকেই সেই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন ফ্যাশনের মধ্য দিয়ে। রিজ উইদারস্পুন, এমা স্টোন থেকে শুরু করে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, মরগ্যান ফ্রিম্যান, লরা ডার্ন, অ্যাশলে জুড, লেডি গাগা, সালমা হায়েকসহ অনেকেই লালগালিচায় ফ্যাশনের মধ্য দিয়ে যৌন নির্যাতনের বিপক্ষে পরিষ্কারভাবে তাঁদের অবস্থান জানান দিয়েছেন। অনেকের হাতেই দেখা গেছে 'টাইম'স আপ' ব্রেসলেট ও রিবন। যেটি কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দেয়। ২০২২ সালেও মাইকেল ডগলাস, গ্রেটা লিসহ অনেকেই স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ডের লালগালিচায় হলুদসবুজ পিন পরে এসে ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনের পক্ষে নিজেদের সমর্থন জানান। চলতি বছর অস্কারের লালগালিচায়ও মার্কিন সংগীততারকা বিলি আইলিশ, মিসরীয়-মার্কিন অভিনেতা রামি ইউসুফসহ অনেকেই 'আর্টিস্ট ফর সিজফায়ার' পিনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের প্রতি নিজেদের সমর্থন জানান। অনেক তারকার পোশাকের বোতাম ছিল ফিলিস্তিনের পতাকার রঙে তৈরি। এভাবেও তাঁরা ফ্যাশনের ছোট্ট অনুষঙ্গের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছেন। তবে এবারের মেট গালায় একটা হাতব্যাগের রং, জুতা, কানের দুল, হাতমোজা বা জামার বোতামেও দেখা যায়নি তরমুজের (ফিলিস্তিনের পতাকার রং লাল, সবুজ, সাদা, কালোএ কারণে তরমুজকে প্রতীক হিসেবে ধরা হয়) রং!

এ বছর মেট গালায় ফ্যাশনের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য বা অবস্থান উঠে না আসার পেছনের রাজনীতি কী হতে পারে? এই বীভৎস নীরবতার পেছনে অনেক 'ফ্যাক্টর' কাজ করেছে বলে মনে করেন লা মানা। তিনি বলেন, 'এখানে তো ব্যক্তিগতভাবে কেউ অংশ নেয় না। সবাই অংশ নেয় হয় কোনো ফ্যাশন বা বিউটি ব্র্যান্ডের হয়ে, অথবা আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (যেখানে আন্দোলন চলছে) অন্দোলনে পুলিশি আক্রমণের ফলে একধরনের জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাই অনেকেই বিউটি ব্র্যান্ডগুলোকে সব রকম বিতর্কের বাইরে রাখতে চান। কেননা, তাঁরা ব্র্যান্ডেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। কে নিজেদের আয়ের একটা খাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে? পরের বার আমন্ত্রণ না পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করবে? সেই সৎ সাহস, মেরুদণ্ড কারও নেই। এই অবস্থা নিশ্চিতভাবেই নৈতিকতার সামগ্রিক অধঃপতন। সবাই এখানে নিজে নিরাপদ থেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়।'

১৯৮৮ সাল থেকে 'ভোগ' ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন অ্যানা উইন্টোর। ২০২২ সালে তাঁর জীবনী 'অ্যানা দ্য বায়োগ্রাফি' লিখে সাড়া ফেলে দেন লেখক, সাংবাদিক অ্যামি ওডেল। তিনি বলেন, 'বিশ্বে যা ঘটছে, মেট গালাকে তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা আয়োজন ভাবার কোনো সুযোগ নেই। অথচ সেখানে চারপাশে যা ঘটছে, তার কোনো প্রতিফলন না থাকা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এবারের মেট গালার থিম ছিল ''গার্ডেন অব টাইম। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে সাদা, সবুজ, লাল রং প্রাধান্য পাবে। আর কালো তো চিরকালীন ক্ল্যাসিক, ফ্যাশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় রং। আশা করেছিলাম, এবার হয়তো (ফিলিস্তিনের পক্ষে) সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যাবে। যা ঘটল, এটা খুবই হতাশার। এই মুহূর্তে সাহসহীনতার এর চেয়ে মোক্ষম উদাহরণ আর হয় না। ব্যাখ্যা, যুক্তি, বিবৃতি দিয়ে দায়মুক্তির কোনো সুযোগ নেই।'

বকেয়া বেতনের দাবীতে পথ অবরোধ মেমারিতে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ মেঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা বর্ধমান রোড অবরোধ করে বিক্ষোভের সামিল হলেন কারখানা শ্রমিকরা।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি দুনম্বর ব্লকের যাবুইডাঙ্গা এলাকায় ।অভিযোগ যাবুই ডাঙ্গা অবস্থিত কালনা বর্ধমান রোডের পার্শ্ববর্তী নিউ বিশ্বসেবা এন্টারপ্রাইজ কারখানাতে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা, বিগত মাসের বেতন তারা পাননি, তাই তারা পথ অবরোধের সামিল হয়েছিলেন আজ রবিবার আনুমানিক দুপুর (১২) বারোটা নাগাদ।বিক্ষোভকারী ওই শ্রমিকরা জানিয়েছেন মালিকদের মধ্যে কারখানার অংশ ভাগাভাগি হওয়ার কারণে তারা কারখানা বন্ধ করে দিতে চাইছেন তাই তারা শ্রমিকদের মাইনে দিতে চাইছেন না ।

সেই কারণে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কারখানা শ্রমিকদের। তাই বেতন আদায়ের জন্য তারা কারখানার গেটে তালা দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান । জরুরী পরিষেবা কে ছাড় দিয়ে। পরে ঘটনাস্থলে আসেন মেমারী থানার পুলিশ । পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে । পরবর্তী সময়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক পক্ষের কথা হয় পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি : মানিক সাহা

রায়দিঘি, ১৯ মে : পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের রায়দিঘিতে এই মন্তব্য করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, এই নির্বাচন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, এখানে ক্ষমতার পরিবর্তন জরুরি। এনডিএ-র ৪০০ পার করার লক্ষ্য অবশ্যই অর্জিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে ৪২-এর মধ্যে ৩২-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অপারেশন ঝাড়ু অভিযোগ সম্পর্কে মানিক সাহা বলেছেন, তিনি (স্বাতী মালিওয়াল) তাঁদের রাজ্যসভার সাংসদ, কেন তাকে মারধর করা হল... যদি মামলা করা হয়, তবে পুলিশ সেখানে যাবে... বাস্তবতা হল ইন্ডি জোট ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে।

দিল্লিতে পারদ ঊর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ রাজধানী দিল্লিতে তাপমাত্রার পারদ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। রবিবার দিল্লির নজফগড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে ৪৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ এবং রাজস্থানের অনেক অংশে এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, বিহার, গুজরাট এবং উত্তর মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং পূর্ব উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তাপপ্রবাহ থেকে গুরুতর তাপপ্রবাহের অবস্থা পরিলক্ষিত হয় রবিবার। গরমের দাপট থেকে এখন রেহাই তো মিলবেই না, বরং তাপমাত্রা আরও বাড়বে দিল্লি এবং উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে।

Name Change

I ABHISHEK BAGARIA,SON OF SHRI SHEO SHANKAR BAGARIA, RESIDING AT 2C, BURDWAN ROAD, P.O.-ALIPORE, KOLKATA-700027,WEST BENGAL,DO HEREBY DECLARE THAT MY MINOR SON AASHVAT A BAGARIA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AASHVAT ABHISHEK BAGARIA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024 AND THAT AASHVAT A BAGARIA AND AASHVAT ABHISHEK BAGARIA ARE ONE AND THE SAME IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHARMILA SETHI,WIFE OF BINAY KUMAR SETHI, RESIDING AT 5A,SUMANGAL APARTMENT,4, LEE ROAD,P.S-BHOWANIPORE, KOLKATA-700020, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARMILA DEVI SETHI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024.THAT SHARMILA SETHI AND SHARMILA DEVI SETHI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Sanjeev Patel and Sanjeev K Patel (পুরাতন নাম) পিতা Karshandas-Manjibhai Patel, ঠিকানা- RAAJ ENCLAVE, 483 PARNASREE PALLY,FLAT NO 4/B,P.S.-PARNASREE, KOLKATA-700060, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 17.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanjeeb Patel (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanjeeb Patel (নতুন নাম) এবং Sanjeev Patel and Sanjeev k Patel (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Krish Sanjeev Patel and Krish S Patel (পুরাতন নাম) পিতা Sanjeeb Patel , ঠিকানা- RAAJ ENCLAVE,483 PARNASREE PALLY, FLAT NO 4/B, P.S.-PARNASREE, KOLKATA-700060, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 17.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে KRISH PATEL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। KRISH PATEL (নতুন নাম) এবং Krish Sanjeev Patel and Krish S Patel (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I FATEMA ASHIK MANDAL, WIFE OF ASHIK MONDAL, RESIDING AT GOBINDAPUR PASCHIM,UTTARPARA,PO-GOBINDAPUR, SWARUPNAGAR, NORTH 24 PARGANAS -743273, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATEMA MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024.THAT FATEMA ASHIK MANDAL AND FATEMA MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Yash Chowdhary (old name) S/O Arun Chowdhary, residing at 83, Diamond Harbour Road, P.O.- Khidderpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Yash Chowdhury (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 17/05/2024. Yash Chowdhury (new name) and Yash Chowdhary (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Rafikul (old name) S/O Md Jamaluddin, residing at Vill.- Sondalia, P.O.- Sondalia, P.S.- Shasan, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743423, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Rafiqul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 17/05/2024. Md Rafiqul Islam (new name) and Rafikul (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Protiva Saha (old name) W/O Gopal Saha, residing at Vill.- Bithari, P.O.- Bithari, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pratibha Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 17/05/2024. Pratibha Saha (new name) and Protiva Saha (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Tanmoy Banerjee (পুরাতন নাম) পিতা Khwaja Tahir Hussain, ঠিকানা- 59C, G.J. Khan Road, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, কলকাতায় Ld. 1st Class মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 30.09.2020 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ahsanoor Rahman (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ahsanoor Rahman (নতুন নাম) এবং Tanmoy Banerjee (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি KRISHNAPADA MONDAL, পিতার নাম বাসুদেব মন্ডল , ঠিকানা গ্রাম-পোস্ট আমুদিয়া, থানা -স্বরূপনগর , জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৭৩ West Bengal, India বসিরহাট কোর্ট এর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট তারিখ - ০৪-০৫-২০২৪ এর এফিডেভিট (নম্বর - ১০৫২২-২৪) দ্বারা আমার নাম এখন থেকে KRISHNAPADA MANDAL নামে পরিচিত হলাম। KRISHNAPADA MONDAL ও KRISHNAPADA MANDAL একই ব্যক্তি।

৫০০ ফুলের মৎস্যকন্যা গাউনে ডেমি

২০১৬ সালে প্রথম মেট গালায় দেখা দেন মার্কিন পপ তারকা ডেমি লোভাটো। প্রতিবছর আয়োজিত এই উৎসবে টানা আট বছর ডেমির অনুপস্থিতির কারণ রাগ, অভিমান, নাকি অন্য কিছু? সেটি খোলাসা না হলেও এ বছর সবাইকে যেন খানিক চমকে দিয়েই মেটের গালিচায় ধরা দিয়েছেন ৩১ বছর বয়সী এই গায়িকা। তবে শুধু ধরা দিয়েছেন বললে ভুল হবে, তাঁর সাজপোশাকের জন্য জোরদার প্রস্তুতিও নিয়েছেন। এ বছরের ড্রেসকোড 'গার্ডেন অব টাইম'-এর কথা মাথায় রেখে পরেছেন পুরোদস্তুর মানানসই পোশাক। এক সাক্ষাৎকারে ডেমি বলেন, 'একটি বাগানের কথা ভাবলে আমার মাথায় আসে বিবর্তন, পুনর্জন্ম আর প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা। আমার ক্যারিয়ারও অনেকটা সে রকম। অনেক সময় পেরিয়েছে। আর আমি অনুভব করি, আমি আমার প্রথম মেটের পর থেকে অনেক বড় হয়েছি। তাই সত্যিই এই বছর মেট গালায় যোগ দেওয়ার জন্য উন্মুখ ছিলাম।'ডেমি লোভাটোর পোশাকটা তৈরি করেছে নেপালি-মার্কিন ফ্যাশন ডিজাইনার প্রবাল গুরুং। ডেমি জানান, বছরের শুরুতে তিনি প্রবালের সঙ্গে দেখা করেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার হোয়াটসঅ্যাপে পুরোনো বন্ধুর মতোই চ্যাটিং হয়েছে। ডেমি বলেন, 'আমার গাউনের ওপর ফুল। ফুল তো নরম একটা অনুভূতি দেয়। অথচ সেটা তৈরি মেটালে। মেটাল তো শক্ত পদার্থ।

আমার ব্যক্তিত্ব আর গান যে রকম নরম আর শক্ত, ভঙ্গুর আর টেকসই, এই সবকিছুর একটা সহাবস্থানপোশাকটিও তেমন।' ডেমির সঙ্গে সাদা-সবুজগালিচায় ফ্যাশন ডিজাইনার প্রবালও সঙ্গ দিয়েছেন। মেটের আবহের সঙ্গে মিলিয়ে ডেমির সাদা রঙের চোখধাঁধানো মারমেইড (মৎস্যকন্যা) গাউন পোশাকের বর্ণনা না দিলেই নয়। এই কাস্টম কোটুর গাউনজুড়ে ছিল ছোট-বড় ৫০০টি রুপালি ফুল, যার সব কটিই হাতে কেটেছেন এই নকশাকার। ডেমি বলেন, 'প্রবাল এবং আমি মিলে ঠিক করেছিলাম, পোশাকের মাধ্যমে শক্তির সঙ্গে প্রকাশিত হবে নমনীয়তাও।' সেই পরিকল্পনা থেকেই ডেমির জন্য শক্ত এবং নরম দুই ধরনের কাপড়ের মিশ্রণে প্রবাল তৈরি করেছেন এই টেকসই পোশাক। তা ছাড়া পোশাকের মাধ্যমে গায়িকা হিসবে ডেমির আত্মবিশ্বাস এবং স্থিতিস্থাপকতার প্রকাশও জরুরি মনে করেছিলেন প্রবাল। এ ব্যাপারে তাঁকে অবশ্য সফল বলা যায়।স্নিগ্ধ নরম সিল্ক কাপড়জুড়ে শক্ত সিকোয়েন্স ও ক্রিস্টালের কারুকাজ যেমন জানান দেয় ডেমির শক্তিশালী গায়িকা সত্তার, তেমনি তাতে বসানো নরম ফুলগুলো ডেমির মেয়েলি সত্তার নমনীয়তার বহিঃপ্রকাশ। সজ্জার বেশির ভাগটা পোশাকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতেই যেন সাজে আহামরি আর কিছু যুক্ত করেননি ডেমি। ন্যুড-মেকআপ আর পিঠজুড়ে ছেড়ে রাখা লম্বা কালো চুল, গাউনের সঙ্গে মিলিয়ে গলায় ও কানে ঝকঝকে সাদা হিরের গয়না সম্পূর্ণ করেছে ডেমির লুক।

আজ ভোট, হাওড়াতেও প্রস্তুতি তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মেঃ আজ সোমবার পঞ্চম দফার নির্বাচনে হাওড়া, উলুবেড়িয়া ও শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রেও ভোটগ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। সোমবার ভোট গ্রহণের জন্য রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ডিসিআরসি সেন্টারগুলিতে জোর তৎপরতার ছবি দেখা যায়। বিভিন্ন সেন্টার থেকে ভোটের সামগ্রী দেওয়ার কাজ চলে। রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন বিধানসভার ডিসিআরসি সেন্টারে ভোট গ্রহণের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা আসতে শুরু করেন। এর পাশাপাশি পুলিশ কর্মীরাও আসতে শুরু করেন। পরে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ভোট কর্মী ভোটগ্রহণের সামগ্রী সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট যানবাহনে করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রশাসন সূত্রের খবর, সোমবার ভোটগ্রহণের জন্য সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি মোতায়েন থাকছে রাজ্য পুলিশও। উল্লেখ্য, হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে এবার মোট ভোটার ১৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৮৪। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লক্ষ ১০ হাজার ৫৩৫ এবং মহিলা ভোটার ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১০ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ৩৯ জন। অপরদিকে, উলুবেড়িয়ায় মোট ভোটার ১৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৩৮ জন। এর মধ্যে ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৬৯ জন পুরুষ এবং ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ১২ জন মহিলা। এখানে মোট ৫৭ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। হাওড়া সদরে বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারের সংখ্যা ৪ হাজার ৮০২ জন এবং উলুবেড়িয়ায় ১১ হাজার ৯৯৯ জন। এবারের নির্বাচনে ১০০ বছর বা তার বেশি বছরের ভোটার সংখ্যা হাওড়া সদরে ৮৪ জন এবং উলুবেড়িয়ায় ৯৫ জন। ১৮-১৯ বছরের ভোটার সংখ্যা হাওড়া সদরে ২৮ হাজার ৫৯৬ জন এবং উলুবেড়িয়ায় ৪২ হাজার ৯২০ জন। এবারের নির্বাচনে হাওড়া সদরের মোট পোলিং স্টেশন ১ হাজার ৮৯৫টি। এর মধ্যে শহরে পোলিং স্টেশনের সংখ্যা ১ হাজার ২২৩টি এবং গ্রামীণে ৬৭২টি এবং উলুবেড়িয়ায় ১ হাজার ৬৫৮টি। হাওড়ায় মোট ৭৯০টি লোকেশনে পোলিং স্টেশন করা হয়েছে। এর মধ্যে শহরে ৪৪৯টি এবং গ্রামীণে ৩৪১টি লোকেশনে পোলিং স্টেশন করা হয়েছে। অপরদিকে, উলুবেড়িয়ায় মোট ১ হাজার ৩০৮টি পোলিং স্টেশন লোকেশনের মধ্যে ১১১টি শহরে এবং গ্রামীণে ১ হাজার ১৯৭টি জায়গায় পোলিং স্টেশন হয়েছে। মহিলা পরিচালিত পোলিং স্টেশনের সংখ্যা হাওড়ায় ৩২২টি এবং উলুবেড়িয়ায় ২২৭টি। হাওড়া এবং উলুবেড়িয়ার সব পোলিং স্টেশনে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাওড়ায় স্পর্শকাতর পোলিং স্টেশন ৩৫৫টি এবং উলুবেড়িয়ায় ৪৯৮টি। হাওড়া শহরে মোট ৮১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ৪ হাজার ৪৯২ রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অপরদিকে, উলুবেড়িয়ায় ১১১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ৪ হাজার ৮৯৪ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এবার সি-ভিজিলে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে মোট ৮৭২টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ৮৪৭টি অভিযোগ সমাধান করা হয়েছে। উলুবেড়িয়ায় জমা পড়া ১ হাজার ২৭১টি অভিযোগের মধ্যে সমাধান করা হয়েছে ১ হাজার ২১৬টি।

তেলিয়ামুড়ার কপালি টিলায় ফের বুনো হাতির আক্রমণ, বন দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ

তেলিয়ামুড়া, ১৯ মে : খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকাতে বুনো হাতির আক্রমণ নতুন কোন ঘটনা নয়। তবে আশ্চর্যের হলেও সত্যি যখনই কোন না কোন প্রকারের ঘটনা সংঘটিত হয় তখন বিভিন্ন প্রকারের আধিকারিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী এমনকি প্রশাসনিক ব্যাক্তিরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে থাকেন। তবে আদতে এই প্রকারের আশ্বাসগুলি যে কতটা অন্তসারশূন্য তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুর বিধানসভার অন্তর্গত কপালি টিলা এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বুনো হাতির আক্রমণে কপালি টিলা এলাকার অমল চৌধুরীর

গবাদিপশুর মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার সাধারণ মানুষদের অভিমত হচ্ছে তারা কিভাবে বাঁচবেন যেভাবে প্রতিনিয়ত হাতির আক্রমণে তাদের কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে। মাঝে মধ্যে প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটছে। গবাদি পশুর উপরও আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে। তারা আদতে কিভাবে বাঁচবেন প্রশ্ন এলাকা জুড়ে। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, এলাকাবাসীরা বুনো হাতির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। সমস্যার মধ্যে তাদের জীবন-জীবিকা। এলাকাবাসীরা আরও জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময় নানান ভাবে বুনো হাতির আক্রমণের ঘটনাগুলি এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার গোচরে নিয়ে যাওয়া হলেও মন্ত্রী কপালি টিলা এলাকার লোকজনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করেননি। এটা ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে যখন এই এলাকাতেই হাতির আক্রমণে প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটেছিল তখন মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন খুব দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি বন দপ্তর প্রতিনিয়ত দাবি করে যে বিভিন্ন প্রকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু আদতে সাধারণ মানুষ বুনো হাতির যন্ত্রণায় দিশেহারা।

নরসিংগড় বাজর কমিটি গঠন নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনায় উত্তেজনা, থানায় পাল্টা মামলা

আগরতলা, ১৯ মেঃ রাজধানী আগরতলা শহরের কাছে ঊষা বাজারের ভারত রত্ন সংঘের সম্পাদক হত্যাকান্ডের পর এখন বাজারের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত নরসিংগড় বাজার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুই বার মারপিটের ঘটনা দুই পক্ষের মধ্যে। মামলা করা হয়েছে ৪ জনের বিরোদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায়। উষা বাজারের ঘটনার এখনো রেশ কাটেনি তারই মধ্যে বাজারের কমিটি গঠন করাকে কেন্দ্র করে আবারো উত্তপ্ত নরসিংগড় এলাকা। কয়েক ঘন্টার মধ্যে একাধিকবার মারপিটের ঘটনা। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। পরবর্তী সময় থানায় মামলা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত নরসিংগড় বাজারের পুরাতন কমিটিকে না জানিয়ে নতুন কমিটি গঠন করে ফেলে কতিপয় ব্যবসায়ীরা স্থানীয় দেবজ্যোতি দেব উরফে মান্না নামে এক ব্যাক্তির তৎপরতায় গত ১০ই মে।

শনিবার নতুন কমিটি নরসিংগড় বাজারে একটি সভার আয়োজন করলে পুরনো কমিটি অর্থাৎ ব্যাবসায়ীদের ভোটে গঠিত কমিটি এই সভা করতে বাধা প্রদান করলে দুই কমিটির মধ্যেই বিবাদ শুরু। নতুন কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন কমিটির সদস্যরা পুরনো কমিটির সদস্যদের মারধর করেছে। প্রতিবাদে থানার দ্বারস্থ হয় পুরনো কমিটির সভাপতি এবং দেবজ্যোতি দেব উরফে মান্না সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায় মামলা করেন এই ঘটনায় আক্রান্ত নড়সিংগড় বাজারের পুরনো কমিটির সভাপতি।

এদিকে পুরনো কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা বলেন স্থানীয়

দেবজ্যোতি দেব ওরফে মান্না নামে এক ব্যাক্তির নেতৃত্বেই পঞ্চায়েতের মধ্যে বসে এই নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তবে এই ঘটনায় রাজনৈতিক কোন বিষয় রয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি অভিযোগকারীদের পক্ষে। বলা বাহুল্য এই নতুন কমিটি ও পুরনো কমিটির বিবাদ সম্পর্কে কোনভাবেই অবগত নন বাজারের ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় জনগণের দাবি উষা বাজার ভারতরত্ন সংঘের নতুন কমিটি পুরাতন কমিটির সম্পর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এই ধরনের কোন অপ্রিতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আগে উক্ত বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এই বিষয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গ তেলি সমাজের সভা অনুষ্ঠান, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ মে ঃ উত্তরবঙ্গ তেলি সমাজের তরফ থেকে

বিশেষ অনুষ্ঠান ও সভার আয়োজন করা হয়। এদিন দুপুরে চম্পাসারি একটি লজে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সমাজের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ শম্ভুনাথ প্রসাদ, কার্যকরী অধ্যক্ষ কানাইয়া প্রসাদ, উপাধ্যক্ষ কালেশ্বর প্রসাদ, সচিব বিশাখা কুমার, কোষাধ্যক্ষ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সহ কোষাধ্যক্ষ রবি গুপ্তা, এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুন্না গুপ্তা এমআইসি। সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্র - ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, হিন্দি বিদ্যালয়গুলির যে সকল ছাত্ররা দশম এবং বারো ক্লাসের পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা আশি শতাংশ নম্বর পেয়েছেন তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এদিন।

শ্বশুরবাড়িতে পুজো দেখতে এসে জামাইয়ের মৃত্যু মেমারিতে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ মে ঃ মেমারিতে পুজো দেখতে এসে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের মেমারি গন্তারের চন্ডি মায়ের পুজো দেখতে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলো স্নেহাংশু দাস। হুগলি জেলার বৈদ্যবাটী নিবাসী স্নেহাংশু দাস শনিবার রাতে গন্তার চন্ডিতলা থেকে মেলা দেখে ফেরার সময় পার্শবর্তী রাস্তার ধারে একটি মাটি দেওয়াল তার উপর ভেঙে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মাটির দেওয়ালে অর্ধেক ইটের গাঁথানি থাকায় ভেঙে পরার সময় বিকট আওয়াজে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে দেখে দেওয়াল চাপা পরে আছে জামাই। স্থানীয়রা সংকটজনক অবস্থায় তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে আসে রাত প্রায় ১১-৩০ নাগাদ। মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা যায় মৃত স্নেহাংশু দাসের বয়স আনুমানিক ৫১ বছর। বাড়ি হুগলি জেলার বৈদ্যবাটীতে। তিনি একটি বেসরকারি ল্যাবের কর্মী ছিলেন তার স্ত্রী অঙ্গনারি স্কুলের কর্মী। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

খাদিকুলে উদ্ধার বোমা, নিষ্ক্রিয় করল বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ মে ঃ রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুলে গেল বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। চারজনের দল পৌঁছায় খাদিকুলে। তারা সেখানে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করেন বোমা। খাদিকুলে গতকাল একটি বাগান থেকে ১৩ টি বোমা ও প্রায় ৮ কেজি বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযোগ এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমা তৈরির কাজ চলতো। গ্রামবাসীরা গতকাল দুপুরে খবর পেয়ে পুলিশকে খবর দিয়েছিল এবং ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে তাজা বোমা ও বোমা তৈরির মশলা। রবিবারও গ্রামে উত্তেজনা রয়েছে। এগরা থানার পুলিশ বোম স্কোয়াড় নিয়ে এসে এলাকায় তল্লাশি চালায়। যে বাগানে পাওয়া গিয়েছিল বোমা ও মশলা সেই বাগানটি ঘিরে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত বছর ঠিক এই মাসে খাদিকুল বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। বাজি কারখানার মালিক ভানু বাগ সহ এগারো জনের মৃত্যু ঘটেছিল। গোটা রাজ্যে আলোড়ন পড়েছিল এই খবর। মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন খাদিকুলে।

শেষ রবিবাসরীয় প্রচার সারলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ মে ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের শেষ রবিবাসরীয় প্রচার সারলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্য। তমলুক লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ২৫ মে, নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারের জোড় বেড়াচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। শেষ রবিবাসরীয় ভোট প্রচারে তমলুক টাউনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্য। প্রচারের কোথাও রজনীগন্ধার মালা পড়িয়ে দিচ্ছেন কোথাও আবার ফুলের বুকে দিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষজনেরা। তীব্র দাবদাহের কারণে প্রচারের মাঝেই গ্লুকোজ জল খেয়ে শরীরের তৃষ্ণা নিবারণ করছেন প্রার্থী। ফলে সবকিছু মিলিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শেষ রবিবার টিকে জোরকদমে প্রচারের কাজে লাগাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্য।

ব্লু লাইনে স্মার্ট কার্ডের চাহিদা বাড়ছে

কলকাতা, ১৯ মে ঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্মার্ট কার্ড চালু করেছে যাতে প্রতিবার মেট্রোতে ভ্রমণ করার সময় তাদের টোকেন কেনার প্রয়োজন না হয়। প্রতি দিন এই স্মার্ট কার্ডটি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলস্বরূপ, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ২৬,৯৭৯টি স্মার্ট কার্ড বিক্রি হয়েছিল। এপ্রিল, ২০২৩-এ ২০,০৯১ টি স্মার্ট কার্ড ব্লু লাইনে বিক্রি হয়েছিল। এটি ৩৪ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীন লাইন ২ এবং অরেঞ্জ লাইনের মতো নতুন করিডোর খোলা যা ব্লু লাইনের সাথেও সংযুক্ত রয়েছে এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কারণ এই স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে এসপ্ল্যানেড এবং কবি সুভাষে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী বিনিময় করছেন। উল্লেখ্য যে স্মার্ট কার্ড মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

যাত্রী সুবিধার্থে রেলের নয়া উদ্যোগ

গোরখপুর, ১৯ মেঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন রেল যাত্রীদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় যাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রেনের বগিতে জল কম থাকলে 'কোচ ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর কাম অ্যালার্ট সিস্টেম ইন ট্রেন' উদ্ভাবন করেছে ইজ্জতনগর সিবি'র গঞ্জ ডিপোতে করা হয়েছে। ট্রেনের বগিগুলিতে জলের অভাবের অভিযোগের সমাধান করতে ইজ্জতনগর বিভাগের ট্রেন সেট ডিপো, সি.বি. গঞ্জ কর্তৃক একটি কোচ ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর কাম অ্যালার্ট সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কোচে স্থাপিত ওয়াটার ট্যাঙ্কের নিচে একটি ওয়াটার লেভেল সেন্সর এবং আরডুইনো ইউনো মাইক্রোকন্ট্রোলার ভিত্তিক কন্ট্রোল সিস্টেম, জিএসএম এবং জিপিএস মডিউল ব্যবহার করে কোচের ভেতরে অ্যালার্ট ইউনিট বসানো হয়েছে। চলন্ত ট্রেনে যদি ট্যাঙ্কে জল পূর্ণ থাকে, তাহলে এই ইউনিটে ট্যাঙ্ক ভর্তি হওয়ার বার্তা 'সবুজ' এলইডি দ্বারা দেখানো হবে। সঙ্গে প্রদর্শিত হয় যখন জলের স্তর ৫০ শতাংশে পৌঁছাবে, তখন ডিসপ্লেতে 'হলুদ' এলইডি ফ্ল্যাশ করবে। একটি বার্তা প্রদর্শিত হয় এবং প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে একটি এসএমএস পাঠানো হয় এলার্টও পাওয়া যায়, সেই জায়গার জিপিএস। স্থানাঙ্কগুলিও পাওয়া যায়, যা ক্লিক করলে সেই স্থানের অবস্থানটিও দেখা যাবে গুগল ম্যাপে। কোচের জলের স্তর ২০ শতাংশে পৌঁছালে 'লাল' এলইডি জ্বলে। ফ্ল্যাশিং সহ ডিসপ্লেতে এসএমএস সতর্কতা এবং একটি বার্তা পাওয়া যায় এবং কোচে জল ফুরিয়ে গেলে বুজারের সাথে ক্রমাগত 'লাল' এলইডি ফ্ল্যাশ হয় এবং ডিসপ্লেতে জল ফুরিয়ে যাওয়ার বার্তা এবং জিপিএস কো-অর্ডিনেট সহ মোবাইলে এসএমএস করুন সতর্কতা পাবেন। এই বুজারটি বন্ধ করতে একটি রিসেট বোতামও দেওয়া হয়েছে। এই কোচটি ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর কাম অ্যালার্ট সিস্টেম ট্রেন সেট ডিপো সিবি গঞ্জ দ্বারা ইন-হাউজ তৈরি করা হয়েছে।

তৃণমূলের বালি মাফিয়ারা অজয়, কুনুরের বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছেঃ নরেন্দ্র মোদী

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৯ মে ঃ 'সেচের জলের টান পড়ছে কৃষিজমিতে। অজয় কুনুর নদী বুকে অবৈধভাবে বালি তুলে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বালি মাফিয়ারা। নদীর ওপর এই বেপরওয়া অত্যাচারের দরুন বন্যা হয়। আর বন্যায় ত্রান বিলি নিয়ে ঘোটালা হয়। সাধারণ মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর তৃণমূলের তোলবাজদের মজা হয়। রবিবার বিষ্ণুপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে নিশানা করে বালিমাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরব হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অজয়, দামোদর, কুনুর এখন বালি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। অজয় নদের ওপর পান্ডবেশ্বর, লাউদোহা, কাঁকসা এলাকায় বালি মাফিয়াদের রমরমিয়ে চলছে বালি পাচার। আবার দামোদর নদের ওপর বাঁকুড়ার সোনামুখী ও বড়জোড়া দুই থানার ওপর অবাধে চলছে অবৈধ বালি উত্তোলন। এমনকি বাদ পড়ে কাঁকসার ওপর দিয়ে যাওয়া কুনুর নদী। এসব নদীর গর্ভে ছাঁকনি মেশিন বসিয়ে চলছে বালি উত্তোলনের কাজ। তারপর ওই বালি লরি, ডাম্পারে ভর্তি হয়ে পাচার হচ্ছে। আর তার জেরে বিপন্ন হচ্ছে নদী তীরবর্তি জনজীবন। বেপরওয়া অবৈধ বালি বোঝাই গাড়ি যাতায়াতে ভেঙে পড়ছে গ্রামের রাস্তা। অতিষ্ট সাধারন পথচলতি মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়া। গ্রামবাসীরা দফায় দফায় অভিযোগ ও আন্দোলন করেও সুরাহা জোটেনি। উল্টে আস্টে পিস্টে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আর পাম্প বসিয়ে বালি তোলার ফলে নদীতে অচিরে খাদ তৈরী হয়। আর এই খাদ তৈরী হওয়ায় আশপাশের কৃষিজমি এলাকায় ভুগর্ভস্ত জলের টান পড়ছে। বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। ফলে কৃষিকাজের সাবমার্শিবাল ও সেলো পাম্পে জল উঠছে না। তেমনই নদীর ভাঙনে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়, আশপাশের জনবসতি এলাকায়। অজয়- দামেদর নদের দুই প্রান্তে পানাগড়- দুর্গাপুর সংলগ্ন মানাচর বিস্তীর্ণ চাষজমি রয়েছে। দামোদর নদের ওপর বড়জোড়া ব্লকের ঘুটগড়িয়া পঞ্চায়েতের সিতারামপুর, বড়জোড়া পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপল্লী, বরিশাল পাড়া, পল্লীশ্রী কলোনী, পখন্না পঞ্চায়েতের বড় মানা, পশ্চিম পাড়া, ঢাকা পাড়া, ভৈরবপুর, ভৈরবপুর মানা, সোনামুখী ব্লকের রাঙামাটি পঞ্চায়েতের ডিহিপাড়া উত্তর মানাচর, লালবাবা মানাচর। প্রায় ১২ হাজার ভোটার সংখ্যা। সবই পুর্ব বঙ্গ থেকে আগত বাসিন্দা। প্রায় ৫০- ৬০ বছর ধরে নদীর বুকে বসবাস করছে। নদী তিরবর্তী গ্রামবাসীদের কৃষির ওপর নির্ভরশীল জীবিকা। নদীর চরকে উর্বর করে চাষাবাদ করে তুলেছে। আলু, পটল, পেয়াজ, নানান শাক সব্জি ছাড়াও বাদাম চাষ হয়। প্রায় ১০০০ একর কৃষি জমি রয়েছে। সম্প্রতি প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতে বাদাম চাষ হয়েছে। আবার অজয়, কুনুর নদীর ওপর কাঁকসা, বাসুদেবপুর, শিবপুর, অজয়পল্লী, কাজলাডিহি, বসুধা, আউশগ্রামের ছোড়া, রামনগর বিস্তির্ন চাষজমি রয়েছে। চাষীদের অভিযোগ, নদীতে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের ফলে চাষজমি এলাকায় জলস্তর হু হু করে নেমে গেছে। ফলে চাষে সেচের জলের চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কৃষিকাজে ভয়াবহ সেচের জলসঙ্কট তৈরী হয়েছে। গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে বার বার প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ ও সৌমিত্র খাঁ। সৌমিত্র খাঁ কয়েকদিন আগে বড়জোড়া থানার আইসিকে নিশানা করে বলেন, বালির টাকা তোলার জন্য বড়জোড়া থানার আইসি ২ কোটি টাকার রফা করেছে। তার জন্য গ্রামবাসীদের হুমকি দেয়, রাস্তা খারাপ হলে হতে পারে। মানাচরের বাসিন্দাদের চাকর মনে করেন তিনি। পুলিশের মদতে গ্রামের রাস্তায় ৪৭-৫০ টন বালি বোঝাই লরি যাতায়াত করছে। আবার দিলীপ ঘোষ কাঁকসার বিদবিহারের এক জনসভা থেকে বলেন, ' বালি মাফিয়াদের জন্য বিপন্ন পরিবেশ। সাধারন মানুষের কষ্ট হচ্ছে। আমরা সাধারন মানুষের সঙ্গে আছি। সাধারন মানুষকে কষ্ট দিয়ে, ভয় দেখিয়ে রাজনীতি হবে না। এদিকে দামোদরে বালি কারবারিদের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট চিপ জাস্টিস টিএস শিবগাননাম ও জাস্টিস হিরন্ময় ভট্টাচার্য মামলায় মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।। এমনকি ওইসব ঘাট এলাকায় যাবতীয় যন্ত্রপাতি, মেশিন ও পরিবহন গাড়ি বাজেয়াপ্ত করতে বলা হয়েছে। তারপরও দিনের বদলে রাতের অন্ধকারে অবাধে চলছে বালি পাচার। আর বালিপাচারের বিরুদ্ধে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বিষ্ণুপুরের দলীয় জনসভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করে কড়া তোপ দাগেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এখানে অনেক বড় বড় নদ, নদী রয়েছে। অথচ চাষীরা পর্যাপ্ত সেচের জল পায় না। তৃণমূলের বালি মাফিয়াদের বেপরওয়া মনোভাবে সেচের জলের টান পড়ছে কৃষিজমিতে। অজয় কুনুর নদী বুকে অবৈধভাবে বালি তুলে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বালি মাফিয়ারা। নদীর ওপর এই অত্যাচারের দরুন বন্যা হয়। আর বন্যায় ত্রান বিলি নিয়ে ঘোটালা হয়। সাধারন মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর তৃণমূলের তোলবাজদের মজা হয়।

ট্রেনের সামনে ঝাঁপ, আত্মঘাতী যুবক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ মে ঃ মানসিক অবসাদে ট্রেনের ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। বছর ২৯-এর ঐ যুবকের নাম লছমন তুড়ি। পেশায় একজন গাড়ি চালক ছিলেন তিনি। রবিবার হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন শাখার রসুলপুর ও পালসিট স্টেশনের মাঝে ৪১ নম্বর রেলগেটের কাছে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, গত বেশ কয়েকদিন ধরে লছমন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই মত চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু কি কারনে মন খারাপ ছিল তা কখনও বাড়িতে জানান নি। মৃত লছমনের বাড়ি মগরা থানার ফতেপুর এলাকায়। বেশ কয়েক বছর ধরে সে মেমারীতে মায়ের কোল এলাকায় শ্বশুরবাড়ি তে থেকে স্থানীয় একটি গাড়ি চালক হিসেবে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মত রবিবার সকালেও কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর পালসিট ও রসুলপুরের মাঝে রেললাইন থেকে তার ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার করে বর্ধমান জিআরপি। বর্ধমান জি আর পি সূত্রে খবর, মৃতদেহের পাশে রেললাইন থেকে উদ্ধার হওয়া আধার কর্ড থেকে তার পরিচয় জানা যায়। এরপর খবর দেওয়া হয় তার পরিবারের সদস্যদের। সোমবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

প্রচার মাধ্যমের কোপে ক্রুশবিদ্ধ ছোট - বড় বৃক্ষ মৃত্যু মুখে, প্রশাসন নির্বিকার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মে ঃ বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে পরিবেশবিদদের মাথাব্যথা থাকলেও মাথাব্যথা নেই জনসাধারণ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলির নেতা - নেত্রী, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পূজা কমিটি, সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলির। 'একটি গাছ একটি প্রাণ' এক সময়ে এই শ্লোগানটি ছিল বৃক্ষের প্রতি যত্নবান হওয়ার একমাত্র শিরোনাম শ্লোগান। তারপর এল একটি শিশু বৃক্ষ একটি শিশুর সমান । একটি শিশুকে যেমন যত্ন করে লালন -পালন করা হয, তেমনি একটি শিশু বৃক্ষকে আদর যত্ন করে বড় করতে হয়। এই সহজ কথাটা সাধারণ মানুষ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলির নেতা -নেত্রী,কর্মী - সমর্থক থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এর মালিক, ক্লাব -প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পূজা কমিটির কর্তা ব্যক্তিরা বুঝতেই চায় না। এমনকি সরকারি উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ উৎসব ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করা হয়। সরকারি নিয়মে বন দফতরের কঠোর ভাবে নির্দেশ আছে 'ছোট - বড় কোনো গাছ কাটা যাবে না। ছোট - বড় কোনো গাছে পেরেক সেঁটে তাকে কোনো প্রচার মাধ্যমের হাতিয়ার করা যাবে না ' । অথচ বাস্তব চিত্রটা অন্যরকম। সরকারি নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে যত্রতত্র গাছ কাটা যেমন হচ্ছে তেমনি কোনো নিয়ম না মেনেই সড়ক পথেই ধারে, গ্রামগঞ্জের মূল সড়ক পথের ধারে, পাড়ায় পাড়ায় ভিতরের রাস্তার ধারে ছোট - বড় গাছের গায়ে বিভিন্ন সাইন বোর্ড, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা বড় বড় পেরেকে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে। এই কাজ গুলি যেমন বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, পূজা কমিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন, সরকারি বিদ্যালয়, বেসরকারি বিদ্যালয়, ব্যবসায়িক বিদ্যালয় করছে এর পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি রাস্তার ধারের গাছ কাটছে , তাদের দলীয় প্রচারের জন্য দলীয় পতাকা, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ফ্লেক্স ছোট - বড় গাছ গুলিতে বড় বড় পেরেক সাঁটিয়ে টাঙিয়ে দিচ্ছে। এখন চলছে ভারতবর্ষ ব্যাপী নির্বাচনী উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষ্যে শাসকদল থেকে বিরোধী দলগুলির প্রচার মাধ্যমের কোপে পড়েছে ছোট -বড় সমস্ত বৃক্ষ। শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলের সড়ক পথ থেকে গ্রামীণ রাস্তা , পাড়ার অলি গলিতে থাকা ছোট - বড় বৃক্ষ গুলির দিকে তাকালে একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ছোট - বড় বৃক্ষ গুলি ক্রুশবিদ্ধ। এক একটি গাছে আগে দেখা যাচ্ছিল ৩ থেকে ৪ টি ব্যবসাযিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রতিষ্ঠান, পূজা কমিটি পেরেক সাঁটা সাইন বোর্ড, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স ছিল। এখন এর পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলির ৮ থেকে ১০ টি ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স, দলীয় পতাকা বড় বড় পেরেক সেঁটে টাঙানো হয়েছে । এমন দৃশ্য বড়ো বেদনাদায়ক। সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে সেই নির্দেশ রক্ষা করা ও আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যাদের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমা শাসক, জেলা শাসক, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, মহকুমা পুলিশ সুপার, জেলা পুলিশ সুপার, বন দফতরের আধিকারিক কারো কোনো উদ্যোগ নেই। এমনকি শাসক দল থেকে বিরোধী দল গুলি ও সরকারি নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখাচ্ছে। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত গাছ গুলিতে যথেচ্ছ ভাবে পেরেক সেঁটে সাইন বোর্ড, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স, দলীয় পতাকা টাঙানো হয়েছে সেই সমস্ত গাছ গুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমস্ত বৃক্ষপ্রেমী সংগঠন গুলিকে একত্রিত হয়ে জনসাধারণকে এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করে সরকার ও প্রশাসনিক দফতর যাতে কঠোর হয় সেই জন্য লাগাতার বৃহত্তর আন্দোলন করতে হবে জানালেন পরিবেশ প্রেমী ও পরিবেশ সচেতক কর্মী শুভ্র দীপ ঘোষ, গ্রীণ চেন মুভমেন্ট এর প্রদীপ রঞ্জন রীত, সায়ন দে, শিক্ষক রাজদূত সামন্ত, শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত সোনামুই সাবালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র।

তালাক দিয়ে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্ণা, শোরগোল মানিকচকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মে ঃ বিয়ের দাবিতে তিন দিন ধরে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় তরুণী। ঘটনায় শোরগোল মানিকচকে। মানিকচকের এক যুবকের সঙ্গে এক যুবতীর ফোন মারফত প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলছে এই প্রেম। শুধু ফোন নয়, তারা একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছে। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনকি একে অপরের সঙ্গে বারবার সহবাসে লিপ্ত হই বলে দাবি তরুণীর। বছর খানেক আগে বাড়ির কথামতো তরুণীর অন্যত্র বিয়ে হয়। প্রথম পক্ষের স্বামীর সঙ্গে সংসার বেশ ভালোই চলছিল। হঠাৎ করে আবার প্রেম জাগে প্রেমিকার মনে। তরুণী স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে। প্রথম বিয়ের পর গর্ববতীও হয়েছিল তরুণী। কিন্তু প্রেমিক গর্ভপাত ঘটাই বলে অভিযোগ। ফোন করে প্রেমিকাকে ডেকেছিল নিজের বাড়ি। প্রেমিকা বাড়ি আসতেই উধাও অভিযুক্ত তরুণ। অভিযুক্ত যুবকের বাড়ির বাইরেই তিন দিন ধরে বসে রয়েছেন প্রেমিকা। প্রেমিকার একটাই দাবি, তার সংসার নষ্ট হয়েছে। তিনি বিয়ে করতে চান যুবককে।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ মে ঃ বাড়ি থেকে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষনের ঘটনায় চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত যাবুই এলাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৮ মে রাতে এক নাবালিকাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরিবারের পক্ষ থেকে মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে মেমারি থানার পুলিশ অতি দ্রুততার সাথে অভিযুক্ত ওই যুবক রাজু ধারাকে গ্রেপ্তার করে মেমারি থানায় নিয়ে আসে। রবিবার মেমারি থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় পস্কো আইনে মামলা রুজু করে ধৃত রাজু ধারাকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে। জাবুই হরগৌরি তলার বাসিন্দা রাজু ধারা এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে নির্যাতিতার পরিবার সূত্রে জানা যায়। এবারে ঘটনার কথা জানাজানি হতেই স্থানীয়রা মেমারি থানায় বিষয়টি জানায়।

ছেলেধরা সন্দেহে আটক চার মহিলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মে ঃ রবিবার দুপুরে পুরাতন মালদার নিত্যানন্দপুরে ছেলে ধরা সন্দেহে চার মহিলাকে আটক করল পুলিশ। অচেনা মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল থেকে ওই মহিলারা মেয়ের বিয়ের সাহায্যের কথা বলে গ্রামে ভিক্ষা করছিল। তবে, মহিলাদের এক এক জনের মুখে ভিন্ন ভিন্ন জায়গার বাসিন্দা বলে পরিচয় দেওয়ায় সন্দেহ হয় মানুষজনের। তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সঠিক নাম পরিচয় জেনে এবং কি উদ্দেশ্যে তারা গ্রামে গিয়েছিল এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তদন্তের উদ্দেশ্যে তাদের আটক করে তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি ঃ মানিক সাহা

রায়দিঘি, ১৯ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের রায়দিঘিতে এই মন্তব্য করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, এই নির্বাচন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, এখানে ক্ষমতার পরিবর্তন জরুরি। এনডিএ-র ৪০০ পার করার লক্ষ্য অবশ্যই অর্জিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে ৪২-এর মধ্যে ৩২-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

ডুবলো কেরল, ৩ জেলায় জারি সতর্কতা

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ মে ঃ একরাতের প্রবল বৃষ্টিতে জলের তলায় কেরলের বেশ কয়েকটি এলাকা। জানা গেছে, শনিবার রাতে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়, তাতেই তিরুবনন্তপুরমের বিভিন্ন এলাকায় হাঁটু জল জমে। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, দোকান বাজার সমস্ত কিছু জলের তলায় গিয়েছে। বিপন্ন হয় নিত্যজীবন। কেরলবাসীর ভোগান্তি এখনই শেষ নয়। আবহাওয়া দফতরের তরফে কেরলের তিন জেলায় ১৯ এবং ২০ মে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবি এবং সোমবার পাথানামথিট্টা, ইদুক্কি এবং কোট্টাযামে লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। ফলে নতুন করে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় কেরলবাসী।

কেজরিওয়ালের নির্দেশেই হেনস্থা মালিওয়ালকে ঃ মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ স্বাতী মালিওয়াল হেনস্থা কাণ্ডে এবার সরাসরি কেজরিওয়ালের দিকে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি। রবিবার মনোজ বলেন, তিনি (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) বিভব কুমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার পরিবর্তে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, এটি থেকে স্পষ্ট যে গোটা ঘটনাটি ঘটেছে কেজরিওয়ালের নির্দেশে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সহকারী বিভব কুমারের বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টির সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালকে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগে রাজধানীর রাজনৈতিক পারদ বেড়েছে। কেজরিওয়ালের সহকারী বিভব কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে সাংসদ জানিয়েছেন, কেজরিওয়ালের বাসভবনে বিভব তাঁকে শারীরিক ভাবে হেনস্থা করেছেন। দিল্লির এইমসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় স্বাতীর। এরপর স্বাতী মালিওয়ালের বাসভবনে পৌঁছায় দিল্লি পুলিশের তদন্তকারী দল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিভব কুমারের বাড়িতেও যায় পুলিশ। কিন্তু প্রথমে বিভবের বাসভবনে ঢোকার অনুমতি পেয়েছিল না দিল্লি পুলিশ। পরে গ্রেফতার হন বিভব। আদালত তাঁকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

দেশমাতৃকার বীর সন্তান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু

ডাঃ শামসুল হক, ১৯ মে ঃ স্কুলের গণ্ডি তখনও পর্যন্ত পার হয়নি তাঁর। কিন্তু পরাধীন দেশকে কিভাবে দেখানো যায় স্বাধীনতার স্বপ্ন , সেই চিন্তাতেই সদা বিভোর হয়ে থাকত তাঁর মন প্রাণ । আর তারই ফলস্বরূপ কখনই ভালো ছাত্রও হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। অবশ্য সে জন্য তাঁর মনের মধ্যে কখনও জন্ম নেয়নি কোন ক্ষোভেরও । দেশমাতৃকার

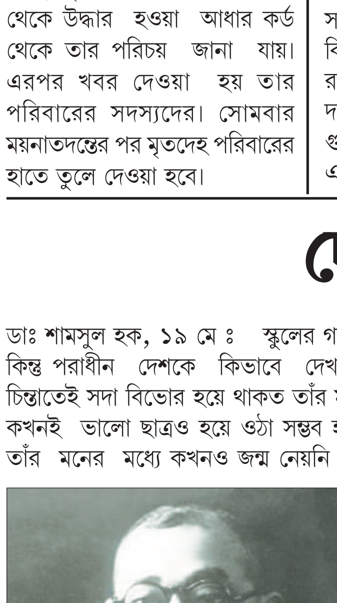

সেবায় নিজেকে তিনি যে উজাড় করে দিতে পেরেছিলেন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল তাঁর। তিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই বিপ্লবের বীজ আপনা আপনিভাবেই কে যেন বপন করে দিয়েছিল তাঁরই উর্বর মস্তিষ্কে। আর একসময় সেটাই অঙ্কুরিত হয়ে এবং তারপর ধীরে ধীরে বর্ধিত আকার নিয়েই হাজির হয়েছিল যুদ্ধেরই ময়দানে। আর সেই নেশাতে মসগুল হয়েই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন নিজের ভবিষ্যতের কথা এবং অতি অবশ্যই নিজের পরিবারের কথাও। যে সময়টা স্কুল বা কলেজ অঙ্গনে বই খাতা এবং বন্ধুবান্ধব সহযোগে তাঁর সময় কাটাবার কথা, ঠিক তখনই তাঁর মনের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছিল দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নেরই নেশা । তাইতো সেইসময় লেখাপড়ায় কিছুতেই মন বসত না তাঁর। সবকিছুই ছেড়েছুড়েই তিনি তখন ছুটে যেতেন বিপ্লবীদের আখড়ায়। তখন তাঁর সেই আগমনকে কেউ হয়তো তেমন আমলই দিতেন না। কিন্তু সেইসময় কি কেউ একবারের জন্যও ভেবেছিলেন যে , এই ছেলেটাই একদিন হয়ে উঠবে দেশেরই সেরা এক স্বাধীনতা সংগ্রামী ? অতি অজান্তেই তাঁর স্বাধীনচেতা মনটাও তখন ছুটে চলেছিল সীমান্তেরই দিকে । যদিও সেইসময় চলছিল তাঁদের প্রচণ্ড আর্থিক অনটন । বাস্তবিক তাঁর পারিবারিক অবস্থা মোটেও স্বচ্ছল ছিল না । তাই তখন তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল দারিদ্রের বিরুদ্ধেও । কিন্তু তাই বলে নিজ কর্তব্যে এতটুকুও অবহেলা করেননি তিনি। ছোট্ট একটা গ্রামের সতেজ এবং তরতাজা এই ছেলেটা যে একদিন দেশের এতবড় একটা সম্পদ হয়ে উঠতে পারে তা ভাবতেও পারেননি গ্রামের কোন মানুষই । কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সব স্থানেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দুটিও হয়ে উঠেছিল ভীষণ তীক্ষ্ম। আর সেই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিই দুরন্ত বেগে ছুটে চলত ইংরেজ শিবিরের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতেই। তখন প্রচণ্ড উত্তেজনায় ছটফট করত তাঁর উত্তপ্ত হৃদয়। থাকতেন সুযোগেরই অপেক্ষায়। তখন ভয় নামক অনুভূতিটাই যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল তাঁর মন থেকে। সেই মুহূর্তে নিজেকে সংহার করেই যেন তিনি রচনা করতে চাইছিলেন নিজের জীবনেরই উপসংহার। অতএব কঠিন সংকল্প নিয়েই তিনি নেমেছিলেন রণক্ষেত্রে। ১৮৮৫ সালের ২৫ মে জন্ম তাঁর বর্ধমান জেলার ছোট্ট একটা গ্রাম সুবলদহে । সেখানেই কেটেছে তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলো। কিন্তু যে বয়সটা ছিল তাঁর কাটার কথা নানান বিনোদনেরই মধ্যে, সেই বয়সেই মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল দেরাদুনে । সেটা ১৯১০ সালের কথা। সেইসময় সেখানে ছোট্ট একটা চাকরি জুটলেও তাতে তেমন একটা মন বসাতে পারেননি তিনি। টাকাপয়সার প্রয়োজন সেই মুহূর্তে তাঁর থাকলেও পরাধীন ভারতবর্ষের কথা ভেবেই তিনি ভুলে যান নিজস্ব প্রয়োজনের বিষয়টাও । অতএব সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে লাগলেন তিনি। দেশ মাতৃকার জন্য এবার তাঁকে কিছু একটা করতেই হবে। একটা সময় তিনি তা পেয়েও গেলেন । সেটা ১৯১২ সালের কথা। ভারতের রাজধানী তখন কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল দিল্লিতে। সেই সময়ের অত্যাচারী ইংরেজ শাসক লর্ড হাডিঞ্জের দপ্তরও তখন চলে আসে দিল্লিতে। রাসবিহারী বসু চাইছিলেনও সেটাই । কারণ তখন তাঁর প্রথম টার্গেটই ছিল হাডিঞ্জ। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে , যেকোনভাবেই হোক ওই লোকটাকে তিনি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেনই দেবেন। কলকাতায় সেই সুযোগ তিনি সেইভাবে নিতে পারেননি। ছিল অনেক চাপ। তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি বেছে নিয়েছিলেন দিল্লিকেই। সুযোগ পেয়েও গিয়েছিলেন একটা সময় । রাজধানী উদ্বোধনের দিনই উৎসবের মেজাজ নিয়েছিল সমগ্র দিল্লিই। হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে সেদিন হাডিঞ্জ পরিভ্রমণ করেছিলেন গোটা শহরের অলিগলি। আর সেখানেই প্রস্তুত ছিলেন তিনি এবং তাঁর সহকারী সৈনিক বসন্তকুমার বিশ্বাস। সুযোগ বুঝে তাঁরই নির্দেশে বসন্তকুমার তাজা একটা বোমা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন হাডিঞ্জের উপর। কিন্তু অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো এবং ভয় ও ভীতি মাখানো পরিবেশের জন্যই অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সেটি। ফলে প্রাণে বেঁচে যান হাডিঞ্জ। ধরা পড়ে যান বসন্তকুমারও । আর রাসবিহারী বসুও পড়ে যান ভয়ানক সমস্যায়। কারণ অনেকেই তখন তাঁকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাই কালবিলম্ব না করে দিল্লি ছেড়েছিলেন তিনি। চলে গিয়েছিলেন দেরাদুনে। সেখান থেকে আবার কলকাতায়। সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন যতীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। দক্ষিণেশ্বরের কাছে পঞ্চবটিতলায় একটা নিরাপদ স্থানে ঘাঁটি গেড়েছিলেন তাঁরা। কেটে গিয়েছিল বেশ কয়েকটা দিনও । আর সেই সময়ই শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ফলে তাঁদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অস্ত্রেরও । তাই রাসবিহারী এবং যতীন্দ্রমোহনরা নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন । জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানীর কিছু সুযোগও তখন হঠাৎ হঠাৎই এসে হাজির হয় তাঁদের সামনে। উড়িশা উপকূলে তখন পৌঁছেও গিয়েছিল সেই হাতিয়ার। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রের কারণেই বরবাদ হয়ে যায় সব প্রস্তুতি। ইংরেজরা আগে থেকেই জেনে গিয়েছিল সব কথা। তাই বুড়িবালামের তীরে তৈরি হয়েই ছিল ইংরেজ বাহিনী। শুরু হল যুদ্ধ। আর তাতেই শহীদ হলেন যতীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, ওরফে আমাদের অতি প্রিয় বাঘা যতীন। যতীন্দ্রবাবুকে হারিয়ে রাসবিহারী বসু সত্যি সত্যিই ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। কিন্ত তখন তাঁর চুপচাপ বসে থাকার সময় নয়। কারণ সেইসময় নতুন নতুন নানান বিপদেরই মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে । ইংরেজরা তখন তাঁকে ভালভাবেই চিহ্নিত করে নিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই কলকাতা ছেড়েছিলেন তিনি। সোজা চলে যান জাপানে । যোগাযোগ করেন নেতাজির সঙ্গে। গঠন করেন নতুন সেনাবাহিনী জাতীয় মুক্তি বাহিনী। সেই বাহিনীই পরবর্তী সময়ে পরিচিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে। সেই বাহিনীর উপর ভরসা রেখেই দেশ উদ্ধারের জন্য রাসবিহারী বসু নতুনভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন । এগিয়েও যান অনেকখানি পথ। কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ে অর্থের। তাই সমগ্র পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে টাকা- পয়সা সংগ্রহ করতে থাকেন তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা। তারপর সবকিছুই চলতে থাকে একেবারে নিয়ম মাফিকই । অতিরিক্ত পরিশ্রমে কিন্তু ভীষণভাবেই ক্লান্তও হয়ে ওঠেন রাসবিহারীবাবু। তবুও থামেনি তাঁর রথের চাকা । কিন্তু তা হলে কি হবে নানান কারণে তখন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব মনটাও। একসময় অসুস্থও হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। এই বৎসর তাঁর একশত চল্লিশতম জন্মবার্ষিকী । তাই প্রতিবছরের মত এই বসরও ২৫ মে তাঁর জন্ম দিনটার কথা মনে রেখেই আমরা যেন তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সম্মানও।

দ্রাবিড়ের পরে কে হবে ভারতীয় দলের হেড কোচ?

গম্ভীর থেকে জয়াবর্ধনে, উঠছে ৫ নাম

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২ জুন থেকে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে এবারের এই টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের জন্য টিম ইন্ডিয়ার খেলোয়াড়দের নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে

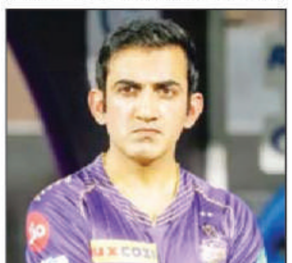

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। তবে এখন প্রশ্ন হল রাহুল দ্রাবিড়ের পর কাকে ভারতীয় দলের কোচ করা হবে? এ জন্য অনেক দাবিদারের নাম সামনে আসছে। এই প্রতিযোগীদের মধ্যে ভারত সহ বিশ্বের ক্রিকেটের বড় নাম রয়েছে। চলুন সেই নাম গুলো দেখে নেওয়া যাক-

● **গৌতম গম্ভীর।** মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, এই দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন গৌতম গম্ভীর। রাহুল দ্রাবিড়ের পর টিম ইন্ডিয়ার কোচ হতে পারেন গৌতম গম্ভীর। বর্তমানে গৌতম গম্ভীর কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর। এর আগে

গৌতম গম্ভীর লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর ছিলেন। অনেকেই মনে করেন গৌতম গম্ভীর আগামীতে ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য লড়াই করবেন।

● **জাস্টিন ল্যাঙ্গার।** বর্তমানে, জাস্টিন ল্যাঙ্গার আইপিএলে কেএল রাহুলের নেতৃত্বাধীন লখনউ সুপার জায়ান্টসের পরামর্শদাতা এবং কোচ ছিলেন। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। জাস্টিন ল্যাঙ্গারের কোচিংয়ে অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২১ জিতেছে। একই সঙ্গে, এখন ভারতীয় দলের নতুন প্রধান কোচের দৌড়ে জাস্টিন ল্যাঙ্গারের নাম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসছে।

● **ভিভিএস লক্ষ্মণ।** এই

নামগুলি ছাড়াও প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণকে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে শক্তিশালী প্রতিযোগী বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে ভিভিএস লক্ষ্মণ ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে পরিচালকের ভূমিকা পালন করছেন। এছাড়াও, নিয়ম অনুযায়ী রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচের নাম চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ থাকবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ।

● **স্টিফেন ফ্লেমিং।** নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিংএর নাম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসছে। বর্তমানে আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান কোচ স্টিফেন

ফ্লেমিং। তিনি গত ১৫ বছর ধরে চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের সাফল্যে স্টিফেন ফ্লেমিং-এর বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে, স্টিফেন ফ্লেমিং টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচের পদের জন্য আবেদন করেন কি না তা দেখতে হবে। তবে এই খেলোয়াড়ের নাম শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

● **মাহেলা জয়াবর্ধনে।** তবে রাহুল দ্রাবিড়ের পরে ২০ বছর পর বিদেশি কোচ পেতে পারে ভারতীয় দল। কিন্তু বিদেশি কোচদের মধ্যে এই দায়িত্ব কে নেবেন সেটাই বড় প্রশ্ন। যদি বিকল্পগুলি দেখা যায় তাতে মাহেলা জয়াবর্ধনের নাম উঠে

আসছে। মনে করা হচ্ছে ভারতী বোর্ড শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় মাহেলা জয়াবর্ধনেকে কোচিংয়ের দায়িত্ব দিতে পারে। জানিয়ে রাখি, দ্রাবিড় কোচ হওয়ার আগেও মাহেলা জয়াবর্ধনের নাম আলোচনায় ছিল। কিন্তু সে সময় তিনি এই দায়িত্ব নিতে পারেননি।

মনে হয় না, ধোনিকে শেষ বার আইপিএলে খেলতে দেখলাম, বললেন উথাপ্পা

চেন্নাই, ১৯ মেঃ আইপিএলে নিজেদের লিগের শেষ ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে চেন্নাই সুপার কিংস প্লে-অফেই উঠতে পারেনি। তারা লিগ পর্ব থেকেই ছিটকে গিয়েছে। তার মাঝেই মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসর নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা এবং প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন আত্মবিশ্বাসী যে, এমএস ধোনি পরের মরশুমেও আইপিএলে খেলবেন। ধোনির হাঁটুর চোট নিয়েই খেলেছেন। তবে পুরো মরশুম জুড়েই তিনি চিত্তাকর্ষক ছন্দে ছিলেন। চোট কিছুটা সমস্যা তৈরি করলেও, ২০২৪ আইপিএলে ধোনির পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। তিনি ১১ ইনিংসে ৫৩.৬৬ গড়ে এবং ২২০.৫৪-এর বিস্ময়কর স্ট্রাইক রেটে ১৬১ রান করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও তাঁর প্রচেষ্টা সিএসকে-কে প্লে-অফে তুলতে পারেনি। কারণ তারা লিগের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আরসিবি-র কাছে হেরে আইপিএল থেকে ছিটকে যায়। জিয়ো সিনেমায় কথা বলতে গিয়ে, রবিন উথাপ্পা তার বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেছেন, ধোনি পরের মরশুমে আরও শক্তিশালী হবে। উথাপ্পার দাবি, ''আমি মনে করি না, আমরা শেষ বার এমএস-কে দেখলাম। ও এমন ব্যক্তি নয় যে, এই বিষয়গুলোকে হালকা ভাবে নেবে। বরং ও নিশ্চিত ভাবে পরের বার পূর্ণ শক্তিতে ফিরে আসবে।'' ধোনির চোট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উথাপ্পা ব্যাখ্যা করেছেন যে, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার কাফ মাসেলের চোট নিয়ে সমস্যায় আছে, যা প্রথম দিকে বেশি গুরুতর ছিল। উথাপ্পার দাবি, ''এই চোট ওকে নিজেকে সামলাতে হয়েছিল, এবং প্রায়শই ও যেমন করে। সিএসকে-র প্রয়োজনে নিজের অবদান রাখার একটি উপায় খুঁজে বের করেছিল ও।'' ধোনি সিএসকের শেষ ম্যাচে লড়াই করেছিলেন। ১৩ বলে ২৫ রানও করেছিলেন। তবে শেষরক্ষা করতে পারেননি। ২০তম ওভারের প্রথম বলে ছক্কা হাঁকালেও, পরের বলেই আউট হয়ে সাজঘরে ফিরে যান এবং ধোনি ফিরতে নিভে যায় সিএসকে-র প্লে-অফে ওঠার শেষ আশার দীপও। ধোনির অবসর নিয়ে উথাপ্পার সুরে সুর মিলিয়েছেন শেন ওয়াটসনও। তিনি আশা করছেন, ধোনি অন্তত আরও এক বা দুই বছর আইপিএলে খেলবেন। তাঁর দাবি, ''ও আবার সুন্দর ব্যাটিং করছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ও এখনও সিএসকে-র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ও অবিশ্বাস্য ভাবে ভালো খেলেছে। অন্তত এক বা দুই বছর যদি ও চালিয়ে যেতে পারে, সেই আসা করব। শরীর যদি সঙ্গ দেয় তো।''

ভোর ৩টে-তেও কোহলি ম্যানিয়ায় মেতে বেঙ্গালুরু

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এমন এক রাতের সাক্ষী হতে হবে, অনেক আরসিবি ভক্ত ভাবেননি। ১৮ মে, দিনটা আরসিবি অনুরাগীদের কাছে বিশেষ। তাঁদের সমস্ত প্রার্থনা কাজে লেগেছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে চিন্নাস্বামীতে মহেন্দ্র সিং ধোনির সিএসকেকে হারিয়েছে

আরসিবি। তার পর থেকেই বেঙ্গালুরুর ভক্তরা সেলিব্রেশনে মেতেছে। আইপিএলের ওই ম্যাচ শেষে শনিরাতের ১.৩০ থেকে শুরু করে ভোর ৩টে-তেও বেঙ্গালুরুর ভক্তরা এক আলাদাই মেজাজে ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। আইপিএলের ইতিহাসে এই নিয়ে তৃতীয় বার সিএসকে প্লে অফে উঠল না। শনি-রাতের আইপিএল ম্যাচের পর চেন্নাই সুপার কিংসের অনুরাগীদের মন ভারাক্রান্ত ছিল। আর তার ঠিক উল্টোটা ছিল আরসিবি ভক্তদের মনে। এত ফুর্তি, এত খুশিতে আরসিবির অনুরাগীদের মরসুমের শুরুর দিকে দেখা যায়নি। আরসিবি ১৭তম আইপিএলে টানা হাফ ডজন ম্যাচ জিতে প্লে অফের টিকিট পেয়েছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ ১৯ তারিখ প্রায় ভোর তিনটে নাগাদ একটি ২.৪০ মিনিটের ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। যেখানে দেখা যায় আরসিবির টিম বাস স্টেডিয়াম থেকে টিম হোটেলে যাওয়া অবধি রাস্তার চারিদিকে বেঙ্গালুরুর অনুরাগীরা। সকলের চোখে মুখে ফুটে উঠছিল খুশি। এ ছাড়াও নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিয়ো। যেখানে দেখা গিয়েছে, ভোর তিনটে নাগাদ আরসিবির অনুরাগীরা 'কোহলি কোহলি' স্লোগান দিচ্ছেন। যা আরও একবার প্রমাণ করে দিল যে, বিরাটের এবং আরসিবির ভক্তরা টিমটাকে কতটা ভালোবাসে। শনি-রাতে বিরাটরা চেন্নাইকে হারাতেই বেঙ্গালুরুর পথ-ঘাটে যেন নেমে এসেছিলেন সেখানকার সকল আরসিবি ভক্তরা। বিরাটরা জেতার পর আতসবাজিও দেখা যায় বেঙ্গালুরুর আকাশে।

ধোনির ছক্কায় জিতেছে আরসিবি! ডিকে ফাঁস করলেন এ কোন রহস্য?

বেঙ্গালুরু, ১৯ মেঃ আরসিবিকে ছক্কা হাঁকিয়ে জিতিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তাঁর ১১০ মিটারের একটা ছক্কায় প্লে অফের টিকিট পেয়ে গেল বেঙ্গালুরু। এ সব শুনে অনেকের তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে। বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। আসলে শনিবার রাতে একখানা পেল্লাই ছয় মেরেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তার পরের বলেই অবশ্য ধোনি আউট হয়ে যান। চেন্নাই সুপার কিংসকে ২৭ রানে হারানোর পর আরসিবির ড্রেসিংরুমে ডিকে বলেন, 'ধোনির ওই ছয়টাই'। কোন রহস্য ফাঁস করলেন দীনেশ কার্তিক? সিএসকের বিরুদ্ধে শনিবার শেষ ওভারে বল করেন যশ দয়াল। ম্যাচের শেষে আরসিবির ড্রেসিংরুমে দীনেশ কার্তিক বলেন, ''ধোনির ওই ছয়টা মাঠের বাইরে গিয়ে পড়ার ঘটনাটাই সবথেকে ভালো বিষয় হয়েছে। আমরা যার ফলে একটি নতুন বল পেয়েছিলাম। আর ওই বল আমাদের বোলিংয়ের পক্ষে অনেক ভালো ছিল। যশ দারুণ বোলিং করেছে।'' এরপরই ডিকে মজা করে বলেন, ''বল ভিজে থাকলে এ বার থেকে লেগ স্টাম্পে একটা ফুল টস বল দিয়ে দেবে।'' একটা নতুন বল যে ঠিক কতটা তফাৎ গড়ে দিতে পারে, তা নিয়ে আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি আরসিবির ড্রেসিংরুমে ডিকে বলেন, ''টুর্নামেন্টে আমদের যাত্রার জন্য সত্যিই গর্বিত হওয়া উচিত। মানুষ সব সময় নির্দিষ্ট যাত্রার কথা মনে রাখবে। যেভাবে আমরা ৮ ম্যাচ পরে ফিরে এসেছি, ৬ ম্যাচ জিতেছি, মানুষ তাই এই দলকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে রাখবে।'' গত ৫ আইপিএল সংস্করণ দেখলে নজরে পড়বে ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ এই তিন বার টুর্নামেন্টের প্লে অফে উঠেছিল আরসিবি। কিন্তু সেখান থেকে ফাইনালে আর উঠতে পারেনি আরসিবি। এ বার কী হবে? তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন আরসিবির অনুরাগীরা।

বারণ করা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ভিডিয়ো পোস্ট, স্টার স্পোর্টসকে তুলোধোনা রোহিতের

মুম্বই, ১৯ মেঃ বারণ করা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়ো ও অডিয়ো সম্প্রচার করা হয়েছিল। সেজন্য স্টার স্পোর্টসকে তুলোধোনা করলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। একেবারে কড়া ভাষায় তিনি প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন যে ক্রিকেটারদের কি কোনও ব্যক্তিগত পরিসর নেই? ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়োও পোস্ট করা হবে কেন? আর তাছাড়া তিনি তো অডিয়োটা বন্ধ করে রাখতে বলেছিলেন। তারপরও ভিউ পাওয়ার জন্য সেটাই সম্প্রচার করে দেওয়া হল কেন, তা নিয়ে চূড়ান্ত উষ্মাপ্রকাশ করেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। তিনি ঠিক কতটা বিরক্ত হয়েছেন এবং রেগে গিয়েছেন, তা রোহিতের প্রতিটি শব্দে বোঝা যাচ্ছিল। যদিও বিষয়টি নিয়ে আপাতত স্টার স্পোর্টসের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। রবিবার চূড়ান্ত বিরক্তির সঙ্গে রোহিত বলেন, ''ক্রিকেটারদের জীবনে এখন এতটাই অহেতুক অনুপ্রবেশ ঘটছে যে প্রতিটি পদক্ষেপ এবং ব্যক্তিগত স্তরে আমাদের বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনার প্রতিটি মুহূর্তকে রেকর্ড করছে ক্যামেরা। সেটা ট্রেনিংয়ের সময় হোক বা ম্যাচের দিনে হোক। স্টার স্পোর্টসকে আমার কথোপকথনের ভিডিয়োটা রেকর্ড করতে বারণ করা সত্ত্বেও ওরা ঠিক সেটাই করেছে এবং সেটাকে সম্প্রচার করে দিল।'' সেখানেই থামেননি ভারতীয় অধিনায়ক তথা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত। তিনি বলেন, ''পুরোপুরি ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন করা হল। শুধুমাত্র এক্সক্লুসিভ কনটেন্ট পেতে এবং ভিউ ও এনগেজমেন্টের জন্য যা চলছে, তাতে সমর্থক, ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটের মধ্যে ভরসাটাই ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। শুভবুদ্ধির উদয় হোক।'' সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়া একটি ভিডিয়োর প্রেক্ষিতেই উষ্মাপ্রকাশ করেছেন রোহিত। এবারের আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শেষ ম্যাচের আগে রোহিতরা যখন ওয়াংখেড়েতে

এসেছিলেন, তখন মাঠের ধারে দাঁড়ানো ধবল কুলকার্নিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁদের সেই কথোপকথনের দৃশ্য আইপিএলের সরকারি সম্প্রচারকারী স্টার স্পোর্টসের ক্যামেরা তুলে ধরা হতে পারে। আর সেটা দেখতে পেয়েই হাতজোড় করে রোহিত অনুরোধ করে বলেছিলেন, ''ভাই, অডিয়ো বন্ধ কর। একটা অডিয়ো আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'' যদিও সেই দৃশ্য সম্প্রচার করা হয়। আর রোহিত যে 'অডিয়ো বন্ধ' করার বলেছেন, সেটাও স্পষ্ট শোনা যায়। যে ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। রোহিত এমনভাবে সেই কথাগুলো বলেছিলেন যে নেটিজেনরা হাসতে শুরু করেন। কিন্তু সেই ভিডিয়োটা যে রোহিতের কাছে একেবারেই মজাদার ছিল না, তা রবিবার বোঝা গিয়েছে। 'ঠান্ডা মাথার' রোহিত যে কতটা বিরক্ত হয়েছেন, তা একেবারে খোলাখুলি বুঝিয়ে দেন। যিনি সচরাচর জনসমক্ষে একেবারেই এতটা বিরক্তিপ্রকাশ করেছেন। শেষ কবে এরকম রুদ্রমূর্তির রোহিতকে দেখা গিয়েছে, তা মনে রাখতে পারছেন না আদ্যোপান্ত 'হিটম্যান' ভক্তরাও।

পুরো টুর্নামেন্টে ১টাও গেম হারেননি থাইল্যান্ড ওপেন জিতলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ

ব্যাংকক, ১৯ মেঃ আগামী জুলাই মাস থেকে শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক গেমসের আসর। এই গেমসে ভারতের হয়ে পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার ব্যাডমিন্টনে পুরুষ ডাবলস বিভাগের জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি। বর্তমানে তাঁরা যে ফর্মে রয়েছেন, তা বেশ ভরসা জোগাবে ভারতীয় সমর্থকদের। এই ফর্ম ধরে রেখেই তাঁরা জিতে নিয়েছেন থাইল্যান্ড ওপেনের খেতাব। থাইল্যান্ড ওপেন সুপার ৫০০ প্রতিযোগিতায় তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। একেবারে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিয়েছে বিপক্ষকে। চিনের জুটিকে যে আধিপত্য নিয়ে হারিয়েছেন তারা তা রীতিমতো কুর্নিশযোগ্য।

চিনের চেন বো ইয়াঙ্গ এবং লিউ ইকে তারা স্ট্রেট গেমে হারিয়ে এদিন খেতাব জয় নিশ্চিত করেছে। ম্যাচের ফল ভারতীয় জুটির পক্ষে ২১-১৫,২১-১৫। বিশ্ব ক্রমতালিকায় এই মুহূর্তে ২৯ নম্বরে রয়েছে এই চিনের জুটি। এটি বিডব্লুএফ ট্যুরে ভারতীয় জুটির নবম খেতাব। এশিয়া গেমস চ্যাম্পিয়নশিপের পরে এটি এই জুটির দ্বিতীয় খেতাব। মার্চে তাঁরা জিতেছিলেন প্যারিস ওপেন ৭৫০ সিরিজ। এছাড়াও তাঁরা ইন্ডিয়ান ওপেন ৭৫০ সিরিজ এবং মালয়েশিয়া সুপার ১০০০ সিরিজে রানার্স আপ হয়েছিল এই ভারতীয় জুটি। অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁরা দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে গিয়েছিল। থাইল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে এই জুটি পৌঁছান একটি গেমে ও না হেরে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই খেতাব জেতার জন্য তাঁরা ফেভারিট ছিলেন। অন্যদিকে লিউ এবং চেন জুটি এর আগে কোনওদিন কোনও ফাইনালে হারেনি। ফলে লড়াই যে কঠিন হবে, তা জানাই ছিল। ম্যাচে বড় বড় র‍্যালিতে জোর দেয় ভারতীয় জুটি। আর তাতেই আসে সাফল্য। প্রথম গেমে একটা সময় ১০-৭ ফলে এগিয়ে গিয়েছিল চিনা প্রতিপক্ষ। এরপর ১৪-১১ ফলে লিড নেয় ভারতীয় জুটি। তারপরে আর তাদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। শেষপর্যন্ত ওই এক ২১-১৫ ফলেই জিতে যায় তারা। দ্বিতীয় গেমটি ও একদম একই ব্যবধানে জিতে খেতাব জয় নিশ্চিত করে ভারতীয় জুটি। দ্বিতীয় গেমে ভারতীয় জুটি একটা সময়ে ৮-৩ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে একটা সময়ে লড়াই করে ১৫-১৪ করে চিনা জুটি। তবে শেষরক্ষা করতে পারেনি তারা।

পুলিশকে ধাক্কা মেরে গ্রেফতার, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছাড়া পেয়ে মাঠে

লুইসভিলে, ১৯ মেঃ গল্ফের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল গত শুক্রবার। পিজিএ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে নামার আগেই গ্রেফতার হন বিশ্বের এক নম্বর গল্ফ খেলোয়াড় স্কটি শেফলার। কিছু ক্ষণ আটকে রাখার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোর্সে ফিরে ভাল খেলেন। কিন্তু মাঝের কয়েক ঘণ্টায় যা ঘটেছে তা নাটকের থেকে কম নয়। শুক্রবার দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলার আগে সকালে ভালহাল্লার মাঠে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন শেফলার। কিন্তু যে রাস্তায় প্রতিযোগিতার গাড়ি ঢোকার কথা সেখানে অন্য একটি গাড়ি ঢুকে পড়েছিল। ফলে যানজট তৈরি হয়। তার মাঝে গাড়ি চালাতে গিয়ে এক পুলিশ আধিকারিককে ধাক্কা দেন শেফলার। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশকে নিগ্রহ, অনিয়ন্ত্রিত ড্রাইভিং এবং ট্র্যাফিক সিগন্যাল না মানার অভিযোগ আনা হয়। সেই ঘটনায় জন মিল্‌স নামে এক পথচারীও মারা যান। পরে শেফলারকে গ্রেফতার করে লুইভিল থানা। গল্ফের পোশাক পরা শেফলারকে দেখা যায় জেলের পোশাক পরে। সেই ছবিও প্রকাশ করা হয়। পরে শেফলারকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। তিনি কোর্সে ফিরে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, পুলিশের নিষেধ তিনি শোনেননি এবং জোর করে এক পুলিশকে ধাক্কা মেরেছেন। পরে শেফলার বলেন, ''এখনও আমার মাথা ঘুরছে। কী হয়েছে বুঝতেই পারছি না। গল্ফ খেলতে গিয়ে যে এ রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে ভাবিনি। ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনও অপরাধ করতে চাইনি।''

২০০ প্লাস রান তাড়া করেও পাঞ্জাবকে হারিয়ে জয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের

হায়দরাবাদ, ১৯ মেঃ লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে পঞ্জাব কিংসকে হারাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জীতেশ। সানরাইজার্সকে ২১৫ রানের টার্গেট দেয় পঞ্জাব কিংস। বল হাতে আরও দুর্দান্ত শুরু। টুর্নামেন্টে ব্যাটিং তাণ্ডব ঘটানো ট্রাভিস হেডকে গোল্ডেন ডাকে ফেরান অর্শদীপ সিং। দুজনই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নেমেছিলেন। সানরাইজার্সের ব্যাটিং গভীরতা অনেক। আর এক ওপেনার অভিষেক শর্মা দুর্দান্ত ফর্মে। এই ম্যাচেও নজর কাড়লেন। একটা সময় মনে হয়েছিল ১৭ ওভারের মধ্যেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে সানরাইজার্স। ৫ উইকেট হারিয়ে তাদের জয়ের অপেক্ষা বাড়ে। শেষ দু-ওভারে ৮ রান প্রয়োজন ছিল মাত্র। ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ক্লাসেনকে ফিরিয়ে ম্যাচে প্রাণ আনেন হরপ্রীত ব্রার। ৬ উইকেট হারালেও এই রান চাপ হওয়ার কথা ছিল না সানরাইজার্সের। আব্দুল সামাদের সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন ও সনবীর সিং। ম্যাচ গড়ায় শেষ ওভারে। প্রথম বলেই বাউন্ডারি ম্যাচ ফিনিশ করেন সনবীর। ৫ বল বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে জয়।

মেসির ফেরার ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে মায়ামির জয়

ফ্লোরিডা, ১৯ মেঃ লিওনেল মেসিকে ছাড়া আগের ম্যাচে ফ্লোরিডা ডার্বিতে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে জিততে পারেনি ইন্টার মায়ামি। আজকের ম্যাচেও শঙ্কা ছিল মেসির খেলা নিয়ে। তবে শঙ্কা কাটিয়ে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। আর মেসি দলে ফিরতেই আবারও জয়ে ফিরল মায়ামিও। ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির জয়টি ১-০ গোলে। যোগ করা সময়ে মায়ামিকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন লিওনার্দো কাম্পানা। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ইন্টার মায়ামি দাপট দেখালেও একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল ম্যাচটা হয়তো গোলশূন্য ড্রয়েই শেষ হবে। তবে যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে চমক দেখান কাম্পানা। প্রায় মাঝমাঠ থেকে সের্হিও বুসকেতসের দারুণভাবে বাড়ানো বলকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুর্দান্ত ভঙ্গিতে বল জালে জড়ান ইকুয়েডরিয়ান এ ফরোয়ার্ড। এই জয়ে ১৫ ম্যাচ শেষে ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষেই থাকল মায়ামি। ১৫ ম্যাচে ৯ জয় ৪ ড্র ও ২ হারে

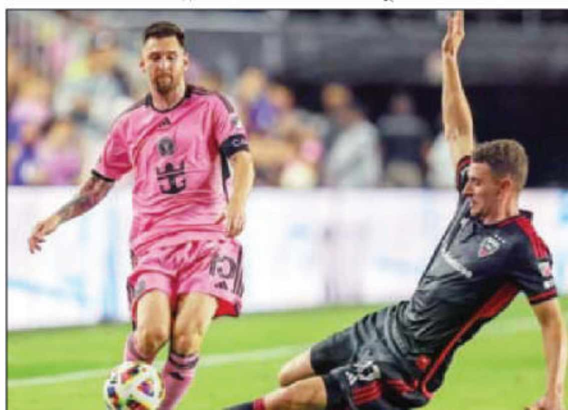

মায়ামির পয়েন্ট এখন ৩১। মায়ামির চেজ স্টেডিয়ামে বাজে আবহাওয়ার কারণে এদিন খেলা শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়। ম্যাচ শুরু হওয়ার পর অবশ্য বলের দখল রেখে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে মায়ামি। মেসি-লুইস সুয়ারেজদের পাসিং ফুটবলের বিপরীতে ডিসি ইউনাইটেড চেষ্টা করে প্রতি-আক্রমণনির্ভর ফুটবল খেলে সুযোগ তৈরির। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির কারণে খেলোয়াড়দের ভারসাম্য ধরে রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সময় ডিসি ইউনাইটেডের বক্সের বাইরে সুয়ারেজ ফাউলের শিকার হলে ফ্রি-কিক পায় মায়ামি। মানবপ্রাচীরে মেরে সেই সুযোগটি হাতছাড়া করেন মেসি। এরপর বৃষ্টির বেগ কমে এলে স্বাভাবিক খেলায় ফেরার চেষ্টা করে দুই দলের খেলোয়াড়েরা। এর মধ্যেই অবশ্য শেষ হয়ে যায় প্রথমার্ধের খেলাও। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে অবশ্য ভালোই খেলছিল ডিসি ইউনাইটেড। কয়েকটি সুযোগও তৈরি করে তারা। তবে ধীরে ধীরে মায়ামি মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ৭০ মিনিটে মেসির দূরপাল্লার শট চলে যায় বারের ওপর দিয়ে। ম্যাচের শেষ দিকে ডিসি ইউনাইটেডের রক্ষণাত্মক ফুটবলের সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে আক্রমণে যায় মায়ামি। তারই ধারাবাহিকতায় যোগ করা সময়ে মেসিরা পেয়ে যান জয়সূচক গোলটি।

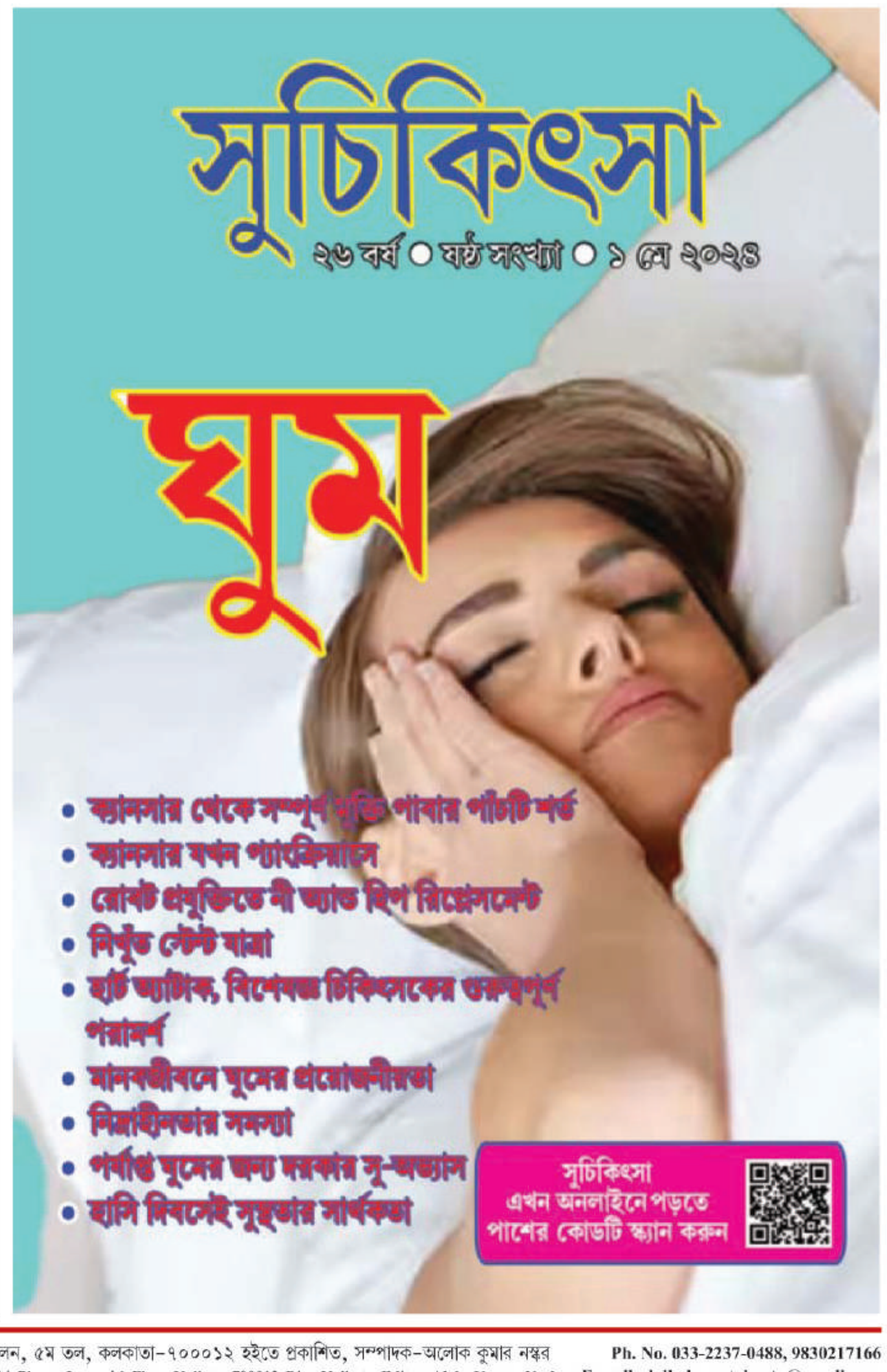

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com